বুখারী,মুসলিম,নাসায়ী,আবুদাউদ,এবং ইবনে মাযা, তিরমিযী শরীফ থেকে আক্বাইদে আহলে সুন্নাতের প্রমাণ

সিহা সিত্তাহ

এবং

আক্বাইদে আহলে সুন্নাত

লেখক:

মাওলানা মুহাম্মাদ শাহজাদ ক্বাদেরী তোরাবী সাল্লামাহু

অনুবাদক

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী

ফাযিলে কেরালা,M.A(থিয়োলজি) ফাস্ট ক্লাস
আলিয়া ইউনিভারসিটি কলকাতা(পঃবঃ)

প্রকাশনায়

রেজবী এক্যাডেমী

রেজবীনগর খাঁপুর,সংগ্রামপুর, দঃ২৪ পরগনা

মোবাইল নং-9734373658, 9153630121

razvi92in@gmail.com

visit-www.yanabi.in

সিহা সিত্তাহ এবং আক্বাইদে আহলে সুন্নাত

বুখারী,মুসলিম,নাসায়ী,আবুদাউদ,এবং ইবনে মাযা, তিরমিযী শরীফ থেকে আক্বাইদে আহলে সুন্নাতের প্রমাণ

সিহা সিত্তাহ

এবং

আক্বাইদে আহলে সুন্নাত

লেখক:

মাওলানা মুহাম্মাদ শাহজাদ ক্বাদেরী তোরাবী সাল্লামাহু

অনুবাদক

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী

ফাযিলে কেরালা,M.A(থিয়োলজি) ফাস্ট ক্লাস
আলিয়া ইউনিভারসিটি কলকাতা(পঃবঃ)

প্রকাশনায়

রেজবী এক্যাডেমী

রেজবীনগর খাঁপুর,সংগ্রামপুর, দঃ২৪ পরগনা

মোবাইল নং-9734373658, 9153630121

razvi92in@gmail.com

visit-www.yanabi.in

রেজবী একাডেমী Vist For-www.yanabi.in

বুখারী,মুসলিম,নাসায়ী,আবুদাউদ,এবং ইবনে মাযা, তিরমিযী শরীফ থেকে আক্বাইদে আহ্‌লে সুন্নাতের প্রমাণ

সিহা সিত্তাহ
এবং
আক্বাইদে আহলে সুন্নাত

Part-1 **প্রথম খণ্ড**

লেখক:

মাওলানা মুহাম্মাদ শাহজাদ ক্বাদেরী তোরাবী সাল্লামাহু

অনুবাদক

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী
ফাযিলে কেরালা,M.A(থিয়োলজি)ফাস্ট ক্লাস
আলিয়া ইউনিভারসিটি কলকাতা(পঃবঃ)

প্রকাশনায়

রেজবী একাডেমী

উমরপুর,ট্রাফিক মোড়(হাটের সন্নিকট হাজী ইসমাঈল সাহেবের বিল্ডিং-এ)রঘুনাথগঞ্জ,মুর্শিদাবাদ।
মোবাইল নং-9734373658, 9153630121
whats App-9143078543
razvi92in@gmail.com

পুস্তকের নামঃ-সিহা সিত্তাহ এবং আক্বাইদে আহ্‌লে সুন্নাত
লেখকঃ-মাওলানা মুহাম্মাদ শাহজাদ ক্বাদেরী তোরাবী সাল্লামাহু

অনুবাদঃ-

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী
ফাযিলে কেরালা,M.A(থিয়োলজি) ফাস্ট ক্লাস
আলিয়া ইউনিভারসিটি কলকাতা(পঃবঃ)

সম্পাদনাঃ- হাকিম মাওলানা আনোয়ার হোসাইন রেজবী
প্রথম প্রকাশ-২০১৮ মোট পৃষ্ঠাঃ-৫৬০

PDF ফাইল NET থেকে বিণামুল্যে ডাউন লোড করুন।

প্রকাশনায়ঃ- রেজবী এক্যাডেমী
উমরপুর,ট্রাফিক মোড়(হাটের সন্নিকট হাজী ইসমাঈল সাহেবের বিল্ডিং-এ)রঘুনাথগঞ্জ,মুর্শিদাবাদ।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে;-Rs-392/00 টাকা মাত্র।
শুধুমাত্র প্রথম খণ্ড-Rs-211/00 টাকা মাত্র।
শুধুমাত্র দ্বিতীয় খণ্ড-Rs-211/00 টাকা মাত্র।

সাবধান

এই পুস্তকের কপিরাইট রেজা মেমোরিয়াল ট্রাস্টের জন্য সর্বসত্ব সংরক্ষিত ইহার নকল ছাপানো আইনত দণ্ডণীয় অপরাধ

ফাইনাল টাইপ সেটিং
M.S.Saqafi
Mob-9832925240 Pashchim Burdwan(w.b).

সূচীপত্র

প্রথম খন্ড

বিষয় পৃষ্ঠা

1 ।উৎসর্গ..... S-9
2 ।অনুবাদকের কথা..... S-11
3 ।কৃতজ্ঞতা প্রকাশ..... S-13
4 ।অভিমত সমূহ..... S-14
5 ।ভূমিকা..... S-21
6। হাদীসের কিছু প্রচলিত অর্থ.....S-25
7। ইসলামে হাদীসের স্থান S-27
8। সিহা-সিত্তার ইমামগণের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা... S-34
9। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েবের বর্ননা..... 43
10। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দৃষ্টি মোবারক..... 96
11। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'তাবার রুকাতের' বর্ননা.....129
12। মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপ্রিম পাওয়ার ...157
13। অতুলনীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.... 199
14। হাদীস শরীফের গুরুত্ব 211
15। ইজ্‌তিহাদ ও তাক্বলীদ..... 220
16। তিহাত্তর ফিরক্বা এবং সঠিক মাস্‌লাক.....227
17। মুনাফিকের আলামত..... 237
18। হায়াতুল আম্বিয়া আলাইহিস্ সালাম..... 252
19। নামাযের মধ্যে রাসূল আলাইহিমুস সালামকে স্মরন করা... 262

বিষয় পৃষ্ঠা

20। ইমামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের বর্ননা 275
21। ইমামের কেরাতই হলো মুক্তাদীর কিরাত 275
22। ইমামের পিছনে কিরাত করা, কোরআনকে কেড়ে নেওয়ার মতো.....277
23। শুধু তাক্বীরে তাহারীমার সময় হাত ওঠাতে হবে.....279
24। তাক্বীরে তাহারীমা বলার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি পর্যন্ত উঠানো..... 282
25। রাফে ইয়াদাইন মানসুখ হয়ে গেছে 284
26। নামাযের মধ্যে নাভির নীচে হাত বাঁধা সুন্নাত..... 287
27। হানাফী আত্ত্বাহিইয়াতের প্রমান..... 288
28। শাহাদাত অঙ্গুলি উঠিয়ে তাকে না দোলানো 290
29। নামাযের পর দোওয়া প্রার্থনা করা সুন্নাত 291
30। হাত উঠিয়ে দোওয়া প্রার্থনা এবং হস্তদ্বয়কে মুখে বুলানো সুন্নাত 292
31। সুন্নাত ও নফল সমূহের প্রমান,সুন্নাতে মুয়াক্কাদার
32 প্রমান সমূহ .....
33। যোহোরের সুন্নাত ও দুই রাকায়াত নফলের ফযিলত..... 295 301
34। আসরের পূর্বে চার রাকায়াত সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদার দলিল..... 303
35। মাগরিবের পরে এবং ফযোরের পূর্বে সুন্নাতের প্রমান ... 303
36। আওয়াবিন নামাযের বর্ননা ।..... 306
37। তিন রাকায়াত বিতিরের প্রমান 308
38। ইস্তখারার বর্ননা 310

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয় পৃষ্ঠা

39 ।ওয়াসিলার বর্ননা 315
40। সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগনের হুযুর
41 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আদবের বর্ননা.. 329
ইশ্‌ক্বে খায়রুল আনাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. 343
42। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশিক্বদের
43 জন্য আজমাঈশ (পরীক্ষা) 355
44 । হাত, পা চুম্বন করার বর্ননা 356
45। শাফায়াতের বর্ননা..... 364
46। আল্লাহ ওয়ালা শুফারিশ করবেন..... 371
47। হুযুর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর
আগমনের খুশিতে ইস্তেকবাল... 572
48। গুস্তাখে রাসুলের সাজা 378
49। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিরাজ ও আল্লাহর
50 দীদার ।..... 384
51। মানত ও নিয়াজের হাকীকাত 394
52। ফু দেওয়া ও তাবীজের বর্ননা..... 403
53। নামাযের পরে উচ্চ স্বরে জিকির করার বর্ননা 411
54। বাগে ফিদাকের মাসআলা 417
55। খিলাফাতে হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু.... 420
56। হযরত ওসমানগনী রাদ্বীআল্লাহু আনহুর সাথে দুশমানি,
আল্লাহর সাথে দুশমনি ।..... 432
57। হযরত আলী রাদ্বীআল্লাহু আনহুর সাথে শত্রুতা মুনাফিক্বের চিহ্ন... 433
58। মাওলা আলী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলার প্রমান..... 434

বিষয় পৃষ্ঠা

58। হযরত আমিরে মোয়াবিয়া রাদ্বীআল্লাহু আনহুর শান... 435
59। বাইয়াতে রিদওয়ানের ফযিলত 437
60। বদরে অংশ গ্রহণকারী সমস্ত সাহাবী
রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন জান্নাতী 437
61। সাহাবা রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগনের শান 439
62 সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগনকে গালি দিয়ো না..
63। মদিনা শরীফের ফযিলত 442
64। হাযারে আসওয়াদের শাক্ষী 448
65। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র
নাত মোবারক 450
66। মুমিনের শ্রবন করার ক্ষমতা 453
67। কাফিরের জন্য অবতীর্ন আয়াত শরীফকে মুমিনের উপরে চপানো।
68 । তাফসীর বির্‌রায়, ... 458
69। তাযিমের জন্য ক্বিয়াম করা 459
70। মাজার তৈরী করা এবং গেলাফের বর্ননা 464
71। আওলিয়া আল্লাহর শান 467
72। সাত কিরাতের বর্ণনা 470
73। জুময়া হলো ঈদের দিন 476
74। বিদাআতে হাসানার বর্ণনা..... 479
75। ভালো কর্ম শুরু করলে তার সাওয়াব 484
76। আল্লাহ্ ওয়ালার উপরে শয়তানের আধিপত্য চলে না ...493
77। আওলিয়া আল্লাহ্ রাহমাহুমুল্লাহ হচ্ছেন কায়েনাতের জান
78। গুস্তাখকে ইমাম, বানাবে না 501
79। বায়আতের বর্ণনা 503
80। যমযম শরীফের বরকাত 506

বিষয় পৃষ্ঠা

80 । হাইয়্যা আলাল ফালাহ শুনে দাড়ানোর হুকুম 508
82 । নূরে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম..... 511
83 । আযানের আওয়াজ শুনে শয়তানের পলায়ন 513
84 । আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে মহব্বতের ফল 514
85 । হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতি আযাব
86 থেকে রক্ষা করে ।..... 515
87 জান্নাত আমলের দ্বারা নয়, রহমতের দ্বারা পাওয়া যাবে... 517
88 । আযানের পূর্বে দরুদ শরীফ পড়ার বর্ননা 519
89 । আযানের পরে দরুদ ও সালাম পাঠ করার বর্ণনা... 521
90 শাহাদাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম..... 523
91 । ক্বোরআন মাজিদ সবচেয়ে ভালো উপশমকারী..... 524
92 । মসজিদে কুবার মধ্যে নামায পড়ার সাওয়াব 524
93 ।ইন্তেকাল করেছে এমন ব্যাক্তিকে চুম্বন করা প্রসঙ্গে 525
94 । মাসজিদে হারাম ও মাসজিদে নবুবিতে নামায পড়ার
সাওয়াব..... 527
95 । গান বাজনা করা নিষেধ.....528
96 । বিলাদাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের
খুশী মানানো..... 530
97 । আসসালাতু ওয়াস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলার প্রমাণ.....534
98 । আযান ও ইক্বামাতের শব্দ গুলি দুইবার করে পড়া 535
99 । ১৫ ই শাবানের রাত্রির ফযিলত.....537
100 । আল্লাহ ওয়ালার নৈকট্য লাভে বরকত আছে 540
101 । তিনটি মসজিদ ব্যাতিত সফর করা..... 544
102 । নজর(কু দৃষ্টি) লাগা সত্য..... 545

বিষয় পৃষ্ঠা

103। নূরে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্ব
প্রথম তৈরী করা হয়েছে..... 547
104। উম্মাতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য
ওয়াসওসা মাফ..... 548
105। সফর মাস মানহুস নয়..... 549
106। শুকরের চর্বি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ..... 550
107। আল্লাহ্ ওয়ালাদের দ্বীন কে উদযাপন করা..... 551
108। মাতম করা নিষেধ..... 552
109। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জাহেরী যুগেও
ক্বোরআন মাজিদ একত্রিত করা হয়েছিল 554

আবেদন

সুধী পাঠক বৃন্দ এই অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে কোন মারত্ত্বক ধরণের ভুল যদি কোন নেক সুন্নী মুসলমান পাঠকদের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে তাহলে পত্রের মারফত আমাকে অবগত করিয়া বাধিত করিবেন।

ইতি
অনুবাদক

S-শব্দটি সূচীপত্রের সংকেত স্বরুপ ব্যবহার করা হল-অনুবাদক।

786/92/917

অনুবাদ গ্রন্থ উৎসর্গ

সমস্ত আহ্‌লে সুন্নাতুল জামায়াতের বড় বড় আকাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন ছাড়াও বিশেষ করে শাইখ আব্দুল কাদ্বির জিলানী রাদ্বীআল্লাহু আনহু ও আশরাফী,রেজবী, নকসেবন্দী চিস্তিয়া কালিমিয়া, এবং সমস্ত সিলসিলার বুজুর্গগন এবং বিশেষ করেআমার শিক্ষক মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ হাশিমরেজা নূরী রেজবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির পবিত্র রুহে যেন আল্লাহ্ পাক এর সাওয়াব পৌঁছেদেন।

আমিন বিজাহি সাইয়্যেদুল মুরসালিন

অধম

মুহাম্মদ সাফাউদ্দিন

বি দ্র;-এই পুস্তকটি নির্ভূল রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি,তবুও যদি ভূল ত্রুটি থাকে,পাঠকদের কাছে অনুরোধ আপনারা পত্র মারফত তাহা জানাবেন। তাহলে আগামি সংস্করণে সংশোধন করে নেবো ইনশা আল্লাহ্। এবং এই পুস্তকের স ম্বন্ধে আপনাদের অভিমত সাদরে গ্রহ ণীয়।

বিনিত নিবেদন প্রকাশক

হাকীম মাওলানা আনোয়ার হোসাইন রেজবী

৩১মার্চ ২০১৮

অনুবাদকের তরফ হতে খাস দুয়ার আবেদন

এই বই উমার ফারুক টাইপিং করতে ২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ৪ বছর সময় লাগিয়েছে তার মধ্যে কালের বহু পরিবর্তন হয়ে গেছে। উক্ত সময়ের মধ্যে আমার মা মরহুমা মণিরা বিবি আশরাফী,আমার আব্বা মরহুম সেখ মুতালিব আশরাফী,আমার জামাই বাবু মরহুম সেখ বেহেতার আলী উরফে লালু ও আমার একমাত্র চাচা এবং শ্বশুর মশাই মরহুম সেখ মাজেদ আলী,এবং মুফতী নুরুল আরেফীন সাহেবের আব্বা মরহুম নুরুল ইসলাম রেজবী,ও হাকীম মাওলানা আনোয়ার সাহেবের আব্বা মরহুম নূর মুহাম্মাদ মোল্লার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। সুন্নী পাঠকবৃন্দের কাছে ইনাদের জন্য খাস দুয়ার আবেদন করছি। এবং রাব্বুল আ¯লামিনের কাছে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসিলায় দুয়া প্রার্থনা করছি আল্লাহ্ আজ্জা ওয়াজাল্লা যেন তাঁদের ক্ববরকে জান্নাতুল ফিরদাওসের বাগান বানিয়ে দেন।

আ¯মিন বিজাহি সাইয়্যেদিল মুরসালিন
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ইতি অনুবাদক

খাকপায়ে মাখদুম আশরাফ

মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন আশরাফী

৭৮৬/৯২/৯১৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আমার মনে মাঝে মাঝে একটা ধারণা হত যে,আহ্লে সুন্নাত জামায়াতের আক্বিদার বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র বই এর দরকার যাহাতে শুধু সিয়াহ সিত্তাহ্ (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবুদাউদ, এবং ইবনে মাযা তিরমিযী) থেকে দলিল উত্থাপন করা হবে; কারণ বদমাযহাবেরা বলে বেড়ায় শুধু সিহা সিত্তাহের মধ্যেই থাকলেই আমরা সেটাকে মেনে নেবো অবশ্য শুধু সিহা সিত্তাহের মধ্যেই থাকলেই মানতে হবে এবং সিহা সিত্তাহতে না থাকলে মানতে হবে না এই ধরনের বক্তব্যের শরীয়াতে কোন স্থান নেই। যাই হোক আমার চিন্তার সাথে সাথেই **"মেঘ না চাইতে জল"** এধরনের ঘটনা ঘটে গেল ১৪-ই জানুয়ারী ২০১৩-তে **মুফতী নূরুল আরেফীন আযহারী** সাহেবের মাদ্রাসা উদ্বোধনে উপস্থিত হলাম, সেখানে **হাকিম মাওলানা আনোয়ার হোসাইন রেজবী** সাহেবের সাথে সাক্ষাত হলে তিনি একটা বই দেখিয়ে বললেন,আমার ইচ্ছা ছিলো এই বইটা অনুবাদ করার জন্য,আমি ঊর্ষে রেজবীতে এই বইখানা এনেছি। বইটি আমি দেখলাম কিন্তু অনেক মোটা ৪৪০ পৃষ্ঠার,দেখে মনে মনে চিন্তা করলাম এতমোটা বই অনুবাদ করতে বহু সময় লেগে যাবে যদিও আমি কলম এর পূর্বেও ধরেছি বাংলা নাতের বই নূর ওয়ালা এসেছে বা নূরের অভ্যুদয়, ইসলামী আলোড়ন সান্মাসিক পত্রিকার সম্পাদকতা করেছি।

মুফতী নূরুল আরেফীন আযহারী সাহেব সাহস দিয়ে বললেন মনে চিন্তা করবেন না,আমি সাথে আছি তখন আমি সাহস করে বইখানি (সিহা সিত্তাহ এবং আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত)হাতে নিলাম। আমি প্রায়ই হাদীস শরীফ আসল আরবী কিতাব সিহা সিত্তাহের মধ্যে মিলিয়েদেখলাম পৃষ্ঠা আগে পিছে হলেও হাদীস শরীফ সঠিক পেয়েছি। এই বই আহ্লে সুন্নাতুল জামায়াতের আক্বিদার উপর লিখা হয়েছে সনদ সহকারে,যাহা বাঙ্গালী মুসলমান পাঠক বৃন্দের জন্য একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে এবং শুধু তাই নয় এই বই এর দলীল দ্বারা বদমাযহাব ওহাবী সম্প্রদায়ের বিষদাঁত শুধু ভাঙতে পারবেন তা নয়, বরং শিকড় থেকে তুলে ফেলতে পারবেন, তাদের শুধু গোড়া কাটা যাবে তা নয় বরং সমূলে উৎপাটন করতে পারবেন। কারণ এর দলীল সিহা সিত্তাহের অন্তগর্ত। এই অনুবাদ গ্রন্থ পাঠ করে খাঁটি আহ্লে সুন্নাত অ জামায়াত তো উপকৃত হবেনই বরং যাদের ঈমান টলমল করছে তারাও লাভবান হবে ইন্শা আল্লাহ।

ইতি

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাক্বাফী আল আশরাফী

ফাযিলে কেরালা,**M.A**(থিয়োলজি) ফাস্ট ক্লাস

আলিয়া ইউনিভারসিটি কলকাতা(পঃবঃ)

ঠিকানা

মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন আশরাফী

পিতা:-মরহুম সেখ মুতালিব আশরাফী

গ্রাম-মহাল,পোষ্ট+থানা- পান্ডবেশ্বর জেলা-পশ্চিম বর্ধমান,

পিন- 713346,মোবাইল- +919609547530

Email;- sk safauddin@yahoo.com

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আল্লাহ্ পাকের অশেষ রহমত এবং তাঁর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাস দয়াতে এবং গাওস,খাজা,রাজা এবং মাখদুম আশরাফ সামনানী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের খাস নিগাহে কারামের জন্য এই গ্রন্থটি অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছি। এই অনুবাদ গ্রন্থটি অনুবাদে এবং প্রকাশণায় এবং প্রচারে এবং অনুপ্রেরণায় যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন;-মুফ্তী নূরুল আরেফীন সাহেব(পূর্ব বর্ধমান),মাওলানা ও হাকীম আনোয়ার হোসাইন রেজবী(দঃ২৪পরগণা),হাফীজ রইসুদ্দীন আশরাফী(বীরভুম), মাওলানা বসিরুদ্দীন(জঙ্গীপুর),**আমার আব্বাজান মরহুম সেখ মুতালিব আশরাফী**,জনাব নুরুল ইসলাম উরফে ঝন্টু(হাওড়া), জনাব সাইয়্যেদ গোলাম মহিউদ্দীন আশরাফী উরফে কিরণ ভাই (বোলপুর),মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন(বাবুইজোড়),মহম্মদ শামসুদ্দীন (মাদানগর,মাওলানা কামরুদ্দীন(বাকুড়া),মাওলানা উমার (মুর্শদাবাদ),হাফীয মুসলিম(সাদিকপুর)এবং ইন্টারনেটে প্রেসে ছাপার পূর্বেই যিনি Net এর মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন জনাব মুহাম্মাদ রেজা ক্বাদেরী যার নিজস্ব ওয়েব সাইট হল **www.yanabi.in** এর এই লিঙ্ক থেকে সাধারণের জন্য ১টাকার মাধ্যমে **PDF** বই লোড করে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। ইয়া আল্লাহ্ আলোচিত সমস্ত ব্যক্তিদের উপরে এবং আমার ও আমার আহ্লে আয়ালের উপরে আপনার খাস রহমত বর্ষিত করুন আমিন বি জাহি সাইয়্যেদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অনুবাদক

অভিমত সমূহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুহাদ্দীসে বাঙ্গাল হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ কাজী নূরুল আরেফীন রেজবী আজহারী সাল্লামাহু সাহেবের অভিমত

বিগত কয়েক বছর ধরে সুন্নী লেখনীর যে জোয়ার পশ্চিম বাংলায় এসেছে তা অভাবণীয়। যে অপূরণ পূর্বে ছিল,এখন তা পূরণের পথে। যে কারণে মুসলমানদের আর ওহাবী ও দেওবন্দীদের ভ্রান্ত পুস্তকের আর প্রয়োজন পড়বে না। তাছাড়া সুন্নী লেখকদের লেখনী যা আকাশ চুম্বীর ন্যায় সঠিক পথে স্থির থাকা দিশাকে দেখিয়েছে। আমার একান্ত সহযোগী **মুফতী সাফাউদ্দিন সাহেবের** অনুবাদকৃত **সিহা সিত্তাহ্ এবং আক্বায়েদে আহ্লে সুন্নাত** একধরণের গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক। সুন্নীদের মধ্যে যেমন এক আলোড়ন তুলেছে তেমনই সুন্নীদের সম্পর্কে যে সকল অপবাদ বাতিল সম্প্রদায় দিয়ে থাকে,এ পুস্তকে তাদের সেই অপবাদকে দলীলের দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে। আমি মুসলমান সমাজের নিকট উক্ত পুস্তকটি সঠিকভাবে পাঠ করার জন্য আবেদন রাখবো এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করে পুস্তকটি থেকে সঠিক ধারণা পাওয়ায় অনুবাদকের জন্য দোয়া রাখি মহান রাব্বুল আলামীন যেন তাঁর লেখনী শক্তিকে আরও বৃদ্ধি করেন। আমিন বিজাহি সাইয়্যেদিল মুরসালিন।

২৫শে সফর,১৪৩৯ হিজরী।

ভূমিকা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বিসমিল্লাহির্ রাহ্মানির রাহিম

نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

اَمَّابَعۡد!

فَاعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লীআলা রাসূলিহিল কারিম।

আম্মাবা'দ!

ফাআয়ূযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম

বিসমিল্লাহির্ রাহমানির রাহীম

خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں

کہ بدمذہبوں کو سدھارا کروں میں

অর্থঃ-আল্লাহ আমার কলমে এমন ক্ষমতা দাও তুমি।

বদমাযহাবকে যেন সূধরাতে(ভালো করতে)পারি আমি।।

ক্বোরআন মাজিদে অনেক জায়গায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বানীকে(হাদীস)মানার এবং তার উপরে আমল করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর ইরশাদ;-

قُلۡ اَطِیۡعُوا اللّٰہَ وَالرَّسُوۡلَ ۚ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ الۡکٰفِرِیۡنَ ﴿۳۲﴾

অনুবাদ;-'আপনি বলে দিন, হুকুম মান্য করো আল্লাহ্ ও রাসূলের।' অত:পর যদি তারা,মুখ ফিরিয়ে নেয়,তবে আল্লাহর পছন্দ হয় না কাফির"(সূরা-আলইমরান,আয়াত-৩২,পারা-৩,কানযুল ঈমান)।"

☆English Translation☆

32. Say you, 'Obey Allah and the messenger; then if they turn their faces, then Allah loves not the infidels.(Kanz-UL-Eeman).

مَنۡ یُّطِعِ الرَّسُوۡلَ فَقَدۡ اَطَاعَ اللّٰہَ ۚ وَمَنۡ تَوَلّٰی فَمَاۤ اَرۡسَلۡنٰکَ عَلَیۡہِمۡ حَفِیۡظًا ﴿۸۰﴾

অনুবাদ;-যে ব্যক্তি রাসুলের নির্দেশ মান্য করেছে,নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করেছে এবং যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তবে আমি আপনাকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য প্রেরণ করিনি(সুরা-নিসা,আয়াত-৮০,পারা-৫,কানযুল ঈমান)।

☆English Translation☆

80. Whoso obeys the messenger, has indeed obeyed Allah, and whoso turns away his face, then We have not sent you to save them.(Kanz-UL-Eeman).

وَمَا یَنۡطِقُ عَنِ الۡہَوٰی ﴿۳﴾ اِنۡ ہُوَ اِلَّا وَحۡیٌ یُّوۡحٰی ﴿۴﴾

অনুবাদ;-৩)এবং তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না।৪)তাতো নয়,কিন্তু ওহীই,যা তাঁর প্রতি(নাযিল)করা হয়(সূরা-আন-নাজ্ম,আয়াত-৩ও৪,পারা-২৭কানযুল ঈমান)।

☆English Translation☆

3. And he speaks not of his own desire. 4.That is not but the revelation that is revealed to him.(Kanz-UL-Eeman).

এইসব আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল যে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যবান থেকে নির্গত প্রত্যেকটি শব্দ শারীয়ত এবং হাদীসের মধ্যে গন্য। তার উপরে আমল করার হুকুম ক্বোর-আন মাজীদ থেকে প্রমাণিত। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যাহেরী সময়েতেও হাদীস সমূহ লিখা হত অনেক সাহাবী রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন নিজের মাওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে যা কিছু শুনতেন,সেটাকে লিখে নিয়ে সুরক্ষিত রাখতেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগনের পুরো জিন্দেগী বরং নিজেদের জীবনের প্রত্যেক সময়ই হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র ফরমানের ধাঁচে ঢালা ছিলো, সাহবায়ে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন নিজস্ব ইচ্ছা পর্যন্ত সব কিছুই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সমূহের উপর অনুকরণ করতেন। তার(আলাইহিস সালাম)দু:খ নম্রতা এবং প্রকাশ্যের খুশি মানানোর কর্ম, এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাত্রি জাগরণ, দিনের বেলায় কায়লুলাহ করা (দুপুরে খাওয়ার পর শোওয়া) এবং সমস্ত ফরমানের অনুস্বরন ও অনুকরণ কারী ছিলেন এবং যাহা, বক্তব্য ও কর্মের দ্বারা সব সময় পাবন্দ ছিলেন,তারা কখনও ভূলে যাননি এবং খেয়াল রাখতে পারেননি তাহা নয়। কখনও হতে পারেনা, যে তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটা ও পবিত্র ফরমানকে ভূলে গেছেন। এসমস্ত কথা থেকে ইহা প্রমান হলো যে,সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন তার সংরক্ষন এমন ভাবে করেছেন যে,আজ সনদ সহকারে(ধারাবাহিকতা অনুসারে)আমাদের সামনে রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানদের জন্য ঐহিদায়াত এবং পবিত্র হায়াতে ত্বাইয়্যেবার নিয়মকানুন ইত্যাদি স্বর্নাক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১)হযরত ইমামে আযাম আবু হানিফা রাদ্বীআল্লাহু আনহু ২)হযরত ইমাম শাফেয়ী রাদ্বীআল্লাহু আনহু ৩)হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাদ্বীআল্লাহু আনহু ৪) হযরত ইমাম মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু ৫)হযরত ইমাম বুখারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু ৬) হযরত ইমাম মুসলিম রাদ্বীআল্লাহু আনহু ৭)হযরত ইমাম তিরমিযী রাদ্বীআল্লাহু আনহু ৮)হযরত ইমাম নাসায়ী রাদ্বীআল্লাহু আনহু ৯)হযরত ইমাম আবুদাউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু ১০)হযরত ইমাম ইবনে মাযা রাদ্বীআল্লাহু আনহু ১১) হযরত ইমাম ত্বাহাবী রাদ্বীআল্লাহু আনহু এবং অনান্য মুহাদ্দীসানে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন এই উম্মাতের উপরে ইহসান করেছেন এবং সহি ইসনাদের সাথে আমাদেরকে কিতাবের আকারে হাদীস সমূহের ফুলদানী দিয়ে গেছেন আজ যাহা এখনও পর্যন্ত আমাদের সামনে রয়েছে।

ফকির(লেখক)এই কিতাবের মধ্যে সিহা-সিত্তাহ থেকে ৩৮৪ টি হাদীস শরীফকে জমা করেছি।

এই কিতাবের খুসুসিয়াত(বিশেষত্ত)হলো এর মধ্যে আক্বায়েদে আহলে সুন্নাতের উপর ব্যবহার করা হাদীস সমূহ জমা করা হয়েছে এই কারণে যারা হাদীস শরীফ মুতায়ালা করতে খুশীবোধ করেন সেই সমস্ত ব্যাক্তিগন খুব সহজে উপকৃত হতে পারবেন।

রব্বে কারীমের কাছে দোওয়া করছি যে, তিনি তার প্রিয় হাবীব রাসূলে আকরম নূরে মোযাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের–অসিলায় এই কিতাব প্রত্যেক মুসলমানের জন্য লাভদায়ক বানিয়েদেন এবং মুহাদ্দীসানে কেরাম খাসকরে আইম্মায়ে সিহা সিত্তার মাজার সমূহের মধ্যে রহমত এবং রিদ্বওয়ানের বৃষ্টি বর্ষন করুন।

আমীন সুম্মা আমীন

ফাকাত ও সালাম

ফকির মুহাম্মাদ শাহজাদ ক্বাদেরী ত্বোরাবী সাল্লামাহু

হাদীসের কিছু প্রচলিত অর্থ

হাদীসঃ-হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুম কিংবা ত্বাবেয়ীনে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন যা কিছু বলেছেন এবং যাহা কিছু করেছেন বা কাহাকেও কিছু বলতে শুনেছেন বা কিছু করতে দেখেছেন তাকে নিষেধ করেননি বরং চুপ থেকেছেন ঐ সমস্ত কিছুকে মুহাদ্দীসিনে কেরামগন ইসতিলাহাতে(সজ্ঞায়)"হাদীস" বলেছেন। এই দিক থেকে হাদীস শরীফকে তিন ভাগে ভাগকরা হয়েছে**(১)মারফু হাদীস (২)মাওকূফ হাদীস,(৩)মাকতু হাদীস**

(১) মারফু হাদীসঃ- যাহা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে অর্থাৎ ঐ হাদীসে ইহা আলোচনা করা হয় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রকম বলেছেন বা করেছেন কিংবা হুযুর আলাইহিস সালামের নিকটে লোকেরা এরকম বলেছেন বা করেছেন ইহাকে হাদীসে মারফূ বা মারফূ হাদীস বলে।**(২)মাওকূফ হাদীসঃ-**ঐ হাদীস যাহা সাহাবী রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ ঐ হাদীসে এই ধরনের আলোচিত হয়েছে যেমন হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা বলেছেন বা হযরত ইবনে ওমার রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা বলেছেন বা হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু ইহা দেখেছেন বা শুনেছেন এই ধরনের হাদীসকে হাদীসে মাওকূফ বলা হয়। **(৩)মাকতূ হাদীসঃ-**ঐ হাদীস যাহা ত্বাবেয়ীন রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ ঐ হাদীস শরীফে ইহা বর্ণনা করা হয়েছে উদাহরণ স্বরপ হযরত সাঈদ বিন যুবাইর রাদ্বীআল্লাহু আনহু এই ধরনের বলেছেন বা করেছেন বা হযরত ইকরামা রাদ্বীআল্লাহু আনহু লোকেদেরকে এই ধরনের করতে দেখেছেন বা বলতে শুনেছেন ইহাকে হাদীসে মাকতূ বা মাকতূ হাদীস বলে।

রাওয়ায়েতঃ-হাদীসকে নকল করা এবং হাদীসকে বর্ণনা করাকে রাওয়ায়েত বলে। **রাবীঃ-** হাদীস নকলকারী ও হাদীস বর্ণনাকারীদের রাবী বলা হয়। **হাদীসের সনদঃ-**হাদীস বর্ণনা কারীদের ধারাবাহিকতা কে সনদ বলে যেমন হযরত ইবনে সিহাব রাদ্বীআল্লাহু আনহু হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে তিনি হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। **হাদীসের মাতানঃ-** যেখানে সনদ শেষ হয়ে যায় তার পরের শব্দ সমূহকে হাদীসের মাতান বলা হয়। **সাহাবীঃ-**যে ব্যাক্তি ঈমানের অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ লাভ করেছেন এবং ঈমানের উপরেই ইন্তেকাল করেছেন তাকে সাহাবী বলা হয়। **ত্বাবেয়ীঃ-** যে ব্যাক্তি ঈমানের সাথে কোন সাহাবীকে দর্শন করেছেন এবং ঈমানের সাথেই ইন্তেকাল করেছেন তাকে ত্বাবেয়ী বলা হয়। এই দিক থেকে আসল হাদীস বর্ণনা কারী পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছেছে? সেই হিসাবে হাদীস হল চার প্রকার(১) হাদীসে মুতাওয়াতীর (২) হাদীসে মাশহুর (৩) হাদীসে আযীয (৪) হদীসে গারীব। **(১)হাদীসে মুতাওয়াতীরঃ-** ঐ হাদীসকে বলা হয় যার বর্ণনা কারী প্রত্যেক যানাতেই এত সংখ্যক রয়েছেন যে, তাদের মিথ্যার উপরে একমত হওয়া অসম্ভব। **(২) হাদীসে মাশহুরঃ-** ঐ হাদীসকে বলা হয় যার বর্ণনা কারী প্রত্যেক যামানাতেই দুই এর বেশী ইহাকে হাদীসে মুস্তাফিদ্ব ও বলা হয়। **(৩)হাদীসে আযীযঃ-** ঐ হাদীসকে বলা হয় যাহার বর্ণনাকারী প্রত্যেক যামানাতে দুই জন করে থাকেন এবং গোটা সনদের কোন জায়গাতে দুই জন বর্ণনাকারীর চেয়ে কম হয় না।**(৪)হাদীসে গারীবঃ-**ঐ হাদীসকে বলা হয় যার সনদের ধারাবাহিকতার মধ্যে শুধু একজনই বর্ণনাকারী থেকে গেছেন।

ওয়াদ্বাউল হাদীসঃ-মিথ্যা হাদীস তৈরী কারী ব্যাক্তি হলো কঠিন বড় গুনাগার এবং জাহান্নামী। **হাদীসে মাওযূঃ**- মিথ্যাবাদীর বর্ণিত হাদীস যাহা হাদীসে রাসুল আলাইহিস সালাম বলে প্রমাণিত হয় না। এই হাদীসকে হাদীসে মাওযূ বলে যাহা সর্ব সম্মত ভাবে বাতিল। **মুহাদ্দিসীনঃ**- হাদীসের ইলমে মাশগুল হয়ে থাকা সম্মানিত ব্যাক্তিদেরকে মুহাদ্দিসীন বলা হয়। **মুরখীনঃ**- অতীত যুগের তারিখ এবং অবস্থার বর্ণনা কারীকে মূরখীন বা আখবারী উপাধি দ্বারা স্মরণ করা হয়। **সিহা সিত্তা** (১)বোখারী শরীফ (২)মুসলিম শরীফ (৩) তিরমীযি শরীফ (৪)আবু দাউদ শরীফ (৫)নাসাঈ শরীফ (৬)ইবনে মাযা শরীফ। এই বিখ্যাত ছয়টি হাদীসের কিতাবকে সিহা সিত্তাহ বলা হয়।

ইসলামে হাদীসের স্থান

নবুয়াতের যামানা থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের এই আক্বিদাই রয়েছে যে,আহকামে দলীলের মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে এবং সবচেয়ে উঁচুতে আল্লাহর সম্মানীয় কিতাব হলো ক্বোরআন মাজীদ। এবং যেহেতু ক্বোরআনের ব্যাখ্যা এবং হিদায়াতের জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুস্মরন এবং অনুকরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী এবং আমল করা ওয়াজীব। কেন না রাসুল আলাইহিস সালাম ব্যাতীত ক্বোরআনের সঠিক অর্থ, হকীকি মুরাদকে বোঝা কষ্টকর এবং অসম্ভব। এই জন্য ক্বোরআন মাজিদের পরে শরীয়াতের দলিলের জন্য একমাত্র হাদীসেরই দরকার তার পর ইযমা এবং মুজতাহীদের ক্বিয়াস।এই জন্য এই আক্বীদা রাখা উচিত যে, ক্বোরআন এবং হাদীস দুটাই হলো ইসলামের বুনিয়াদ এবং আহকামে শরীয়াতের শক্ত দলীল।

বর্তমান যুগে কিছু বদমযহাব যারা নিজেদেরকে"আহ্লে ক্বোরআন" বলে দাবী করে এবং হাদীসকে শরীয়াতের দলীল মানতে অস্কীকার করে।

ক্বোআন শরীফে স্পষ্ট ভাষায় খোদা ওয়ান্দ কুদ্দুস ঘোষনা করেছেন ঐ সমস্ত বেদ্বিন, বদমযহাবদের বদ আক্বিদা ও কুফরী ধারনার খন্ডন করেছেন। আল্লাহ তায়ালার ঘোষনা;-

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

অনুবাদ;-এবং যা কিছু তোমাদেরকে রাসুল দান করেন,তা গ্রহণ করো। আর যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহ্কে ভয় করো! নিশ্চয় আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন(সুরা-হাশর-আয়াত-৭,পারা-২৮,কানযুল ঈমান)।

☆English Translation☆

'And whatsoever the Messenger gives you, take it, and whatsoever he forbids you, abstain from that. And fear Allah; undoubtedly, the torment of Allah is severe.(Kanz-UL-Eeman).

ক্বোরয়ান শরীফের এই বক্তব্য পরিস্কার ঘোষনা করছে যে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ ও নিষেধ হাদীস শরীফ রুপে বিদ্যমান। নিশ্চয় নির্দিধায় যাহা মানা জরুরী এবং শরিয়াতে বিধানের অক্যাট্ট ও অখন্ডনিয় দলিল।

শানে রেসালাতের বৈশিষ্ট

আসল বিষয় হল এই যে যারা হাদীস শরীফকে শরিয়াতের দলিল হওয়াকে অস্বীকারকরে তারা আসলেই নবুয়াত ও রেসালাতের পদটাকে অস্বীকার করে। ওদের নিকট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট শুধু মাত্র একজন পিওনের মত। কিন্তু ক্বোরয়ান মাজিদ পরিস্কার ভাষায় ঐ সমস্ত বেদ্বীন ও বদমযহাবদের ভুল বক্তব্যের শিকড় কেটে দিয়েছে। যেমন ক্বোরয়ান মাজিদ এর আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন–

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝

অনুবাদ;-যে ব্যক্তি রাসুলের নির্দেশ মান্য করেছে,নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করেছে, এবং যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তবে আমি আপনাকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য প্রেরণ করিনি(সুরা-নিসা-আয়াত-৮০,পারা-৫,কানযুল ঈমান)।

☆English Translation☆

80.Whoso obeys the messenger, has indeed obeyed Allah, and whoso turns away his face, then We have not sent you to save them(Kanz-UL-Eeman).

দ্বিতীয় আয়াতে এরশাদে খোদাওন্দী হচ্ছে;-

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۝

অনুবাদ;-এবং আমি কোন রাসুল প্রেরণ করিনি কিন্তু এজন্য যে,আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হবে এবং যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করে তখন,হে মাহবুব! (তারা)আপনার দর্বারে হাজির হয় এবং অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করে,আর রাসুল তাদের পক্ষে সুফারিশ করেন,তবে অবশ্যই আল্লাহ্কে অতন্ত তাওবা কবুলকারী,দয়ালু পাবে(সুরা-নিসা-আয়াত-৬৪,পারা-৫,কানযুল ঈমান)।

☆English Translation☆

64.And We have not sent any messenger, but that he should be obeyed by Allah's will. And if when they do injustice unto their souls, then O beloved! They should come to you and then beg forgiveness of Allah and the messenger should intercede for them then surely, they would find Allah Most Relenting, Merciful..(Kanz-UL-Eeman).

তৃতীয় আয়াতে ইরশাদে বারি তায়ালা;-

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ

অনুবাদ;-তিনি তাদেরকে সৎকর্মের নির্দেশ দেবেন এবং অসৎকার্যে বাধা দেবেন,আর পবিত্র বস্তুসমূহ তাদের জন্য হালাল করবেন এবং অপবিত্র বস্তুসমূহ তাদের উপর হারাম করবেন(সুরা-আরাফ,আয়াত-১৫৭,পারা-৯,কানযুল ঈমান)।

☆English Translation☆

He will bid them to do good and will forbid them from doing evil, and will make lawful for them clean things and will forbid for them unclean things,(Kanz-UL-Eeman).

উপরে উল্লেখীত আয়াত এবং এরূপ অনেক আয়াত এটাই ঘোষনা করছে যে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন পিওন বা বার্তা বাহকের পজিশনে নই,বরং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্থান হচ্ছে এতই উচ্চ যে তিনীই হচ্ছেন আমাদের আক্বা ও মাওলা, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ ও নিষেধ কারী,হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালাল ও হারাম এর নির্দেশকারী রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাকিম,গুরু,শরিয়াতের মালিক। মুসলমান একটু ভাবুন যে;কোন পিওন বা বার্তা বাহকের কি এই মর্যাদা হতে পারে?

হাদীস অস্বীকার কারীদের আসল উদ্দেশ্য

আবার এটাও মাথাতে রাখুন যে, হাদীস অস্বীকার কারীগন দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে ক্বোরআন ও হাদীস শরীফের উপর আমল করাকে অস্বীকার করার ঘোষনা করে নাই বরং এই ফিত্না ফ্যাসাদ থেকে তাদের ভ্রান্ত ইচ্ছা হলো যে,হাদীসকে অস্বীকার করে ক্বোরআনের অর্থ এবং উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করতে গিয়ে হুযুর আলাইহিস্ সালামের পবিত্র ব্যাখ্যার গন্ডি থেকে মুক্তি পেয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব মতামতের দ্বারা ক্বোরআন এবং হাদীস শরীফকে নিজেদের ইচ্ছা মতো ঢাল বানাতে পারে ।অতএব এ ব্যাপারে একটা ছোট্ট ঘটনা খুব গুরুত্বপূর্ণ যা ভালো ধরনের শিক্ষা পাওয়ার জন্য উল্লেখ করছি।

লতিফা;-একজন হাদীস অস্বীকার কারী হানাফী আলিমের সাথে তর্কে লিপ্ত হলো এবং সে বলল,ক্বোরআন মাজিদে "আকিমুস সালাহ"এর অর্থ মৌলানারা "নামায পড়ার" করেছেন ইহা ভুল;

কারণ লোগাতে বা অভিধানে "স্বালাহ"( )এর অর্থ হলো দোওয়া প্রার্থনা করা অতএব আকিমুস সালাতের অর্থ হলো "পাবন্দির সাথে দোওয়া প্রার্থনা করতে থাকো"আমি তাকে বললাম ক্বোরআনের শব্দের অর্থ অভিধানের দ্বারা করা হবে কি? আর যদি না করো তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা অনুসারে ক্বোরআনের অর্থটা কি হবে? সেই হাদীস অস্বীকার কারী খুব সহজেই উত্তর দিল, মহাশয়! ক্বোরআন আরবী ভাষাতে অবতীর্ণ হয়েছে তাই আরবী ডিকসনারী দ্বারাই ক্বোরআনের অর্থ বের করতে হবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা পাবন্দী করার আমাদের কোন দরকার নেই।

ইহা শুনে হানাফী আলিমের রক্ত গরম হয়ে গেল কিন্তু ধৈর্য্য ধরে এবং নিজের রাগকে সামলে বলল মহাশয়! যদি লোগাতের দ্বারা(অভিধান)ক্বোরআনের অনুবাদ করা হয় তাহলে লোগাতে "সালাত" শব্দের একটা গুরত্বপূর্ণ মজাদার কিন্তু খুবভালো অর্থ হলো "তাহরিকুস সালাবিন"(পাছা দোলানো)(তাফসীরে বায়দ্বাবী)তাহলে "আক্বিমুস সালাতের"এই অর্থটা মেনে নাও যে "পাবন্দির সাথে পাছাকে দোলাতে থাকো" আর ছেড়ে যাওয়া নামায পড়ার এবং দোওয়ার কোন দরকার হবে না শুধু সব সময় "পিছনকে দোলাতে থাকো(পাছাকে দোলাতে)এবং ক্বোরআনের উপর আমল করতে থাকো।

হানাফী আলিমের এই গজবনাক কিন্তু হাকীকাত বা আসল বক্তব্যকে শুনে সেই হাদীস অস্বীকারকারী ঘাবড়ে গেল এবং যবান বন্দ হয়ে গেল,তারপর থেকে কোন হানাফী আলিমের সঙ্গে চক্ষু মিলানোর সাহস পেলোনা এবং না মুখ লাগাতে পারলো বরং লেজ গুটিয়ে লুকিয়ে গেল।

অতএব হাকীকাত তো হলো এটাই যে ইসলামে হাদীস সমূহের গুরুত্বটা এতই মহত্ত্ব পূর্ণ যে,হাদীস শরীফ ব্যাতীত ক্বোরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম সেটাও বোঝা যাবে না। যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরা গুলিকে ক্বোরআন বলে ঘোষনা না করতেন তাহলে আমরা ক্বিয়ামত পর্যন্ত বুঝতে পারতাম না যে,কালামুল্লাহ কোনটা এবং কালামে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনটা। তাই প্রত্যেক মুসলানের হকীকতের উপর সম্পূর্ণ ভাবে ঈমান রাখতেহবে যে, মাসায়েলে শরীয়াতের দীলল রূপে ক্বোরআন মাজিদের পরে হাদীস শরীফের স্থান এবং হাদীস শরীফ ব্যাতীত না কেহ ক্বোরআন মাজিদের পরিপূর্ণ ভাবে(আসল অর্থ)বুঝতে পারবে,এবং না দ্বীন ইসলামের উপর আমল করতে পারবে।

অতএবএই জন্যই এই সময়ে যারা হাদীস শরীফের অস্বীকারকারী,বাগাওয়াতকারীরা নিজেদের আওয়াজকে উচ্চ করেছে, মুসলমান! ভালোভাবে বুঝে নিন এই ধরনের লোকেরা হলো পথভ্রষ্ট e` gvhnve ei s wKQyG ai ‡bi ‡j vK giyZv` * হয়ে গেছে তাই ঐ হাদীস অস্বীকারকারী লোকেদের কোন লিখা কিতাব,পত্রিকা পাঠ করা এবং তাদের বক্তব্যের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া হলো,না জায়েয এবং হারাম।

মুসলমানদের জন্য কর্তব্য যে,তাদের সাথে মেলামেশা থেকে দূরে থাকাকে জরুরী মনে করা এবং এই হুকুম হলো সমস্ত গুস্তাখে রাসুল ফিরক্বা এবং তাদের বই গুলির ব্যাপারে।

আশ্চর্য ব্যাপার! হাদীস অস্বীকারকারীগন নিজেদের মধ্যে এমন শায়তানী জ্ঞান রেখেছে যে তারা নিজেদেরকে শাফেয়ী,হানাফী, ইত্যাদি বলে লেবেল দেখিয়ে বেড়ায়।

সিহা সিত্তাহের মুহাদ্দিসিনগণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

হযরত ইমাম বুখারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু

কুন্নিয়াত,নাম ও নাসব

কুন্নিয়াত:- আব্দুল্লাহ এবং নাম ও নাসব হলো মুহাম্মাদ বিন ঈসমাইল বিন ইব্রাহিম বিন মুগীরা বিন বারদায্‌বা বুখারী জুয়ুফি রাদ্বীআল্লাহু আনহুম তার প্রপিতামহ “মুগীরা” “হাকীম বুখারা “ইমাম জুয়ুফী” এর হাত দ্বারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ঐ সময়ে এই ধরণের নিয়ম ছিল যে,যারা যে ব্যাক্তির হাত দ্বারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত তাদেরকে ঐ গোত্রের দিকে নিসবত(ঐ গোত্রের মান্য) করা হত। এ জন্যই ইমাম বুখারীকে লোকেরা জুয়ুফী বলত। ইমাম বুখারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু ১৩ সাওয়াল ১৯৪ হিজরী শুক্রবারের দিন জন্ম গ্রহন করেন এবং ৬২ বছর বয়সে শনিবার ইদুলফিত্‌রের রাত্রে ঈশার নামাযের সময় ২৫৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং খারতঙ্গ নামক গ্রামে দাফন করা হয় যাহা সমরকন্দ থেকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযেযুন।

তিনি শিশু অবস্থাতেই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু মায়ের দোওয়ার বরকতের আল্লাহপাক পুনরায় অন্ধত্ব্য দূর করে দিয়েছিলেন। শিশু অবস্থাতেই তিনি হাদীস শরীফ মুখস্ত করার প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন এবং তার স্মরন শক্তিও খুব ভালো ছিলো।

১০ বছর বয়সেই হাদীস শরীফ মুখস্ত করতে শুরু করেছিলেন এই পর্যন্ত যে,১৬ বছর বয়সে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক(হযরত ইমামে আযম রাদ্বীআল্লাহু আনহুর ছাত্র)এর সমস্ত বই গুলি মুখস্ত করে নিয়ে ছিলেন। তারপর তার মা এবং ভাই আহমদ বিন ইসমাঈল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে হজ্জ করতে গেলেন। হজ্জ সমাপ্ত করার পর তার মা এবং ভাই নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন কিন্তু ইমাম বুখারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু হেযাজে হাদীস শরীফ অধ্যয়ন করার জন্য থেকে গেলেন। তার পর সমস্ত ইলম শিক্ষার জায়গা গুলি সফর করে ১০৮০ জন শাইখ এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ৬ লক্ষ হাদীস শরীফ মুখস্ত করে নিলেন।

ইমাম বুখারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু ইলমে হাদীস শিক্ষার জন্য মক্কা শরীফ,মদীনা শরীফ,কুফা,বাসরা,বাগদাদ,মিশরওয়াসিত, আলজাযাইর,শাম,বলখ,বুখারা,মারু,হিরাত,নিশাপুর ইত্যাদি ইলমি মারকাযে বারবার সফর করেছেন।

ইমাম বুখারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু অনেক কিতাব লিখেছেন কিন্তু তার"সহিহ্ বুখারী শরীফ"বহুত শানদার এবং উচ্চপর্যায়ের হাদীসের কিতাব রূপে গন্য। যাহা সিহা সিত্তার মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং আযিমুশ শান ওয়ালা বই বা কিতাব বলে পরিচিত হয়ে আছে। ছয় লক্ষ হাদীস থেকে বেছে প্রচন্ড মেহনত ও কষ্ট করে ১৬ বছরে তিনি বুখারী শরীফের সংকলন করেন। এই কিতাবে আগর, মাগর মুয়ালিকাত মুতাবিয়াতকে সামিল করে (অর্থ একই হাদীস বিভিন্ন সনদ দ্বারা বর্ণিত) মোট বুখারী শরীফের হাদীসের সংখ্যা ৯০৮২টি এবং বিভিন্ন সনদের একই হাদীস শরীফকে মাত্র একবার ধরলে বুখারী শরীফের মোট হাদীসের সংখ্যা দাড়ায় ২৭৬১টি।

ইমাম বুখারী রাদ্বীআল্লাহু আনহুর মোট ছাত্র সংখ্যা হল ৯০০০ যারা হযরত ইমাম বুখারী রাদ্বীআল্লাহু আনহুর নিকট থেকে সরাসরি বুখারী শরীফ পড়েছেন। ইমাম বুখারী রাদ্বীআল্লাহু আনহুর সবচেয়ে শেষের ছাত্র হল মুহাম্মদ বিন ইউসুফ ফারবারী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি যিনি ৩২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

বোখারার আমির খালিদ বিন আহমদ যুহলীর কথা মতো ইমাম বুখারী তার ছেলেকে বাড়িতে গিয়ে পড়ানোর ব্যাপারে অস্বীকার করেন তাই ইমাম বুখারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু কে শহর থেকে বের করে দেওয়া হয়।

ইমাম বুখারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু নিশাপুর চলে যান,সেখানকার অহংকারী হাকীমের সাথে তার বিবাদ বাঁধে তখন তিনি একটি ছোট খরতঙ্গ নামক গ্রামে হাদীসের দারস দিতে আরম্ভ করেন। এই পর্যন্ত যে তিনি ঐ গ্রামেই ইন্তেকাল করেন। দাফন করার পর তার **কবরের মাটি হতে মিশ্‌কের সুগন্ধ বের হতে থাকে** এবং বহুদিন ধরে ইহা চলতে থাকে,বহু দূর দুরান্তের লোকেরা সুগন্ধের কারনে মাটি উঠিয়ে নিয়ে যেতে আরম্ভ করে। ইমাম বুখারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বহুত বড় যাহিদ,পারহেযগার, সাহিবে তাকওয়া এবং ইবাদতকারী ছিলেন*।

---

*ইমাম বুখারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু একটি হাদীস শরীফ লিখার পূর্বে ওযু এবং গোসল করে দুই রাকায়াত নফল নামায পড়তেন তারপর হাদীস শরীফ লিখতেন।

এছাড়া তিনি এই বুখারী শরীফ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর শরীফের নিকটে একত্রিত করেছেন।

[আরবী মুকাদ্দিমাতুল বুখারী]-অনুবাদক

সারা জীবনে কাহারো গিবত করেননি। আমির এবং বাদশাহদের দরবারে কখনও যান নি। হাদীসের দার্‌স দেওয়ার পর বাকী সময়টা তিনি খুববেশীবেশী নফল এবং ক্বোরআন শরীফের তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকতেন। [বুস্তানুল মুহাদ্দীসিন মুকাদ্দিমাতুল বুখারী ইত্যাদী]

■❖■

হযরত ইমাম মুসলিম রাদ্বীআল্লাহু আনহু

কুন্নিয়াত,নাম্ন ও নাসব

কুন্নিয়াত হল:-আবুল হাসান **নাম** এবং **নসব হলো;**-মুসলিম বিন হাজ্জায বিন মুসলিম ।**লাকাব**(উপাধি)হলো আসাকিরুদ্দিন রাদ্বীআল্লাহু আনহুম। বনু কুশাইর গোত্রের দিকে নিসবাত বা সম্পর্ক থাকার জন্য তাকে কুশাইরী বলা হয়ে থাকে। তিনি হলেন নিশাপুরের বাসিন্দা যাহা খুরাসানের একটা খুবসুন্দর এবং নামীদামী শহর।

জন্ম;-২০৪ হিজরী / অন্যমতে ২০৬ হিজরী, সর্বসম্মতভাবে ইন্তেকালের তারিখ হল ২৪শে রজব ২৬১ হিজরী।

ইমাম মুসলিম রাদ্বীআল্লাহু আনহুর গননা (সুমার) হাদীস শরীফের বহু বড় বড় ইমামের সাথে করা হয়। হাদীস সংগ্রহ করার জন্য তিনি ইরাক, হিযাজ, শাম (সিরিয়া) মিশর ইত্যাদি বহু বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সফর করেছেন।

শিক্ষক-ইমাম মুসলিম এর শিক্ষকগন হলেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইয়াহ ইয়া বিন ইয়াহইয়া নিশাপুরী,কুক্বাইবা বিন সাঈদ, ইসহাক বিন রাহুইয়া, আব্দুল্লাহ বিন মাসলামা,কায়ানাবী রাদ্বীআল্লাহু আনহুম। ইহা ছাড়া বহু মুহাদ্দীসগন তাহার শিক্ষক ছিলেন।

ছাত্র:-ছাত্রের মধ্যে ইমাম তিরমীযি এবংআবুবাকার ইবনে খুযাইমা রাদ্বীআল্লাহু আনহুমাগনের মতো হাদীসের পাহাড় সমতুল্য ব্যক্তিগন তাহার ছাত্রের মধ্যে গন্য। তিনি **৩ লক্ষ** হাদীসের হাফিয ছিলেন,তার বহুগ্রন্থের মধ্যে সহি মুসলিম শরীফ যাহা সিহা সিত্তাহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত তাহা বহু মশহুর হয়ে আছে,তাতেতিনি বহু হাদীসের ব্যাপারে আযায়েবাত এবং বিশেষ করে লাতাইফে ইসনাদ এবং মাতান হাদীসের সুন্দর লিপিবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অতুলনীন মিসাল বা উদাহরন তৈরী করেছেন যাহা নিঃসন্দেহে নাওয়াদিরাতের মর্যদা রাখে। তিনি বহু হাদীসের ব্যাপারে আযায়েবাত এবং বিশেষ করে লাতাইফে ইসনাদ এবং মাতান হাদীসের সুন্দর লিপিবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অতুলনীন মিসাল বা উদাহরন তৈরী করেছেন যাহা নিঃসন্দেহে নাওয়াদিরাতের মর্যদা রাখে।

আশ্চর্যজনক ইন্তেকাল

ইমাম মুসলিম রাদ্বীআল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের কারণ খুবই আশ্চর্যজনক। তিনি একটি হাদীস শরীফ খুজছিলেন বই এর পাতা ওল্টাচ্ছিলেন এবং কাছে একটা খেযুরের টুকরী রাখা ছিলো হাদীস শরীফ পড়তে পড়তে একটা করে খেযুর খাচ্ছিলেন এবং অধ্যায়নে(মুতাওয়ালাতে)এত বেশী গুরুত্ব দেন যে ঐ হাদীস শরীফ পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত খেযুর খেয়ে ফেলেন এবং বুঝতেও পারেন নি। তার পর পেটের মধ্যে ব্যাথা হতে আরম্ভ হয় এবং এই কারণেই তিনি ইন্তেকাল করেন রাদ্বীআল্লাহু আনহু ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযেয়ুন[বুস্তানুল মুহাদ্দিসিন ওয়া কামাল ইত্যাদি]

■❖■

হযরত ইমাম তিরমিযী রাদ্বীআল্লাহু আনহু

কুন্নিয়াত,নাম ও নাসব

কুন্নিয়াত:-আবু ঈসা **নাম** ও **নসব**(বংশ):-মহম্মদ বিন ঈসা বিন সূরা বিন মূসা বিন জিহাক সালমী বুগী রাদ্বীআল্লাহু আনহুম। বুগ একটি গ্রামের নাম যাহা তিরমিয শহর থেকে ছয় কোশ দূরে অবস্থিত। ঐ গ্রামের দিকে সম্বোধন করে তাকে বুগী বলা হয়। ইমাম তিরমিযী রাদ্বীআল্লাহু আনহু ঐ গ্রামেই **২০৯ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন** এবং ১৭ই রজব সোমবার রাত্রিতে **২৭৯হিজরীতে ইন্তেকাল করেন** (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযেয়ুন)এবং গ্রামেই দাফন করা হয়। ইমাম তিরমিযী রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে ইমাম বুখারীর সবচেয়ে মাশহুর ও প্রিয় ছাত্রের মধ্যে গন্য করা হয়। তিনি এই মর্যদা লাভ করেছেন যে,কিছু হাদীস শরীফে ইমাম বুখারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু শাগরিদের(ছাত্রের)মতো তাকে অনুস্মরন করেছেন।

তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য হাজার হাজার মাঈল সফর করেছেন তার লিখিত কিতাব সমূহের মধ্যে **"জামে তিরমীযি শরীফ" খুবই মাশহুর এবং মাকবুল কিতাব হয়ে দাড়িয়েছে যেটা সিহা সিত্তার মধ্যে সামিল করে নেওয়া হয়েছে।** ইহা এমন লাভদায়ক গ্রন্থ যে,মাজমুয়ার (একত্রিতের দিক থেকে) দিক থেকে সিহা সিত্তার সমস্ত কিতাবের উর্দ্ধে বলে পরিগনিত হয়েছে। তিনি তার সময়ের উচ্চ পর্যায়ের আবিদ এবং জাহিদ ছিলেন। রাত্রি জাগরন এবং খাওফে ইলাহির জন্য কান্না করে তার চক্ষুর রৌশনি চলে যায় এবং অন্ধ হয়ে যান রাদ্বীআল্লাহু আনহু [বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন ওয়া কামাল ইত্যাদি]

হযরত ইমাম আবু দাউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু

নাম ও নাসব

নাম এবং নসব(বংশ);- হল সুলাইমান ইবনে আশয়াস বিন শাদ্দাদ বিন আমর রাদ্বীআল্লাহু আনহুম। জন্ম ২০২ হিজরীতে বাসরায়। ইন্তেকাল ও ১৪ই শাওয়াল ২৭৫ হিজরীতে বাসরায়। ইমাম আবু দাউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহুর বাড়ি ছিল বাসরায় কিন্তু বার বার তিনি বাগদাদে যেতেন এবং বহুদিন তিনি বাগদাদে ছিলেন।

হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি হেযাজ,ইরাক,খুরাসান,জাযিরা ইত্যাদির সফর করেন এবং হাজার হাজার মুহাদ্দিসীনদের নিকটে হাদীস শ্রবন করেনএবং রাওয়ায়েত ও করেছেন। সারা জিন্দেগী হাদীস শরীফের দারস দিয়ে গেছেন, এই জন্যই তার ছাত্রের গননা করা খুব কঠিন।

তার লিখিত কিতাব সমূহের মধ্যে সুনান-ই-আবুদাউদ শরীফ"খুবই পরিচিত এবং বিখ্যাত হয়ে আছে। পাঁচলক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে চার হাজার আট শত হাদীস তিনি সুনান-ই-আবুদাউদ শরীফে জমা করেন। **সুনান-ই-আবুদাউদ শরীফ সিহা সিত্তার মধ্যে গন্য।** বাগদাদের আওলিয়ায়ে কেরাম তার খুব তাযিম করতেন,বাগদাদের একজন কারামত সম্পন্ন ওলী হযরত সাহল বিন আব্দুল্লাহ তাসতারী আলাইহির রাহমা একদিন ইমাম আবু দাউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহুর শাক্ষাৎ করতে আসেন এবং বলেন হে ইমাম আবুদাউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু! আপনার জিভটা বের করুন আমি আপনার জিভে চুম্বন করবো কেন না আপনি ঐ যবানের দ্বারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন।

তার আবেদনে মাজবুর হয়ে নিজের জিভটা বের করেন এবং হযরত সাহল বিন আব্দুল্লাহ তাসতারী আলাইহির রাহমা ভক্তি ভরে তাহা চুম্বন করেন রাদ্বীআল্লাহু আনহু[বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন,তারিখে ইবনে মাযা ইত্যাদি]

■❖■

হযরত ইমাম নাসায়ী রাদ্বীআল্লাহু আনহু

নাম;- ইমাম ক্বাজী আব্দুর রহমান আহমাদ বিন শুয়াইব বিন আলী নাসায়ী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বহুত জলিলুল ক্বাদর এবং উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন,তার কিতাব **"সুনান-ই- নাসায়ী শরীফ" সিহা সিত্তার অন্তর্গত**। আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেছেন যে,ইমাম নাসায়ী রাদ্বীআল্লাহু আনহুর এত বেশী শিক্ষক এবং ছাত্র ছিলো যে তার গননা করা অসম্ভব।

হাদীসের শিক্ষাদান ও ফাতাওয়া এবং লিখনীর সাথে সাথে তিনি উচ্চ পর্যায়ের ইবাদাতকারী ছিলেন। সারা জিন্দেগী তিনি **সাওমে দাউদী**(হযরত দাউদ আলাইহিসসালামের মতো রোযা রাখতেন) অর্থাৎ **একদিন পরএকদিন সারা জিন্দেগী রোযা রাখতেন**। আমির ও সুলতানদের দরবার থেকে বহু দূরে থাকতেন।

জন্ম:-২১২হিজরীতে খুরাসানের শহর"নিসা"এর মধ্যে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং মিশরের হিংসুক আলিমদের হাতে বিনা দোষে মার খেয়ে জখমী হয়ে মক্কা শরীফে চলে আসেন এবং সেখানে ১৩ই সফর ৩১৩ হিজরীতে শাহাদাত লাভ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেয়ুন)এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে দাফন করা হয়। কিন্তু ইউনুসের মতে তার ইন্তেকাল ১৩ইসফর ৩১৩হিজরীতে ফিলিস্তিনের মধ্যে হয়েছে এবং পরে তার লাশ মুবারককে মক্কাতুল মুকার্‌রামাতে আনা হয়(ওল্লাহু তায়ালা আলাম)রাদ্বীআল্লাহু আনহু[বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন ওয়া কামালে তাহজীবুত তাহজীব)

হযরত ইমাম ইবনে মাযা রাদ্বীআল্লাহু আনহু

কুন্নিয়াত,নাম

কুন্নিয়াত:-আবু আব্দুল্লাহ **নাম** মুহাম্মদ বিন এজিদ এবং কাজবিনি গোত্রের দিকে নিসবত আছে। কিন্তু সাধরণ ভাবে "ইবনে মাযা" নাম অনুসারে মাশহুর ভাবে প্রচারিত হয়ে আছে। সঠিক হলো ইহাই যে,"মাযা"তার মায়ের নাম। তার লিখিত **"ইবনে মাযা শরীফ" সিহা সিত্তার অন্তর্গত**। তিনি হলেন কাযবিনের বাসিন্দা ইহা ইরানের আযার বাইজান রাজ্যের একটা প্রসিদ্ধ শহর। তিনি হাদীসের অনুসন্ধানে হেযাজ, ইরাক, শাম, খুরাসানে, ইলমি সফর করেন এবং বিশেষ করে বাসরা, কুফা এবং বাগদাদ ও হারামাঈন শারীফাইন এবং দামেস্ক শহরে মুকিম রূপে অবস্থান করে তিন শত দশ জন শাইখের নিকট থেকে হাদীস রাওয়ায়েত করেছেন। এবং লক্ষাধিক হাদীস শরীফ থেকে বাছাই করে চার হাজার রাওয়ায়েতের দ্বারা বিভিন্ন অধ্যায় সমূহে একত্রিত করেন। সারা জীবন শিক্ষাদানে রত ছিলেন। তিনি উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দীসগনের অন্তর্গত।

জন্ম ২০৯ হিজরী, ইন্তেকাল:- ২১শে রমজান ২৭৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মদ বিন আলী ক্বাহরমান এবং ইব্রাহিম বিন দীনার এবং ওরাক দুই জন বুজুর্গ তাকে গোসল দিয়ে ছিলেন।

এবং তার ভাই আবুবাকার আলাইহির রাহমা তার জানাযা পড়িয়ে ছিলেন এবং তার দুই ভাই আবুবাকার এবং আব্দুল্লাহ্ এবংতার ছেলে আব্দুল্লাহ্ রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন তাকে কবরে নামিয়ে ছিলেন।প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

■❖■

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইল্‌মে গায়েবের বর্ণনা

হাদীস শরীফ -১

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيْبِيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ اَنَّ قَبْلَهَا اُمُوْرًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ فَوَاللّٰهِ لَا تَسْأَلُوْنِّي عَنْ شَيْءٍ اِلَّا اَخْبَرْتُكُمْ بِهٖ مَادُمْتُ فِي مَقَامِي هٰذَا قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَاَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَكْثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِي فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ اَبِي يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ فَلَمَّا اَكْثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنْ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِي بَرَكَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالَ عُمَرُ ذٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُوْلَى وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ اٰنِفًا فِي عُرْضِ هٰذَا الْحَائِطِ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَتْ اُمُّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ مَاسَمِعْتُ بِابْنٍ قَطُّ اَعَقَّ مِنْكَ اَاَمِنْتَ اَنْ تَكُوْنَ اُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَاتُقَارِفُ نِسَآءُ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلٰى اَعْيُنِ النَّاسِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ وَاللّٰهِ لَوْ اَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ اَسْوَدَ لَلَحِقْتُهٗ.

অনুবাদঃ-হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদিন জাওয়ালের সময়ে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরিফ আনলেন,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকেদেরকে যোহরের নামায পড়ালেন,নামায শেষ করার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারের উপরে দাড়িয়ে গেলেন,এবং ক্বিয়ামতের আলোচনা করলেন,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথার বর্ণনা করলেন যে,ক্বিয়ামতের পূর্বে কিছু বড় ঘটনা(চিহ্ন)প্রকাশ পাবে। যে ব্যাক্তি আমার নিকটে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাও, সে ব্যাক্তি প্রশ্ন করতে পারো।

কেন না যতক্ষন পর্যন্ত আমি এখানে দাড়িয়ে আছি, আল্লাহ তা'য়ালার কসম! তোমরা যে কোন বিষয়ে আমার কাছে প্রশ্ন করবে আমি তার উত্তর বলে দেবো। হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু বর্ননা করেন,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ মুবারক থেকে একথা শোনার পর বেশীর ভাগ লোক কাঁদতে শুরু করে দিলো,এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বার বার এটাই ইরশাদ করছিলেন,আমাকে কিছু জিজ্ঞসা করে নাও! হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাইফা রাদ্বীআল্লাহু আনহু দাড়িয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞসা করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা কে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার পিতা হলো হুযাইফা রাদ্বীআল্লাহু আনহু-ই। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকবার বললেন,তোমরা আমার কাছে যেকোন প্রশ্ন করো? তখন হযরত উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহু হাঁটুর উপরে ভরকরে ঝুকে আরয করলেন,আমরা আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতিপালক হওয়াতে,ইসলাম দ্বীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রসুল হওয়ার প্রতি রাজি আছি। যখন হযরত উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহু ইহা আরয করলেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে গেলেন। অত:পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঠিক আছে। ঐ জাতের কসম! যার দাস্তে কুদরতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন আছে।

এই মাত্র আমার সামনে জান্নাতকে আনা হয়েছিল এবং এই দেওয়ালে আনা হয়েছিল। যা ভালো(জান্নাত)এবং মন্দ(জাহান্নাম)আমি আজ দেখলাম। প্রথমে কখনো দেখিনি। পরে আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাইফা রাদ্বীআল্লাহু আনহুর মা তাকে বলল,তোমার মতো নালায়েক ছেলের ব্যাপারে আমি কখনো শুনিনি। তুমি কি এটা মনে করেছিলে যে তোমার মা ও কি জাহিলিযুগের মেয়েদের মতো(অন্য জনের সঙ্গে) অবৈধ সম্পর্ক রাখতো? তুমি বেফালতু!

নিজের মাকে লোকেদের সামনে লজ্জিত করলে, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা রাদ্বীআল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ্ তা'য়ালার কসম! যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে কদাকার কৃতদাসের ছেলে বলে ঘোষিত করতেন তবুও আমি নিজের নসব (খান্দান) তার দিকেই করে নিতাম [মুসলিম শরীফ আরবী উর্দু তৃতীয় খন্ড কিতাবুল ফাযায়েল হাদীস নং ৫৯৯৮ পৃষ্ঠা ২৭৪ প্রকাশনী শাবীর ব্রাদার্স, লাহোর পাকিস্থান]।

হাদীস শরীফ -২

وَحَدَّثَنَا اَبُوْسَعِيْدِ الْاَشَجُّ نَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اُحُدٍ دَرْعَانِ فَنَهَضَ اِلَى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَاَقْعَدَ تَحْتَهٗ طَلْحَةَ فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اسْتَوٰى عَلَى الصَّخْرَةِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَوْجَبَ طَلْحَةُ.

অনুবাদ:-হযরত যুবাইর রাদীআল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত,যে তিনি উহুদের যুদ্ধের দিন নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উজির ছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাট্টানের(উচুঁ স্থান)উপরে চড়তে চাইলেন কিন্তু চড়তে পারলেন না(স্বাভাবিক ভাবে অসুবিধা হল),অত:পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ত্বলহা রাদ্বীআল্লাহু তা'য়ালা আনহু কে নিচে বসিয়ে উপরে চড়লেন এমনকি চট্টানের উপর উপস্থিত হলেন।

বর্ননা কারী বলেন যে' আমি নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি ত্বলহা রাদ্বীআল্লাহু আনহু (নিজের জন্য জান্নাত) ওয়াজিব করে নিয়েছে [তিরমিযী শরীফ,আরবী উর্দু, দ্বিতীয় খন্ড মানাকিব অধ্যায় হাদীস নং ১৬৭১ পৃষ্ঠা ৭১৯ মতবুয়া(প্রকাশনী)ফরিদ বুক ষ্টল,লাহোর পাকিস্থান।]

হাদীস শরীফ -৩

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ فَاصَالِحُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى شَهِيْدٍ يَمْشِىْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ.

অনুবাদঃ-হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্নিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,যে ব্যাক্তি ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা অবস্থায় শহীদ ব্যাক্তিকে দেখে খুশী হতে চায়, সেই ব্যাক্তি হযরত ত্বলহা রাদ্বীআল্লাহু আনহু কে যেন দেখে [তিরমীযি শরীফ আরবী,উর্দু দ্বিতীয় খন্ড মানাকিব অধ্যায় হাদীস নং-১৬৭২,পৃষ্ঠা-৭১৯ মতবুয়া(প্রকাশনী)ফরিদ বুক ষ্টল,লাহোর পাকিস্থান।]

ফায়েদাঃ-রসুলে আকরম নূরে মোজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ত্বলহা রাদ্বীআল্লাহু আনহু কে জীবিত অবস্থায় শাহাদাতের খবর দিয়ে ছিলেন। কেন না আক্বা ওয়া মাওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, হযরত ত্বলহা রাদ্বীআল্লাহু আনহু এক দিন শহীদ হবেন। অতএব বোঝা গেল তিনি ভবিষ্যতের খবর দিতে পারতেন যিনি ইলমে গায়েব সম্পর্কে অবগত।

হাদীস শরীফ-৪

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ كَانَتْ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَآءُ كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِىٌّ خَلَفَهٗ نَبِىٌّ وَاَنَّهٗ لَيْسَ كَآئِنٌ بَعْدِىْ نَبِىٌّ فِيْكُمْ قَالُوْا فَمَا يَكُوْنُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تَكُوْنُ خُلَفَآءُ فَيَكْثُرُوْا قَالُوْا فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ اَوْفُوْا بِبَيْعَةِ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلُ اَدُّوْا الَّذِىْ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْئَلُهُمُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَنِ الَّذِىْ عَلَيْهِمْ.

অনুবাদঃ-হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,বনী ইসরাইলদের মধ্যে তাদের নবীগন আলাইহিমুস সালাম রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন। একজন নবী আলাইহিস সালাম অতিবাহিত(ইন্তে কাল)হওয়ার সাথে সাথে আরেকজন নবীর শুভাগমন হতো। কিন্তু আমার পর তোমাদের মাঝে কোন নবীর আগমন ঘটবে না। সাহাবাগন রিদ্বওয়ানুল্লাহি আজমাইনগণ জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহলে পরবর্তীতে কি হবে? হুযুর আলাইহিস সালাম বললেন খলীফা হবে এবং তাদের সংখ্যা হবে অনেক। তাঁরা বললেন,তখন আমরা কি করব?

হুযুর আলাইহিস সালাম বললেন,প্রথমে যিনি খলীফা হবেন,তার প্রতি আনুগত্যের শপথ করবে,তার পরে যিনি খলীফা হবেন,তার আনুগত্য করবে।

তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তোমরা পালন করবে, যারা জনগনের দায়িত্বভার গ্রহন করেছে সেই দায়িত্ব পালন না করলে অচিরেই মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

[সুনানে ইবনে মাযা আরবী উর্দু,দ্বিতীয় খন্ড বাবুল ওয়াফা বিলবায়্'য়াত হাদীস নং ৬৪৯,পৃষ্ঠা ১৯৩,প্রকাশনী ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর,পাকিস্থান]।

ফায়েদা:-রসুলে আকরম নূরে মোজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরদা নেওয়ার পরে খুলাফায়ে রাশেদীন রাদ্বীআল্লাহু আনহুম গনের খুশখবরী দেওয়ার সময় বলেছেন। আমার পরে কোন নবী আসবে না বরং খলীফা হবে এবং তারা অসংখ্য হবে ।

এটাও বোঝা গেল যে, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সাথে সাথেই নবীর আগমন শেষ। এখন যদি কেউ নবী হওয়ার দাবী করে তবে সে হবে একজন বড় মিথ্যাবাদী দাজ্জাল।

হাদীস শরীফ –৫

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ ثَنَا اُسَيْدُ بْنُ الْمُتَشَمِّسِ ثَنَا اَبُوْ مُوْسىٰ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَهَرْجاً قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَقْتُلُ الْاٰنَ فِى الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِيْنَ وَلٰكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً حَتّٰى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهٗ وَابْنَ عَمِّهٖ وَذَا قَرَابَتِهٖ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَعَنَا عُقُوْلُنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُنْزَعُ عُقُوْلُ اَكْثَرَ ذٰلِكَ الزَّمَانِ وَيَخْلُفُ لَهٗ هَبَآءٌ مِنَ النَّاسِ لَاعُقُوْلَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ الْاَشْعَرِىُّ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنِّى لَاَظُنُّهَا مُدْرَكَتِىْ وَاِيَّاكُمْ وَاَيْمُ اللّٰهِ مَالِىْ وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجٌ اَنْ اَدْرَكَتْنَا فِيْمَا عَهِدَ اِلَيْنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا اَنْ نَخْرُجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْنَا فِيْهَا.

অনুবাদ:-হযরত আবুমুসা আশয়ারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন,ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে'হারাজ'ছড়িয়ে পড়বে। হযরত অবু মুসা আশয়ারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন,আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 'হারাজ'কি? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,'হারাজ'মানে ব্যাপক গণহত্যা। অত:পর সাহাবা রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ বললেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখনই তো ব্যাপক গণহত্যা হচ্ছে, আমরা অনেক মুশরিককে হত্যা করছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা তো মুশরিকদের হত্যা করা নয়; বরং তোমরা নিজেরা একে অপরকে হত্যা করবে;এমনকি এক ব্যাক্তি তার প্রতিবেশী চাচাতো ভাই এবং নিকট আত্মীয়-স্বজনকে পর্যন্ত হত্যা করবে। তখন কয়েকজন সাহাবা রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ জিজ্ঞাসা করলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে সময় কি আমাদের বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, সে কালের অধিকাংশ লোক হবে জ্ঞান পাপী ও বিবেকশূন্য। আর অবশিষ্ঠ থাকবে নির্বোধ ও মূর্খ ব্যাক্তিরা,যাদের বিবেক বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা বলতে কিছুই অবশিষ্ঠ থাকবেনা।

অত:পর হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন,আল্লাহর কসম! যদি ঐ রকম সময় আমারও তোমাদের অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই চলে আসে তাহলে তাহা থেকে বেঁচে থাকা কষ্টকর হবে,যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,যারা ঐ ফিত্নার মধ্যে পড়বে তাদের বের হওয়া কষ্টকর হবে [সুনানে ইবনে মাযা আরবী উর্দু, দ্বিতীয় খন্ড বাবুত্ তাসবিত ফিল ফিত্না,হাদীস নং-১৭৫৭,পৃষ্ঠা-৪৭৭ প্রকাশনী ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর,পাকিস্থান]।

ফায়েদা:-রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সাহাবা রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগনকে ভবিষ্যতের ফিত্না সম্পর্কে সচেতন করতে গিয়ে বলেছেন, খুব তাড়াতাড়ি তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরকে হত্যা করবে এবং সেই সময় বেশীর ভাগ লোক হবে মূর্খ ও নিবোর্ধ,অতএব ভবিষ্যতের খবর দেওয়াটা ইল্মে গায়েবের উপর দলিল বহন করে।

হাদীস শরীফ –৬

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيّ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامُ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ ثَنَا ثَوْرُبْنُ يَزِيْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَذْهَبُ اللَّيَالِىُّ وَالْاَيَّامُ حَتّٰى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا.

অনুবাদ:-হযরত আবুউমামা আলবাহিলী রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এমন কোন রাত এবং দিন অতিবাহিত হবে না,যখন আমার উম্মতের কতক লোক, মদের বিভিন্ন নাম করন করবে এবং তা পান করতে থাকবে। (ইবনে মাযা আরবী, উর্দু, কিতাবুর আশরিবাহ অধ্যায় মদের নাম পরিবর্তনের বর্ণনা হাদীস নং ১১৭৩ পৃষ্ঠা ৩২৯ প্রকাশনী ফরিদ বুক স্টল লাহোর, পাকিস্থান)

হাদীস শরীফ –৭

حَدَّثَنَاالْحُسَيْنُ بْنُ السِّرِّيِّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ثَنَا سَعْدُ بْنُ اَوْسٍ الْعَبْسِيّ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِى الْخَمْرَ بِاسْمٍ يُسَمُّوْنَهَا اِيَّاهُ.

অনুবাদ:-হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের কতক লোক মদের ভিন্নতর বিশেষ নাম রেখে তা পান করবে। সুনানে ইবনে মাযা, অধ্যায় কিতাবুল আশরিবাহ, মদের নাম পরিবর্তনের বর্ণনা নং১১৭৪, পৃষ্ঠা ৩২৯

ফায়েদা:-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমানিত হয়েছে,বর্তমানে মানুষ মদের বিভিন্ন নাম করন করেছে যেমন, বিয়ার, বিস্কি, ইত্যাদি,বিনা দ্বিধায় মদ পান করে যাচ্ছে। যাহা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৪শত বছর পূর্বে নবুয়াতের নূর দ্বারা দেখেছেন।

হাদীস শরীফ –৮

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ يَحْيٰى بْنَ نَارِسٍ فَاعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ اَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهٗ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدُ

حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ نَاجَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْشِكُ الْمُسْلِمُوْنَ اَنْ يُحَاصَرُوْا اِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى يَكُوْنَ اَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلاَحٌ

অনুবাদঃ-হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আরবের খারাবি আছে ঐ ফিতনার দ্বারা যাহা খুব নিকটবর্তী চলে এসেছে যারা নিজের হাতকে দূরে রেখেছে তারা মুক্তি পেয়েছে ।

ইমাম আবুদাউদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেছেন, আমার নিকটে হাদীস বর্ননা হয়েছে এইভাবে ইবনেওহাব, জারীর বিন হাজিম,উবাইদুল্লাহ ইবনে ওমার, নাফে,হযরত ইবনে ওমার রাদ্বীআল্লাহু আনহুম থেকে। ইবনে ওমার রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন নিকট(ক্বেয়ামতের নিকট বর্তীতে)বর্তীতে মুসলমান শুধু মদিনাতুল মুনাওওরাতেই পরিবেষ্টন করে থাকবে এবং সালাহর পরে তার হুকুমত থাকবে না(আবু দাউদ তৃতীয় খন্ড, আরবী উর্দু, কিতাবুল ফিতান হাদীস নং-৮৪৭ পৃষ্ঠা নং-২৮৭,প্রকাশনী ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর পাকিস্তান)।

ফায়েদাঃ- রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিতনার নিকটবর্তী হওয়ার এবং মুসলমান শুধু মদিনা শরীফেই থাকবে এবং তার হুকুমতের একটা সীমাবদ্বতার খবর দিয়েছেন।

হাদীস শরীফ –৯

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوٗدَ الْمَهْرِيُّ نَاابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً مِنْ اَهْلِ خَيْبَرَ سَمَّتْ شَاةً مُصْلِيَّةً ثُمَّ اَهْدَتْهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِّرَاعَ فَاَكَلَ مِنْهَا وَاَكَلَ رَهْطٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ مَعَهٗ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْفَعُوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَهُوْدِيَّةِ فَدَعَاهَا فَقَالَ لَهَا اَسَمَمْتِ هٰذِهِ الشَّاةَ قَالَتِ الْيَهُوْدِيَّةُ مَنْ اَخْبَرَكَ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ هٰذِهٖ فِىْ يَدِى الذِّرَاعُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَمَا اَرَدْتُ اِلٰى ذٰلِكَ قَالَتْ قُلْتُ اِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَمْ يَضُرَّهٗ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اِسْتَرَحْنَا مِنْهُ فَعَفٰى عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَاقِبْهَا وَتَوَفّٰى بَعْضُ اَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اَكَلُوْا مِنَ الشَّاةِ وَاحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى كَاهِلِهٖ مِنْ اَجْلِ الَّذِىْ اَكَلَ مِنَ الشَّاةِ حَجَمَهٗ اَبُوْهِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالسَّفْرَةِ وَهُوَ مَوْلًى لِبَنِىْ بَيَاضَةَ مِنَ الْاَنْصَارِ.

অনুবাদঃ-ইবনে শিহাব হযরত জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ননা করেছেন, যে,খয়বার বাসীদের মধ্যে এক ইহুদি স্ত্রী লোক ছাগলের ভুনা গোস্তের মধ্যে বিষ মিশিয়ে ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে উপঢৌকন স্বরুপ পাঠিয়ে দেয়। অতপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ গোস্তের টুকরা নিয়ে খেতে আরম্ভ করলেন এবং কয়েক জন সাহাবী রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন ও খেতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, নিজেদের হাতকে গুটিয়ে নাও, এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ইহুদি স্ত্রী লোকটির কাছে একজন লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন,তুমি এই গোস্তের মধ্যে বিষ মিশ্রিত করেছো? ইহুদিনীটি বললো, আপনাকে কে বললো? হুযুর আলাইহিস সালাম বললেন আমাকে এই গোস্তের টুকরাটি বললো যেটি আমার হাতে রয়েছে। স্ত্রীলোকটি বললো হ্যাঁ। হুযুর আলাইহিস সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কি উদ্দেশ্য ছিল ? উত্তরে সে বললো যদি আপনি নবী হন তাহলে আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা, আর যদি আপনি নবী না হন তাহলে আপনার নিকট থেকে আমরা পরিত্রান পাবো। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মাফ করেদিলেন এবং তাকে কোনো শাস্তি দিলেন না। এবং যে সমস্ত সাহাবী রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ ঐ গোস্ত খেয়েছিলেন তারা শাহাদাত বরণ করলেন। ঐ গোস্ত খাওয়ার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই কাধেঁর মাঝখানে রক্তমোক্ষন(পিছনা) লাগানো হয়েছিল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আবু হিন্দা সিঙ্গা এবং ছুরির সাথে রক্তমোক্ষন (পিছনা) লাগালেন যিনি আনসারদের বানি বিয়াদার আজাদকৃত ক্রীতদাস ছিলেন।

[আবুদাউদ আরবী উর্দু, তৃতীয় খন্ড কিতাবুল দিয়াত হাদীস নং ১০৯৫ পৃষ্ঠা ৩৯৫, প্রকাশনী ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর, পাকিস্থান]

ফায়েদাঃ-হুযুর আলাইহিস সালাম যখন ইহুদি স্ত্রী লোকটিকে জিজ্ঞসা করলেন কেন তুমি এই ভূনা গোস্তে বিষ মিশিয়েছো ? উত্তরে সে বললো যে,এটা আপনার নবুয়াতের পরিক্ষা ছিল যদি আপনি সত্যই নবী হন তাহলে বিষ আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না আর যদি আপনি নবী না হন তাহলে বিষ আপনাকে ক্ষতি গ্রস্ত করবে এবং আমরা আপনার(আলাইহিস সালাম) দিক থেকে মুতমাইন(নিরাপদ) হয়ে যাবো। এটাও বোঝা গেল যে,আহলে কিতাবগণ নবুয়াতের বৈশিষ্টের উপর বিশ্বাস রাখতো এবং জানতো যদিও বা নবী দেখতে অন্য মানুষের মত হয় কিন্তু হকিকাতে তার মধ্যে কিছু গুনাগুন থাকবে, যার দ্বারা সে আশ্চর্য জনক সিফাত দেখাতে পারেন।নবীকে সাধারণ মানুষের মতো মনে করা নবুয়াতের মর্যদার পরিপন্থীর দলীল।

দ্বিতীয়তঃ-যখন ইহুদিনীটি জিজ্ঞাসা করলো আপনাকে বিষ মিশানোর খবর কে দিলো? উত্তরে পরওয়ার দেগারে আলামের খলিফায়ে আযাম সাইয়েদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা বললেন না যে আমার উপরে অহি এলো অথবা হযরত জিব্রিল আমিন আলাইহিস সালাম বলে গেলেন। বরঞ্চ বললেন আমার হাতে যে গোস্তের টুকরা রয়েছে এই টুকরাই আমাকে বললো''সুবহান আল্লাহ্! যদি গোস্তে আমাদের মতো কথা বার্তা বলতো তাহলে সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ ও শুনতেন কিন্তু গোস্তে যাহা বলেছে শুধু রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনেছেন। এই কথোপকথনকে সাহাবায়ে কেরাম রাদীআল্লাহু আনহুমগনের মতো বুজুর্গ ব্যাক্তিগণ ও শুনতে পেলেন না।

ইহা সত্বেও যদি কোন ব্যাক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখা এবং শোনাকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তুলনা করে তাহলে সে নবুয়াতের পদমর্যদারই উপর বিশ্বাসী নয়। অথবা ঐ ব্যাক্তির রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর হিংসা এবং শত্রুতা আছে। দুদিক থেকেই সে নিজের কলমা পড়াকে মিথ্যা বলে মনে করেএবং নিজের ইমানের জানাজা বের করে দেয়(ওয়াল্লাহু ত'য়ালা আলম)।

হাদীস শরীফ -১০

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَامَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ يَعْنِى بْنَ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَايَزَالُ هٰذَا الدِّيْنُ قَآئِماً حَتّٰى يَكُوْنَ عَلَيْكُمْ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْاُمَّةُ فَسَمِعْتُ كَلَاماً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ اَفْهَمْهُ فَقُلْتُ لِاَبِىْ مَايَقُوْلُ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

অনুবাদঃ-হযরত জাবির বিন সুমরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত ।তিনি বলেন,আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি- এই দ্বীন সবসময়ই কায়েম(প্রতিষ্ঠিত) থাকবে, এই পর্যন্ত যে তোমাদের উপর বারোজন খলিফা হবে এবং প্রত্যেকের উপরে উম্মতের মতানৈক্য থাকবে। আমি হুযুর আলাইহিস সালামের নিকট আরো কিছু শুনেছিলাম কিন্তু বুঝতে পারি নাই। আব্বাজানকে জিজ্ঞাসা করলাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলছিলেন ?তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যের ব্যাপারে বলেছিলেন যাহা সমস্ত কোরেশদের মধ্যে থেকে হবে [আবুদাউদ, তৃতীয় খন্ড, আরবী উর্দু কিতাবুল মেহদী, হাদীস নং-৮৭৬,পৃষ্ঠা ৩০৩,প্রকাশনী ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর, পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীস শরীফে উম্মতের বারোজন খলিফা,প্রত্যেকের উপর উম্মতের মতানৈক্য থাকবে এবং প্রত্যেকেই হবে কোরেইশদের মধ্যে থেকে তাহার খবর দিয়েছেন।

হাদীস শরীফ -১১

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِىُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنْ زِيَادِ سِيْمِيْنَ كُوْشٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُوْنُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِىْ النَّارِ اللِّسَانُ فِيْهَا اَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ.

অনুবাদঃ-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,এমন একটা ফিতনা(বিপর্যয়)অনিবার্য যা সমগ্র আরবকে পরিবেষ্টন করবে। এই ফিতনায় নিহত ব্যাক্তিরা হবে জাহান্নামী। সে সময় মুখে কথা বলা তরবারি দ্বারা আঘাত করার চেয়েও কঠিনতর হবে [সুনানে ইবনে মাযা আরবী উর্দু,দ্বিতীয় খন্ড,বাবু কাফ্‌ফিল লিসান ফিল ফিত্‌না,হাদীস নং ১৭৬৫ পৃষ্ঠা ৪৭৯,প্রকাশনী ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর,পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীস শরীফে আরব থেকে একটা ফিত্‌না বের হওয়ার খবর দিয়েছেন সাথে সাথে এটাও বলেছেন, নিহত ব্যাক্তিদের জাহান্নমী হওয়া অবধারিত।

হাদীস শরীফ -১২

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِى الْمُثَنّٰى عَنْ اَبِىْ اُبَيِّ ابْنِ اِمْرَاَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَعْنِىْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَكُوْنُ اُمَرَآءَ تَشْغَلُهُمْ اَشْيَآءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ عَنْ وَقْتِهَا فَاجْعَلُوْا صَلٰوتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً.

gymjgvb

অনুবাদঃ-হযরত ওবাদা বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতের শাসকগণ এমন ব্যাক্তি হবে যারা দুনিয়াদারি কাজের জন্য নামায দেরীতে(ওয়াক্তের শেষ সময়ে)পড়বে [ইবনে মাযা আরবী উর্দু, প্রথম খন্ড বাবু মা জায়া নাবা ইজা আখেরুস স্বালাত আন ওয়াক্তিহা হাদীস নং-১৩১০,পৃষ্ঠা নং-৩৬০ প্রকাশনী ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর, পাকিস্থান]।

ফায়েদা :-রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মতের শাসক গাষ্ঠির দেরী করে নামায পড়ার খবর দিয়েছেন এবং এটাও বলেদিয়েছেন তারা কেন দেরীতে নামায পড়বে।

হাদীস শরীফ –১৩

حَدَّثَنَا اَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ نَا اَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ نَاعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِبْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُلَامُ الَّذِىْ قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِراً.

অনুবাদঃ-হযরত আবী ইবনে কাব রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,যে ছেলেটিকে হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম হত্যা করেছিলেন সে তাকদীরে ইলাহিতে কাফেরই ছিলো [তিরমিযী শরীফ, আরবী উর্দু দ্বিতীয় খন্ড, আবয়াবুল ক্বোরআন,হাদীস নং- ১০৭৭ পৃষ্ঠা নং- ৪৫৩,প্রকাশনী ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর,পাকিস্থান]।

হাদীস শরীফ –১৪

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسىٰ نَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ نَامَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا سُمِّىَ الْخَضِرُ لِاَنَّهُ جَلَسَ عَلىٰ فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَاهْتَزَّتْ تَحْتَهُ خَضْرَاءُ.

অনুবাদঃ-হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন,রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,হযরত খিজির আলাইহিস সালামের নাম করনের কারন হলো তিনি যখন এক সাদা জায়গায় বসলেন তখন নীচে থেকে সবুজ ঘাস পালা বের হতে লাগলো [তিরমিযী শরীফ,আরবী উর্দু, দ্বিতীয় খন্ড আবওয়াবু তাফসিরুল ক্বোরআন,হাদীস নং-১০৭৮, পৃষ্ঠা নং-৪৫৩ প্রকাশনী ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর,পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-১৩নং হাদীস শরীফে হযরত খিজির আলাইহিস্ সালামের ইলমে গায়েবের বর্ননা আছে,তিনি যে ছেলেটিকে হত্যা করেছিলেন, সে তাকদীরে ইলাহিতে কাফির ছিলো,রাব্বে কারিম নিজের খাস বান্দাদের কাছে লোকেদের আমল ও তকদীর(ভাগ্য)পর্যন্ত প্রকাশ করেদেন যাতে তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়।

হাদীস শরীফ –১৫

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدِ نِ الْجَوْهَرِىُّ نَامُحَمَّدُبْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ كَامِلٍ اَبِى الْعَلَاءِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُرُ اُمَّتِىْ سِتِّيْنَ سَنَةً اِلىٰ سَبْعِيْنَ.

অনুবাদঃ-হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। তিনি বলেন,রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের বয়স হবে ৬০ বছর থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত [তিরমীযি শরীফ আরবী উর্দু,দ্বিতীয় খন্ড আবওয়াবুয্ যুহদ,হাদীস নং-২১২ পৃষ্ঠা নং-২১,প্রকাশনী ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর,পাকিস্থান]।

হাদীস শরীফ -১৬

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ ںِ الدَّوْرِىُّ نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ
سَعْدِ بْنِ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِىّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَيَكُوْنُ السَّنَةُ
كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُوْنُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُوْنُ الْيَوْمُ
كَالسَّاعَةِ وَتَكُوْنُ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ

অনুবাদঃ-হযরত আনাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে যামানা কাছে হয়ে যাবে, বছর মাসের মতো, মাস সপ্তাহের সমান,সপ্তাহ দিনের মতো, দিন ঘন্টার মতো, এবং ঘন্টা আগুন জ্বলে উঠার মতো হয়ে যাবে।

[তিরমীযি শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, আরবী উর্দু, আবওয়াবুয্ যুহদ হাদীস নং ২১৩ পৃষ্ঠা ১০১ প্রকাশনী ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর, পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-বর্নিত হাদীস শরীফে হুযুর আলাইহিস সালাম নিজের উম্মতের বয়স, ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বছর,মাস,দিন,সপ্তাহ, এবং ঘন্টার দ্রুতভাবে পার হওয়ার খবর দিয়েছেন। যাহা হুযুর আলাইহিস্ সালামের ইলমে গায়েবের উপর দলিল বহন করে।

হাদীস শরীফ -১৭

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى الْقَزَّازُ الْبَصْرِىُّ نَا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍنَا
عَلِىُّ بْنُ زَيْدٍ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ ںِ الْخُدْرِىّ قَالَ صَلّٰى
بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً صَلٰوةَ الْعَصْرِ بِنَهَادٍ
ثُمَّ قَامَ خَطِيْباً فَلَمْ يَدَ عْ شَيْئاً يَكُوْنُ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلَّا اَخْبَرَنَا
بِهٖ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ فَكَانَ فِيْمَا قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا
خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْلَمُوْنَ
اَلَا فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَآءَ وَكَانَ فِيْمَاقَالَ اَلَا لَا تَمْنَعَنَّ
رَجُلاً هَيْبَةَ النَّاسِ اَنْ يَّقُوْلَ بِحَقٍّ اِذَا عَلِمَهُ قَالَ فَبَكٰى اَبُوْ
سَعِيْدٍ فَقَالَ قَدُوَاللّٰهِ رَاَيْنَا اَشْيَاءَ فَهِبْنَا وَكَانَ فِيْمَا قَالَ اَلَا اِنَّهٗ
يُنْسَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشقَدْرِ غَدْرَتِهٖ وَلَا غَدْرَةَ
اَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ اِمَامِ عَامَّةٍ يُرْكَزُ لِوَآءُهٗ عِنْدَ اِسْتِهٖ وَكَانَ
فِيْمَا حَفِظْنَا يَوْمَئِذٍ اَلَا اَنْ بَنِىْ اٰدَمَ خُلِقُوْا عَلٰى طَبَقَاتٍ شَتّٰى
فَمِنْهُمْ مَنْ يُّوْلَدُ مُؤْمِناً وَيُحْيٰى مُؤْمِناً وَيَمُوْتُ مُؤْمِناً مَنْ يُّوْلَدُ
كَافِراً وَيُحْيٰى كَافِراً وَيَمُوْتُ كَافِراً وَمِنْهُمْ مَنْ يُّوْلَدُ مُؤْمِناً
وَيُحْيٰى مُؤْمِناً وَيَمُوْتُ كَافِراً وَمِنْهُمْ مَنْ يُّوْلَدُ كَافِراً وَّيُحْيٰى
كَافِراً وَّيَمُوْتُ مُؤْمِناً اَلَا وَاِنَّ مِنْهُمْ بَطِىُّ الْغَضَبِ سَرِيْعَ
الْفَيْءِ وَمِنْهُمْ سَرِيْعُ الْغَضَبِ سَرِيْعُ الْفَيْءُ فَتِلْكَ بِتِلْكَ اَلَا

ظـوَاِنَّ مِنۡهُمۡ سَرِيۡعُ الۡغَضَبِ بَطِىۡ الۡفَىۡءِ اَلَا وَخَيۡرُهُمۡ بَطِىۡءُ الۡغَضَبِ سَرِيۡعُ الۡـفَـىۡءِ وَشَـرُّهُمۡ سَرِيۡعُ الۡغَضَبِ بَطِىۡءُ الۡفَىۡءِ اَلَا وَاِنَّ مِنۡهُمۡ حَسَنَ الۡقَضَآءِ حُسۡـنُ الـطَّـلَبِ وَمِنۡهُمۡ سَىۡءُ الۡقَضَآءِ حُسۡنُ الطَّلَبِ وَمِنۡهُمۡ حُسۡنُ الۡقَضَاءِ سَيِّـئُ الـطَّلَبِ فَتِلۡكَ بِتِلۡكَ اَلَا وَاِنَّ مِنۡهُمُ السَّيِّئُ الۡقَضَآءُ السَّيِّئُ الۡطَّلَبُ اَلَا وَخَيۡـرُهُـمۡ الۡـحُسۡـنُ الۡقَضَاءُ الۡحُسۡنُ الطَّلَبُ اَلَا وَشَرُّهُمۡ سَيِّئُ الۡقَضَآءِ سَيِّئُ الطَّلَبِ اَلَاوَاِنَّ الۡغَضَبَ حَمۡرَةٌ فِىۡ قَلۡبِ ابۡنِ اٰدَمَ اَمَارَاَيۡتُمۡ اَبِىۡ حَمَـرَةِ عُيَيۡـنَـهِ وَانۡتِـفَـاحِ اَوۡدَاجِهِ فَمَنۡ اَحۡسَنَ بِشَىۡءٍ مِنۡ ذٰلِكَ فَلۡيَلۡصَقۡ بِالۡاَرۡضِ قَـالَ وَجَـعَـلۡـنَـا نَـلۡتَفِتُ اِلَى الشَّمۡسِ هَلۡ بَقِىَ مِنۡهَا شَىۡءٌ فَقَالَ رَسُوۡلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ اَلَا اِنَّهٗ لَمۡ يَبۡقَ مِنَ الدُّنۡيَا فِيۡمَا مَضٰى مِنۡهَا اِلَّا كَمَابَقِىَ مِـنۡ يَّـوۡمِـكُـمۡ هٰـذَا فِيۡـمَـا مَـضَـى مِنۡهُ. هٰذَا حَدِيۡثٌ حَسَنٌ وَفِىۡ الۡبَابِ عَنِ الۡـمُـغِيۡـرَـةِ بۡـنِ شُعۡبَةَ وَاَبِىۡ زَيۡدِ بۡنِ اَخۡطَبَ وَحُذَيۡفَةَ وَاَبِىۡ مَرۡيَمَ ذَكَرُوۡا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمۡ بِهَا هُوَ كَائِنٌ اِلٰى اَنۡ تَقُوۡمَ السَّاعَةُ.

অনুবাদঃ-হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আসরের নামায পড়ালেন। তার পর খুতবা দেওয়ার জন্য দাড়িয়ে গেলেন, এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে খবর দিলেন। যিনি পেরেছেন মনে রেখেছেন এবং যিনি মনে রাখতে পারেননি ভূলে গেছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত কথা বলেছেন তার মধ্যে এই কথাটিও আছে"নিশ্চয় দুনিয়া চির সবুজ ও শ্যামল লোভনীয়, আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদেরকে দুনিয়াতে খলিফা বানিয়েছেন,অতএব তিনি দেখেন তোমরা কিরকম আমল করছো,খবরদার!

দুনিয়া এবং নারী জাতি থেকে সতর্ক হও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও বলেছেন,সাবধান! কোন ব্যাক্তির ভয়ে হক্ব বা সত্য যেন গোপন না করা হয় যখন ঐ ব্যক্তি হক্ব হওয়া সম্পর্কে অবগত থাকেন। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু কেঁদে ফেললেন। এবং বললেন,আল্লাহর কসম! আমরা এমন অনেক ব্যাপার দেখেছি(সত্য বলা হতে)ভয় খেয়ে গেছি। তিনি(আলাইহিস্ সালাম)ইহাও বলেছেন সাবধান! প্রত্যেক গাদ্দারের(ধোকাবাজ)জন্য ক্বিয়ামতের দিন তার ধোকাবাজীর ঝান্ডা হবে, এবং যে কোন,ধোকাবাজী ইমামের(বিচারক)ধোকাবাজী সাধারন ধোকাবজীর চেয়ে বড় নয়। তার ঝান্ডা তার বসার জায়গায় পোঁতা হবে। ঐ দিন আমি(রাবী)যাহা কিছু মনে রেখেছি তার মধ্যে ইহাও ছিল যে,"শুনো! আদম সন্তানদের বিভিন্ন পদমর্যাদার মধ্যে সৃষ্টী করা হয়েছে,কিছু মুমিন তৈরী করা হয়েছে, যারা ইমানের অবস্থায় জীবিত থাকবেন এবং মুমিন অবস্থায় ইন্তেকাল করবেন, কিছু কাফির তৈরী(সৃষ্টি)করা হয়েছে, যারা কাফির হয়ে জীবিত থাকবে এবং কাফির হয়েই মরবে।কিছু মুমিন হয়ে জন্ম নিবে এবং মুমিন হয়ে জীবিত থাকবে(জীবন যাপন)এবং কাফির হয়ে বিদায় নেবে। আবার কিছু কাফির হয়ে জন্ম নিবে এবং কাফির হয়ে জীবন যাপন করবে এবং মুমিন হয়ে ইন্তেকাল করবে। কিছু এমন ব্যাক্তি আছে যে বহু দেরীতে রাগে(ক্রধ)এবং তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় আবার কিছু লোকের খুব তাড়াতাড়ি রাগ আসে এবং তাড়াতাড়ি বদলায়। শুনে নাও! কিছু লোকের খুব তাড়াতাড়ি ক্রোধ আসে এবং দেরীতে শেষ হয়। শুনে নাও! তাদের মধ্যে উত্তম ব্যাক্তি হলেন যার দেরীতে রাগ আসে এবং তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। খারাপ লোক হলো সেই ব্যাক্তি যার রাগ তাড়াতাড়ি আসে এবং দেরীতে শেষ হয়। সাবধান! কিছু লোকের লেনদেন ভালো , কিছু চায় তো ভালো কিন্তু দেওয়ার সময় ভালো নয়, কিছু লোক দেওয়ার সময় ভালো কিন্তু নেওয়ার সময় ভালো নয়,ইহা তার বিনিময়।

শুনে রাখো! কিছু লোকের দেওয়া ও নেওয়া দুটাতেই খারাপ। শুনে নাও! যাদের লেন দেন ভালো তারা উত্তম মানুষ এবং যাদের লেন দেন ভালো নয় তারা খারাপ মানুষ। শুনে নাও! রাগ মানুষের দিলের একটা চিঙ্গারী (অগ্নিস্ফুলিঙ্গ) তোমরা তার চোখে লাল রঙ এবং ঘাড়ের ফুলে ওঠা রগ গুলিকে দেখোনি,অতএব যার ক্রোধ আসবে সে যেন মাটির উপর শুয়ে যায় ।হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন আমরা সূর্যের দিকে তাকাতে লাগলাম যে কিছু বাকি থাকলো কি না(বা সূর্য ডুবে গেল)হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন শুনেনাও! দুনিয়ার বাকী বেঁচে থাকা পেরিয়ে যাওয়া সময়ের মুকাবিলাতে অতটাই, যতটা এই দিনের বাকী সময় পেরিয়ে যাওয়া সময়ের মতো। এই হাদীস হাসান,এই বাবে বা অধ্যায়ে হযরত মুগীরা বিন শু'বা আবু যায়েদ বিন আখতাব,হুযাইফা,এবংআবু মরিয়ম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ থেকে ও বর্ণিত হয়েছে। তারা সকলেই বর্ণনা করেছেন যে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সমস্ত বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন [তিরমীযি শরীফ দ্বিতীয় খন্ড আরবী, উর্দু ফিতনার অধ্যায় হাদীস নং ৬৮,পৃষ্ঠা ৪৪ প্রকাশনী,ফরিদ বুক স্টল লাহোর,পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-বর্নিত হাদীস শরীফ থেকে এই কথা দিবালোকের ন্যায় হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ্ পাক হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে "মা কানা, ওয়া মা ইয়াকুন"যা কিছু ঘটেছে এবং যা কিছু ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঘটবে সমস্ত কিছুর ইলম দিয়েছেন এবং ভষ্যিতে যা কিছু ঘটবে এই পর্যন্ত যে, কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে পূর্ণ ঘটনা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দৃষ্টির সামনেই আছে ।

ব্যাখ্যাঃ-মদীনা শরীফের গলিতে আসতে আসতে চলমান কারী মেহবুব আলাইহিস্ সালামের আল্লাহর আরশে আসা যাওয়া আছে,আল্লাহর মেহেরবানীতে শুধু দিলের খবর রাখেন না বরঞ্চ সেটা দেখে নেন।

ভূ-পৃষ্টের কোন জায়গা হোক, বা আসমান, মাকান বা লামাকান কোন এমন অনুপরিমান বস্তু নেই যাহা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দৃষ্টির বাইরে,আল্লাহ শুধু গায়েব নয় তিনি গায়েবুল গায়েব (অদৃশ্যের উপরে অদৃশ্য) ফারিস্তা আমাদের কাছে গায়েব আবার ফারিস্তার কাছে আল্লাহ গায়েব। কিন্তু যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে দেখে নিলেন, তখন আর কি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গায়েব থাকলো।

আলা হাজরাত ইমামে আহ্লে সুন্নাত কত সুন্দর বলেছেন;

سرعرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر
ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

আরশে মুয়াল্লার উপরে আপনার গমন
পৃথিবীর অভ্যন্তরে আপনার পরিদর্শন
সকল জগতের এমন কোন বস্তুই নেই
যার খবর আপনার নিকট অবর্তমান।

হাদীস শরীফ –১৮

حَدَّثَنِىْ اَبُوْكُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِىْ حَفْصٌ يَعْنِىْ ابْنَ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِيْنَةِ هَاجَتْ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ تَكَادُ اَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ فَزَعَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثَتْ هٰذِهِ الرِّيْحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَاِذَا مُنَافِقٌ عَظِيْمٌ مِّنَ الْمُنَافِقِيْنَ قَدْمَاتَ.

অনুবাদঃ-হযরত জাবির রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সফর থেকে ফিরে আসছিলেন,যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতুল মুনাওওয়ারার নিকটবর্তী হলেন তখন এত জোরে ঝড় চলল যে সওয়ারী ব্যাক্তিগন(বালিতে)দাফন হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছেগেল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন এই ঝড় কোন মুনাফিক্বের মৃত্যুর জন্য পাঠানো হয়েছিল। যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা শরীফে পৌঁছালেন(বোঝা গেল)মুনাফিক্বের একজন বিখ্যাত নেতা মারা যাওয়ার খবর পেলেন [মুসলিম শরীফ আরবী উর্দু তৃতীয় খন্ড কিতাব সিফাতুল মুনাফিক্বিন ওয়া আহকামিহিম,হাদীস নং-৬৯১১ পৃষ্ঠা-৫৯১ প্রকাশনী শাবীর ব্রাদার্স,লাহোর,পাকিস্তান]।

ফায়েদাঃ-রসুলে আকরাম নূরে মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীস শরীফে ঝড়-তুফানকে মুনাফিক্বের মৃত্যুর জন্য পাঠানো হয়েছে তার খবর দিলেন,এবং এই খবরকে সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন ও সত্য বলে স্বীকার করে নিলেন।

হাদীস শরীফ -১৯

حَدَّثَنَا اَبُوْغَسَّان مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ وَزُنَيْحٌ ثَنَا اَبُوْ تَمِيْلَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا
عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ذَهَبَ بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اِلىٰ مَوْضِعٍ بِالْبَادِيَةِ قَرِيْبٌ مِّنْ مَّكَّةَ فَاِذَآ اَرْضٌ يَّابِسَةٌ حَوْلَهَا رَمْلٌ
فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْرُجُ الدَّآبَةُ مِنْ هٰذَا الْمَوْضِعِ
فَاِذَا فَتَرَفِىْ شِبْرٍ قَالَ اِبْنُ بُرَيْدَةَ فَحَجَجْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِسِنِيْنَ فَاَرَدُنَا عَصاً
لَّهُ فَاِذَا هُوَ بِعَصَاىَ هٰذِهٖ كَذَاوَكَذَا.

অনুবাদঃ-হযরত বুরায়দা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার অদূরে একটি ময়দানে নিয়ে গেলেন। স্থানটি ছিল শুষ্ক এবং চারিদিকে ছিল বালি। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,এস্থান থেকে দাব্বা(প্রাণী)বের হবে। আমি সেখানে এক বিঘত(বিলতা)পরিমাণ একটি চিহ্ন দেখতে পেলাম। ইবনে বুরায়দা রাদ্বীআল্লাহু আনহু বললেন, আমি কয়েক বছর পর হজ্জ পালন করলাম,তখন আমার আব্বা (পিতা) নিজের লাঠি নিয়ে আমাকে বললেন**"দাব্বাতুল আরদের"**(মাটির প্রাণী) লাঠি এত মোটা এবং এত লম্বা হবে [সুনানে ইবনে মাযা,আরবী উর্দু দ্বিতীয় খন্ড বাবু দাব্বাতুল আরদ্ব হাদীস নং-১৮৬৮, পৃষ্ঠা-৫১৩ প্রকাশনী ফরিদ বুক স্টল লাহোর, পাকিস্তান]।

ফায়েদাঃ-রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়ামতের নিকটবর্তীতে যে দাব্বাতুল আর্দ প্রকাশ পাবে সেই দাব্বাতুল আরদের বের হওয়ার জায়গাটির খবর দিয়েছেন।

হাদীস শরীফ -২০

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْفَرَجُ اِبْنُ فَضَالَةَ عَنْ
رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ الدِّمِشْقِيّ عَنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعُثْمَانُ اِنْ وَلاكَ اللّٰهُ
هٰذَا الْاَمْرَ يَوْماً فَاَرَادَكَ الْمُنَافِقُوْنَ اَنْ تَخْلَعَ قَمِيْصَكَ الَّذِىْ
قَمَّصَكَ اللّٰهُ فَلَاتَخْلَعْهُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ النُّعْمَانُ
فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَامَنَعَكَ اَنْ تُعَلِّمِى النَّاسَ بِهٰذَا قَالَتْ اُنْسِيْتُهٗ.

অনুবাদঃ-হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,হে উসমান! একদিন আল্লাহ্ পাক একাজের দায়িত্ব(খেলাফতের দায়িত্ব) আপনাকে অর্পন করবেন,তখন মুনাফিক্বরা ষড়যন্ত্র করবে,যাতে আল্লাহ্ প্রদত্ত্ব জামা(খেলাফতের দ্বায়িত্ব)আপনার থেকে খুলে ফেলতে পারে যা আল্লাহ্ আপনাকে পরিয়েছেন। আপনি কখনও তা খুলে দেবেন না। এই বাক্যটি তিনবার বললেন। হযরত নুমান রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন,আমি মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বীআল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করালম, এ হাদীস মানুষের কাছে বর্ননা করতে আপনাকে কিসে বিরত রেখেছে? তিনি বলেন আমি ভূলে গিয়েছিলাম(সুনানে ইবনে মাযা,আরবী উর্দু,প্রথম খন্ড,বাবু ফাযাইলে উসমান,হাদীস নং-১১৭,পৃঃ নং-৬৫, প্রকাশনী ফরিদ বুক স্টল,লাহোর পাকিস্তান)।

ফায়েদাঃ-রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীস শরীফে হযরত ওসমান গনী রাদ্বীআল্লাহু আনহুর খিলাফত এবং শত্রুদের তরফ হতে খিলাফত শেষ করার চক্রান্তেরও খবর দিয়েছেন।

হাদীস শরীফ –২১

حَدَّثَنِیْ اِسْحٰقُ بْنُ یَزِیْدَ الدِّمَشْقِیُّ حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِیْ ثَوْرُبْنُ یَزِیْدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ اَنَّ عُمَیْرَ بْنَ الْاَسْوَدِ الْعَنْسِیَّ حَدَّثَهٗ اَتٰی عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُوَ نَازِلٌ فِیْ سَاحَةِ حِمْصَ وَهُوَ فِیْ بِنَآءٍ لَّهٗ وَمَعَهٗ، اُمُّ حَرَامٍ قَالَ عُمَیْرٌ فَحَدَّثَنَا اُمُّ حَرَامٍ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ اَوَّلُ جَیْشٍ مِّنْ اُمَّتِیْ یَغْزُوْنَ الْبَحْرَ قَدْ اَوْجَبُوْا قَالَتْ اُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا فِیْهِمْ قَالَ اَنْتِ فِیْهِمْ ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ جَیْشٍ مِّنْ اُمَّتِیْ یَغْزُوْنَ مَدِیْنَةَ قَیْصَرَ مَغْفُوْرٌ لَّهُمْ فَقُلْتُ اَنَا فِیْهِمْ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ لَا

অনুবাদঃ-হযরত ওমায়ের বিন আসওয়াদ আনাসী রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন, হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু যখন হেমসের উপকূলে একটি মহলে(তার স্ত্রী)উম্মে হারাম সহ আরাম করছিলেন তখন আমি তাদের কাছে গেলাম। হযরত উমায়ের রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন আমাকে উম্মে হারাম রাদ্বীআল্লাহু আনহা বললেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,আমার উম্মতের নৌ-যুদ্ধে অংশ গ্রহণ কারী প্রথম সেনাদলের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। উম্মেহারাম (বিনতে মিলহান)বললেন(একথা শুনে) আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি কি তাদের মধ্যে গন্য? বললেন, হ্যাঁ তুমিও তাদের মধ্যে শামিল থাকবে। অত:পর নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,আমার উম্মতের প্রথম(নৌ-সেনাদল)জাহাজের সকলকে আল্লাহ পাক মাফ করে দিয়েছেন,যারা কায়সারের(রোমসম্রাটের)একটি শহরের(কনষ্টান্টি নোপলের) উপর আক্রমন পরিচালনা করবেন। উম্মে হারাম রাদ্বীআল্লাহু আনহা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত আছি? হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন,না [বুখারী শরীফ আরবী উর্দু দ্বিতীয় খন্ড কিতাবুল জিহাদ ওয়াসসীর হাদীস নং ১৮৪, পৃষ্ঠা ১১৫,প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স, লাহোর পাকিস্থান]

ফায়েদাঃ-রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। বর্ণিত হাদীসে উম্মতের প্রথম সেনাদলের এবং তাতে অংশ গ্রহনকারী মুসলমানদের জান্নাতি হওয়ার শুভসংবাদ দিয়েছেন। এটাও হুযুর আলাইহিস্ সালাম বলেছেন যারা উম্মতের প্রথম নৌদলে থাকবে এবং রোমের উপর আক্রমন করবে তাদের কে আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন, এবং উম্মে হারাম রাদ্বীআল্লাহু আনহাকে বলা হয়েছে তুমি ঐ দলের মধ্যে গন্য হবে না। হুযুর আলাইহিস্ সালাম ইলমে গায়েব জানেন ইহা তার জন্য একটা মজবুত দলিল।

হাদীস শরীফ –২২

حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَقْتَتِلَفِئَتَانِ فَيَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مِقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَّلَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا مِّنْ ثَلَاثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ اَنَّهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ.

অনুবাদঃ-হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,যতক্ষন পর্যন্ত দুটি দলের মধ্যে যুদ্ধ না বাধবে ততক্ষন পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। দলদুটির মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। উভয় দলের দাবী এক ও অভিন্ন হবে এবং যতক্ষন পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব না ঘটবে,যাদের প্রত্যেকে নিজেকে আল্লাহর রাসুল বলে দাবী করবে,ততক্ষন পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না [বোখারী শরীফ আরবী উর্দু দ্বিতীয় খন্ড কিতাবুল মানাকিব হাদীস নং ৮২০ পৃষ্ঠা ৩৯২, প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর,পাকিস্থান)।

ফায়েদাঃ-এই হাদীস শরীফের মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পরদা নেওয়ার পরে ত্রিশজন মিথ্যা নবীর দাবীদার ব্যাক্তির আবির্ভাব হবে তার খবর দিয়েছেন,সাথে সাথে এটাও বলেছেন দুটি দলের যুদ্ধ হবে, বহুত বড় যুদ্ধ,তার ও খবর দিয়েছেন।

হাদীস শরীফ –২৩

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَبْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكَلَابِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ غَنْمٍ الْاَشْعَرِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى اَبُوْعَامِرٍ اَوْاَبُوْمَالِكٍ الْاَشْعَرِىُّ وَاللّٰهِ مَاكَذَبَنِىْ

سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ يَّسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَّوَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ اَقْوَامٌ اِلٰى جَنْبِ عَلَمٍ يَّرُوْحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَّهُمْ يَاْتِيْهِمْ يَعْنِى الْفَقِيْرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُوْلُوْنَ ارْجِعْ اِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللّٰهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ اٰخَرِيْنَ قِرَدَةً وَّخَنَازِيْرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অনুবাদঃ-হযরত আব্দুর রহমান ইবনে গানাম আশয়ারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,হযরত আবু আমির(আব্দুল্লাহ ইবনে হানি অথবা আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব অথবা ওহাব ইবনে ওহাব) অথবা আবু মালিক আশয়ারী(কা'য়াব ওমার অথবা আব্দুল্লাহ অথবা ওবাইদ রাদ্বীআল্লাহু আনহুম)বর্ননা করেছেন,আল্লাহর কসম তিনি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাহা শুনেছেন আমাকে মিথ্যা বলেননি(সাহাবী রাদ্বীআল্লাহু আনহুর সত্যবাদী হওয়ার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে) তিনি নবী আলাইহিস্ সালামকে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক হবে যারা যেনা, রেশমী কাপড় পরিধান,মদ্য পান ও গান-বাদ্য এবংখেল তামাসাকে হালাল মনে করবে,আর তারা পর্বতের পাদদেশে বসবাস করবে। অপরাহ্নে যখন তারা পশু পাল নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে ফিরবে, এমন সময়ে তাদের নিকট অভাবী ফকীর আগমন করলে তারা ফকীরকে বলবে,আগামী কাল আমাদের নিকট আসবে। রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ্ তাদের কে ধ্বংস করে দিবেন এবং তাদের মাথায় পর্বত চাপিয়ে দিবেন,এবং অন্যদেরকে (যাদেরকে রাত্রে ধবংশ করা হবেনা ক্বিয়ামত পর্যন্ত বানর এবং শুকর বানিয়ে রাখবেন [বুখারী শরীফ আরবী উর্দু তৃতীয় খন্ড,কিতাবুল আশরিবা হাদীস নং ৫৪৬ পৃষ্ঠা ২৭৭ প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদা:-রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র ফরমান অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমান হয়ে যায়। লোকেরা,যেনা করা, মদ্যপান,ও গান বাজনাকে হালাল মনে করে। অবশ্যই এই ধরনের লোকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যারা মিডিয়ার সামনে এসে হারাম বস্তুকে হালাল বলে ঘোষিত করে । আক্বা আলাইহিস্ সালাম চৌদ্দশত বছর পূর্বে এই ধরণের লোকের ব্যাপারে খবর দিয়েছেন, ইহা অবশ্যই ইলমে গায়েব।

হাদীস শরীফ –২৪

حَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَاجَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِبْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمَعُوْنَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يُسْمَعُ مِنْكُمْ.

অনুবাদ:-হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন"তোমরা ইলমের বক্তব্য(জ্ঞানের কথা)আমার কাছে শ্রবন করছো,তোমাদের নিকট থেকেও শোনা হবে,এবং ঐ ব্যাক্তিদের নিকটে ও শোনা যাবে, যারা তোমাদের কাছে শ্রবন করে [সুনানে আবু দাউদ,আরবী উর্দু,তৃতীয় খন্ড বাবু কারাহিয়্যাতি মানয়িল ইল্‌ম,হাদীস নং ২৬১,পৃষ্ঠা-১০৫,প্রকাশনী ফরিদ বুক স্টল লাহোর পাকিস্থান]।

হাদীস শরীফ –২৫

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ وَّلْدِعُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأسَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهٗ حَتّٰى يَبْلُغَهٗ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰى مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ.

অনুবাদ:-হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি"আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ব্যাক্তিকে আনন্দ খুশিতে রাখুন যে ব্যাক্তি আমার নিকট কোন কথা শুনেএবং সেটাকে মনে রাখে,এই পর্যন্ত যে,অন্য ব্যাক্তির নিকটে পৌঁছে দেয়। কোন এক ফিকহের জ্ঞান ওয়ালা এমন হবে যে,নিজের চেয়ে বেশী ফিকাহের জ্ঞানওয়ালাকে বলবে। এবং বহু ফিকহের জ্ঞান ওয়ালা এমন হবে,সে আসলে ফকিহ হবে না। [আবু দাউদ আরবী উর্দু,তৃতীয় খন্ড ফযলে নাশরিল ইল্‌ম্ হাদীস নং ২৬২,পৃষ্ঠা ১০৫,ফরিদ বুক স্টল লাহোর পাকিস্থান]।

হাদীস শরীফ –২৬

حَدَّثَنَا هَارُوْنَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَا اَبُوْدَاؤدَ الْحَضْرِىُّ عَنْ بَدْرِبْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُوْنُ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّتِ اَرْبَعُ فِتَنٍ فِىْ اٰخِرِهَا الْفَنَآءُ.

অনুবাদ:-হযরত আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন"এই উম্মতের মধ্যে চারটি ফিতনা(বিপর্যয়)হবে যাহার পরে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। [আবু দাউদ শরীফ,আরবী উর্দু তৃতীয় খন্ড কিতাবুল ফিতান হাদীস নং ৮৪০ পৃষ্ঠা ২৮২ প্রকাশনী ফরিদ বুক ষ্টল,লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদা:-রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের মধ্যে চারটি ফিতনার খবর দিয়েছেন।

হাদীস শরীফ –২৭

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتّٰى يُقَاتِلَ اٰخِرُهُمُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ.

অনুবাদঃ-হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন "আমার উম্মতেরএকটি দল সবসময় হক্বের(সত্যের)জন্য বাতিলের সঙ্গে লড়তে থাকবে এবং বিজয়ী থাকবে, এমন কি শেষ পর্যন্ত হক্ব পন্থী দলের অবশিষ্ঠ লোক দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে [আবু দাউদ আরবী উর্দু দ্বিতীয় খন্ড কিতাবুল জিহাদ হাদীস নং ৭১২ পৃষ্ঠা ২৬৯ প্রকাশনী ফরিদবুক স্টল লাহোর,পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই পবিত্র ফরমান দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদী আলাইহিস্ সালামের একটা দল সবসময় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠত থাকবে, যারা দ্বীন ও ঈমানের শত্রুদের সাথে সবসময় বিজয়ী থাকবে যদিও বা ইসলামের শত্রু অমুসলিম রঙে থাকুক বা মুসলমানের চেহেরাতে থাকুক, দুই প্রকার শত্রুদের সাথে লড়াই চলতে থাকবে শয়তান হল বাইরের ক্ষমতা এবং নাফস্ হল ভিতরের।এই রকমই অমুসলিম বাইরের শত্রু এবং কিছু মুসলমান নামধারী অমুসলিম ভিতরের শত্রু।এই দুই ধরনের শত্রুদের সাথেকর্মে,বাক্যে,সম্পদে মৌখিকে বিভিন্ন ধরনের জেহাদ করা হয়। ইসলামের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শত্রু হলো যারা মুসলমান দাবী করে ইসলামের গাছকে অমুসলমানের আক্বিদা ও দৃষ্টির কলম লাগিয়ে বেখবর মুসলমানের ইমানী দৌলতকে হানা দিয়ে ডাকাতি করে নেয়। মুসলমানদের কে এই ধরনের মুখোশ ধারীর কবল থেকে বাঁচানো বহুত বড় জেহাদ এবং বহুত বড় শৌর্য বীর্যের প্রতীক। ওয়াল্লাহু তা'য়ালা আলাম।

হাদীস শরীফ –২৮

حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُبْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ حِيْنَ بَلَغَهُ اِقْبَالُ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ فَتَكَلَّمَ اَبُوْبَكْرٍ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ تَكَلَّمَ فَقَامَ سَعْدُبْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ اِيَّانَا تُرِيْدُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْاَمَرْتَنَا اَنْ نُخِيْضَهَا الْبَحْرَ لَاَخَضْنَاهَا وَلَوْ اَمَرْتَنَا اَنْ نَضْرِبَ اَكْبَادَهَا اِلٰى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا قَالَ فَنَدَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى نَزَلُوْا بَدْراً وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ وَفِيْهِمْ غُلَامٌ اَسْوَدُ لِبَنِىِ الْحَجَّاجِ فَاَخَذُوْهُ فَكَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْاَلُوْنَهٗ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ وَاَصْحَابِهٖ فَيَقُوْلُ مَالِىْ عِلْمٌ بِاَبِىْ سُفْيَانَ وَلٰكِنْ هٰذَا اَبُوْ جَهْلٍ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَاُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فَاِذَا قَالَ ذٰلِكَ ضَرَبُوْهُ فَقَالَ نَعَمْ اَنَا اُخْبِرُكُمْ هٰذَا اَبُوْسُفْيَانَ فَاِذَا تَرَكُوْهُ فَسَاَلُوْهُ فَقَالَ مَالِىْ بِاَبِىْسُفْيَانَ عِلْمٌ وَلٰكِنْ هٰذَا اَبُوْجَهْلٍ وَّعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ وَاُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِى النَّاسِ فَاِذَا قَالَ اَيْضاً ضَرَبُوْهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فَلَمَّا رَاٰى ذَالِكَ انْصَرَفَ وَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَضْرِبُوْهُ اِذَا صَدَقَكُمْ وَتَتْرُكُوْهُ اِذَا كَذَبَكُمْ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ قَالَ وَيَضَعُ يَدَهٗ عَلَى الْاَرْضِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ اَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অনুবাদঃ-হযরত আনাস রাদ্বীআল্লাহু আনহুথেকে বর্ণিত। যখন,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট (ব্যাবসায়ী কাফেলা সহ) আবু সুফিয়নের সংবাদ পৌঁছালে(তাদেরকে পথিমধ্যে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে)নবী আলাইহিস্ সালাম সাহাবা রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগনকে নিয়ে এক পরামর্শ সভার আহ্বান করলেন। হযরত আবুবাকার রাদ্বীআল্লাহু আনহু যে পরামর্শ দিলেন সেই পরামর্শ কে কবুল করলেন না । হযরত উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহু যে পরামর্শ দিলেন সেই পরামর্শ টাকেও কবুল করলেন না। অত:পর সায়াদ বিন উবাদা রাদ্বীআল্লাহু আনহু উঠে দাড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি আমাদের মতামত কামনা করছেন? সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যদি আপনি সমুদ্র গর্ভে ঘোড়া দৌড়াতে নির্দেশ দেন তাহলে সমুদ্রে ও ঘোড়া দৌড়াবো, আর যদি সুদূর 'বারেকুল গিমাদ' (মক্কার নিকটবর্তী একটি জায়গা)পর্যন্ত ঘোড়া নিয়ে যাবার আদেশ করেন, তাও আমরা করবো, তখন নবী আলাইহিস্ সালাম হুকুম দিলেন,সকলেই রওয়ানা হয়ে গেলো এবং'বদর' নামক স্থানে গিয়ে অবতরণ করলো, এ সময় কোরাইশদের কিছু সংখ্যক রাখাল তাদের নিকটে আসলো। তন্মধ্যে বনী হাজ্জাজের একটি কৃষ্ণবর্ণের গোলাম ও ছিলো, লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে আসলো। পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবা রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন তাকে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেসে বললো,আবু সুফিয়ান সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই। তবে(ঐ সৈন্যদের মধ্যে)আবুজাহিল,উতবা, শাইবা ও উমাইয়া ইবনে খালাফ সম্বন্ধে বলতে পারি,যখন সে এই উত্তর দিলো সাহাবা রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন তাকে মারতে আরম্ভ করলো তখন সে বললো আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে বলছি,যখন তারা তাকে পিটানো বন্ধ করে আবু সুফিয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে,তখন সে বললো আবু সুফিয়ান সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, কিন্তু আবু জাহিল, উতবা শাইবা ও উমাইয়া ইবনে খালাফ সম্বন্ধে বলতে পারি।

সে যখন আবার ঐ একই কথা বললো তখন তারা পুনরায় মারধর করলো। এসময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন,যখন তিনি উক্ত লোকটির সাথে সাহাবা রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগনেরএ আচরন দেখলেন তখন নামায শেষ করলেন এবং বললেন,সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ। যখন সে সত্য বলে তখন তোমরা তাকে পিটাচ্ছো,আর যখন সে মিথ্যা বলে তখন তোমরা তাকে ছেড়ে দিচ্ছো। বর্ননাকারী বলেন,পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন(বদর ময়দানে)এটা অমুকের মৃত্যুর জায়গা এখানে অমুকের লাশ পড়বে এই বলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমিনের বিভিন্ন স্থানে হাত মুবারক রেখে চিহ্নিত করলেন(অমুক, অমুক ব্যাক্তিকে এখানে হত্যা করা হবে)। বর্ননাকারী বলেন,(যুদ্ধ শেষে) দেখা গেলো,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জায়গায় পবিত্র হাত মুবারক রেখে চিহ্নিত করেছেন ঐ সব নিহত কাফিরদের লাশ কোনটিও চিহ্নিত স্থানের একটুও এদিকে সেদিকে পড়েনি [মুসলিম শরীফ আরবী উর্দু দ্বিতীয় খন্ড কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্সিয়ার হাদীস নং-৪৫০৬,পৃষ্ঠা-৬৬৩ প্রকাশনী,শাবির ব্রাদার্স, লাহোর,পাকিস্থান]

ফায়েদাঃ-রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের ময়দানে যুদ্ধের পূর্বে উপস্থিত হয়ে, পরের দিন নিহত কাফেরদের মৃত্যুর জায়গার খবর দিয়েছেন,যুদ্ধ শেষে সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন মৃতদেহ গুলিকে ঐ জায়গার মধ্যে পেয়েছেন যে জায়গায় রাসুলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিহ্নিত করেছিলেন।

হাদীস শরীফ –২৯

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيْعاً عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْناً فَقَالَ

لِرَجُلٍ مِمَّنْ يُّدْعىٰ بِالْاِسْلَامِ هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيْداً فَاَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الرَّجُلُ الَّذِىْ قُلْتَ لَهُ اَنِفاً اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيْداً وَقَدْمَاتَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَاهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ اِذْقِيْلَ اِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلٰكِنَّ بِهِ جِرَاحاً شَدِيْداً فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَاُخْبِرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ اَمَرَ بِلَالاً فَنَادٰى فِى النَّاسِ اِنَّهُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا نَفْسٌ مُّسْلِمَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

অনুবাদ:-হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি(আলাইহিস্ সালাম)এক ব্যাক্তিকে দোজখী বলে চিহ্নিত করলেন, যে আমাদের মাঝে মুসলিম বলে পরিচিত ছিলো। যখন আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হলাম,ঐ লোকটি ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করলো,সে আহত হয়ে গেলো। সে সময় কেউ এসে বললো;হে আল্লাহর রাসুল কিছুক্ষণ আগে আপনি যার সম্পর্কে বলেছিলেন যে সে দোজখী আজ সে ভীষণ ভাবে যুদ্ধে করে মারা গেছে। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন সে জাহান্নামে চলে গেছে। কিন্তু এতে কোন কোন মুসলমান অবাক হয়ে গেলো। ইত্যবসরে বোঝা গেল লোকটি এখনও মরেনি তবে সে মারাত্বক ভাবে আহত। পরে যখন রাত হলো,সে জখমের যন্ত্রনা সহ্য না করতে পেরে আত্মহত্যা করলো। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সংবাদ জানানো হলো, তিনি (আলাইহিস্ সালাম) বললেন আল্লাহু আকবার,আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

আমি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসুল; আলাইহিস্ সালাম অত:পর তিনি (আলাইহিস্ সালাম)হযরত বিলাল রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিলেন যে, ঘোষনা করে দাও"মুসলমান ব্যাতীত কোন ব্যাক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না,অবশ্য কোন কোন সময় আল্লাহ তা'য়ালা পাপী ব্যাক্তিদের দ্বারাও এ দ্বীনের সাহায্য ও শক্তি প্রদান করে থাকেন(মুসলিম শরিফ আরবী উর্দু, ১ম খন্ড কিতাবুল ঈমান হদীস নং-২১৩,পৃঃ-১৩০,প্রকাশনী সাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্তান)

ফায়েদা:-বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকে জানা গেল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামে মুসলমান ব্যাক্তিকে নিজের ইলমে গায়েবের দ্বারা বুঝে নিয়ে ছিলেন যে, এই ব্যাক্তি জাহান্নামী।

হাদীস শরীফ –৩০

حَدَّثَنَا سُوَيْدُبْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُسْلِمُ ابْنُ خَالِدٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ شَرَابِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُفِيْهِ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَاِنَّ فِىْ اَحَدِجَنَاحَيْهِ دَآءً وَفِى الْاٰخِرِ شِفَاءٌ

অনুবাদ:-হযরত উবাইদ বিন হুনাইন রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যখন তোমাদের পান করিবার বস্তুতে(খাবারে)মাছি পড়বে সেটাকে তাতে ডুবিয়ে দাও তারপর সেটিকে ফেলে দেবে। কেন না তার একটি ডানায় রোগ এবং অন্যটিতে আরোগ্য রয়েছে(সুনানে ইবনে মাযা আরবী উর্দু ২য় খন্ড বাবুযযাবাব হদীস নং ১২৯৭ পৃঃ নং–৩৮৫ প্রকাশনী ফরিদ বুক স্টল লাহোর পাকিস্তান)।

ফায়েদা:-নিগাহে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিরকম দেখুন যে,মাছির ডানায় রোগ এবং আরগ্য দুটিকেই ইলমে গায়েবের দ্বারা জেনে নিলেন।

হাদীস শরীফ –৩১

حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِیُّ حَدَّثَنَا الْوَلِیْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِی اَبُوْ عَمْرٍ وَيَعْنِی الْاَوْزَاعِیَّ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِی طَلْحَةَ حَدَّثَنِی اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ اِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِّنْ اَنْقَابِهَا اِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِّيْنَ تَحْرُسُهَا فَيَنْزِلُ بِالسَّبَخَةِ فَتَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ يَخْرُجُ اِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

অনুবাদঃ-হযরত আনাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে,পৃথিবীর যে কোন দেশ বা অঞ্চল সব স্থানেই দাজ্জাল গিয়ে পৌঁছাবে এক মাত্র মক্কা ও মদিনা শরীফ ব্যাতীত। মক্কা ও মদিনা শরীফের প্রত্যেকটি রাস্তায় ফারিশ্‌তা মোতায়েন থাকবে এবং তারা সারিবদ্ধ হয়ে পাহারা দিবে। কোন সুযোগ না পেয়ে অবশেষে সে ‘সাবাখা’ নামক স্থানে এসে উপনীত হবে। তখন মদীনায় তিনবার কম্পন সৃষ্টি হবে। এতে প্রতিটি কাফির ও মুনাফিক্ব মদীনা থেকে বেরিয়ে দাজ্জালের কাছে চলে আসবে। [মুসলিম শরীফ আরবী উর্দু কিতাবুল ফিতান ও ক্বিয়ামতের শর্তসমূহ হাদীস নং ৭২৫৭, পৃষ্ঠা ৭০১ প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

হাদীস শরীফ –৩২

حَدَّثَنِی زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اَبِی حَازِمٍ الْاَشْجَعِیِّ عَنْ اَبِی هُرَيْرَةَ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ اِنِّی مَجْهُوْدٌ فَاَرْسَلَ اِلٰی بَعْضِ نِسَآئِهٖ فَقَالَتْ وَالَّذِی بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِی اِلَّا مَاءٌ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰی اُخْرٰی فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰی قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ لَا وَالَّذِی بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِی اِلَّا مَاءٌ فَقَالَ مَنْ يُضِيْفُ هٰذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَانْطَلَقَ بِهٖ اِلٰی رَحْلِهٖ فَقَالَ لِاِمْرَاَتِهٖ هَلْ عِنْدَكِ شَیْءٌ قَالَتْ لَا اِلَّا قُوْتُ صِبْيَانِی قَالَ فَعَلِّلِيْهِمْ بِشَیْءٍ فَاِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَاَطْفِئِ السِّرَاجَ وَاَرِيْهِ اَنَّا نَاْكُلُ فَاِذَا اَهْوٰی لِيَاْكُلَ فَقُوْمِی اِلَی السِّرَاجِ حَتّٰی تُطْفِئِيْهِ قَالَ فَقَعَدُوْا وَاَكَلَ الضَّيْفُ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا عَلَی النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ صَنِيْعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ.

অনুবাদঃ-হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যাক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে এসে বললো আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত। তিনি কোন এক স্ত্রীর কাছে কিছু খাবার আছে কিনা খোঁজ নেওয়ার জন্য পাঠালেন। স্ত্রী বলে পাঠালেন,সেই মহানসত্তার শপথ,যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন। পানি ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নেই। অত:পর তিনি আরেক স্ত্রীর কাছে পাঠালেন,সেখান থেকে অনুরূপ জবাব আসল। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীদের সকলেই একই কথা বললেন,সেই আল্লাহর শপথ,যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন,আমার কাছে শুধু পানি আছে।

খেতে বসলো,কিন্তু সবটুকু খানা মেহেমানই খেয়ে নিলো। অত:পর ভোরে যখন আনসারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলো,তিনি(আলাইহিস্ সালাম) বললেন,আজ রাতে তোমরা স্বামী-স্ত্রী দু জনে তোমাদের অতিথির সাথে যে অদ্ভুদ ব্যবহার করেছো তাতে আল্লাহ তা'য়ালা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন [মুসলিম শরীফ কিতাবুল আশরেবা হাদীস নং ৫২৪৩ পৃষ্ঠা ৬৮ প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদা:-রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের বাড়ি থেকে হযরত ত্বালহা এবং উম্মে সুলায়েম রাদীআল্লাহু আনহুমার অতিথি পরায়নতা বুঝতে পারলেন এবং তাতে রব্ব তায়ালা যে খুশী হয়েছেন এবং কবুল করেছেন,সেটাও জেনে গেছেন।

হাদীস শরীফ –৩৩

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُبْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بن عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّهٗ، سَمِعَ اَبَا اَدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُوَ فِى قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ فَقَالَ اُعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ مَوْتِى ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمُقَدِّسِ ثُمَّ مَوْتَانٌ يَاخُذُفِيْكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتّٰى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لاَيَبْقٰى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ اِلاَّدَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِى الْاَصْفَرِ فَيَغْدِرُوْنَ فَيَاتُوْنَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةٍ تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَاعَشَرَ الْفًا.

অনুবাদ:-হযরত আওফ বিন মালেক রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন তাবুক যুদ্ধের সময় আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়েছিলাম তখন তিনি একটি চামড়া নির্মিত তাবুতে অবস্থান করছিলেন। হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন, স্মরন রখো ক্বিয়ামতের পূর্বে ছয়টি লক্ষন প্রকাশ পাবে। আমার ইন্তেকাল,বাইতুল মুকাদ্দাসের বিজয়,অস্বাভাবিক ভাবে বকরীর মৃত্যুর ন্যায় তোমাদের মধ্যে তেমনি মহামারী ছড়িয়ে পড়বে(অর্থাৎ অকস্মাৎ ব্যাপক ভাবে মানুষ মরতে থাকবে),সম্পদের প্রাচুর্য বৃদ্ধি পাবে,এমনকি কাউকে একশ দীনার দিলেও সে সন্তুষ্ট হবেনা। অত:পর এমন ফিতনা উত্থিত হবে যা হতে আরবের কোন বাড়িই বেঁচে থাকবে না। এরপর তোমাদের ও বনী আসফার অর্থাৎ রোমানদের মধ্যে সন্ধি হবে; কিন্তু তারা সন্ধি ভঙ্গ করে আশিটি পতাকার নীচে সংঘবদ্ধ হয়ে তোমাদের উপর হামলা করবে। প্রতিটি পতাকার নীচে বারো হাজার করে সৈন্য থাকবে [বুখারী শরীফ আরবী উর্দু দ্বিতীয় খন্ড কিতাবুল জিযিয়া ওয়া মুয়াদেয়া হাদীস নং ৪১৪, পৃষ্ঠা ২২০,প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদা:-রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদীস শরীফে ক্বিয়ামতের পূর্বে প্রকাশিত চিহ্ন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে এটাও বলেছেন যে ইসলামের উপর কে হামলা করবে তাদের সংখ্যা কত হবে ইত্যাদি।

হাদীস শরীফ –৩৪

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيْعاً عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ ابْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِى عَمْرُوْبْنُ اَبِى عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بن حَنْطَبٍ اَنَّهٗ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبِىْ طَلْحَةَ الْتَمِسْ لِىْ غُلاَماً مِنْ

غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِىْ فَخَرَجَ بِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ يُرْدِفُنِىْ وَرَائَهٗ فَكُنْتُ اَخْدُمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَانَزَلَ وَقَالَ فِى الْحَدِيْثِ ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا بَدَالَهٗ اُحُدٌ قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهٗ فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحَرِّمُ مَابَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَاحَرَّمَ بِهٖ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ.

অনুবাদঃ-হযরত আনাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আবু ত্বালহা রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে বললেন"আমার খিদমতের জন্য তোমাদের পরিচিত একটি বালক খুঁজে আনো,তখন হযরত আবু ত্বালহা রাদ্বীআল্লাহু আনহু তার সওয়ারীর পিছনে করে আমাকে এনে হুযুর আলাইহিস্ সালামের খিদমতে হাযির করলেন। তারপর থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোথাও অবতরণ করতেন আমি তাঁর(আলাইহিস্ সালাম)খিদমত করতাম। হযরত আনাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু আরো বলেন,পথ চলতে চলতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ পাহাড় দেখতে পেলেন,তখন বললেন 'এ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরাও একে ভালোবাসি। তার পর মদিনার কাছাকাছি পৌঁছালে হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন"হে আল্লাহ্! হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম যে রূপ মক্কা শরীফকে হারাম করেছেন আমিও ইযযাত সে রূপ এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানকে(মদীনা শরীফ)হারাম করছি। হে আল্লাহ! আপনি তাদের সা' ও মুদ্দের মধ্যে বরকত দিন" ইযযত ও সম্মান এর স্থান করিলাম [মুসলিম শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, আরবী উর্দু,অধ্যায় কিতাবু হজ্জ হাদীস নং ৩২১৭ পৃষ্ঠা নং ২৬৭ প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জড় পর্দাথের ব্যাপারেও জানেন যে,এই পাহাড়(উহুদ)আমার সাথে মহব্বত করে। অত:পর যখন হুযুর আলাইহিস্ সালাম জড় পর্দাথের অবস্থা সম্পর্কে অবগত। তাহলে মানুষের দিলের ব্যাপারে কেমন অবগত থাকতে পারেন তাহা বোঝা দরকার।

হাদীস শরীফ –৩৫

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَكَ كِسْرٰى ثُمَّ لَايَكُوْنُ كِسْرٰى بَعْدَهٗ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكُنَّ ثُمَّ لَايَكُوْنُ قَيْصَرُ بَعْدَهٗ وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَسَمَّى الْحَرْبَ خَدْعَةً.

অনুবাদঃ-হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,কিসরা ধবংস হয়েছে এরপর আর কিসরা(জন্ম)হবে না। কায়সার ধবংস হবে। তার পর আর কায়সার(জন্ম)হবে না। এবং যার হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ করে বলছি তোমরা তাদের ধনরাশি আল্লাহর পথে ব্যায় করবে, হুযুর আলাইহিস্ সালাম এই যুদ্ধের নাম দিয়েছেন"ধোকা"। [বুখারী শরীফ আরবী উর্দু,কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্ সিয়ার হাদীস নং ২৭৮,পৃষ্ঠা নং ১৫৩ প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিসরা ও কায়সারের ধবংসের পর দ্বিতীয় কিসরা ও কায়সার হবেনা এবং তাদের ধনসম্পদ বন্টিত হবে তার খবর দিয়েছেন।

হাদীস শরীফ –৩৬

حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبَّادِ ِالْاَزْدِیُّ ثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَتْنِیْ طَلْحَةُ اُمُّ غُرَابٍ عَنْ عُقَیْلَةَ امْرَأَةِ بَنِیْ فَزَارَةَ مَوْلَاةٍ لَّهُمْ عَنْ سُلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّاُخْتِ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّا الْفَزَارِیِّ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ یَتَدَافَعَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ لَایَجِدُوْنَ اِمَامًا یُصَلِّیْ بِهِمْ.

অনুবাদঃ-হযরত সালমা বিনতে হুর রাদ্বীআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: ক্বেয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটা একটা যে, যখন মসজিদের মুসুল্লীগন সকলেই নামাযের জন্য ইমামতি করতে রাজী না হওয়ায় পরিস্থিতি এমন হবে যে,কাউকে ইমামতি করার যোগ্য হিসাবে পাওয়া যাবে না [আবু দাউদ শরীফ আরবী উর্দু কিতাবুস সালাত, বাবু ফীকারাহাতি তাদাফি আনিল ইমাম হাদীস নং ৫৭৮,পৃষ্ঠা নং ২৮৬ প্রকাশনী ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর,পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-বর্তমান সময়ের ব্যাপারেই হুযুর আলাইহিস্ সালাম যে পবিত্র বাণী বর্ণনা করেছেন,তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে,বেশীর ভাগ লোক যারা ইমামতি করেন তারা পেশাদার ইমাম, ইমামতির যোগ্য নয় শুধু ইমামতি টাকে একটা কর্ম বা পেশা মনে করে।

হাদীস শরীফ –৩৭

وَحَدَّثَنَا قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیْدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِیْرَةُ یَعْنِی الْحِزَامِیَّ عَنْ اَبِی الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَیْرُ یَوْمٍ طَلَعَتْ فِیْهِ الشَّمْسُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ فِیْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِیْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِیْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا وَلَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا فِیْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ.

অনুবাদঃ-হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,সূর্য উদিত হওয়ার দিন গুলোর মধ্যে জুমআর দিন সর্বোত্তম। এই দিনেই হযরত আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এই দিনেই জন্নাত থেকে ভূ-পৃষ্ঠে নামামো হয়েছে এবং জুমাআর দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে [মুসলিম শরীফ আরবী উর্দু কিতাবুল জুমআ,হাদীস নং ১৮৭৩,পৃষ্ঠা নং-৬৮৪ প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-উপরের বর্ণিত হাদীস শরীফ থেকে বোঝা যায় যে, হুযুরে আকরম নূরে মোজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে ক্বিয়ামত শুক্রবারের দিনেই সংঘটিত হবে।

হাদীস শরীফ –৩৮

وَحَدَّثَنَا قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیْزِ یَعْنِی ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَیْلٍ عَنْ اَبِیْهِ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلٰی حِرَاءٍ هُوَوَاَبُوْبَكْرٍ وَّعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِیٌّ وَّ طَلْحَةُ وَالزُّبَیْرُ فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اهْدَاْفَمَا عَلَیْكَ اِلَّا نَبِیٌّ اَوْصِدِّیْقٌ اَوْشَهِیْدٌ.

অনুবাদঃ-হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিরা পর্বতের উপর উপস্থিত ছিলেন এবং সঙ্গে হযরত আবু বাকার,হযরত উমার,হযরত উসমান,হযরত আলী,হযরত ত্বালহা এবং হযরত জুবাইর রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ ও উপস্থিত ছিলেন,তখন হিরা পর্বত দুলতে আরম্ভ করলো। তা দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,হে হিরা!

স্থির হয়ে যা,তোর উপর একজন নবী একজন সিদ্দিক ও কতিপয় শহীদ রয়েছে(তখন হিরা স্থির হয়ে গেল)[মুসলিম শরীফ আরবী উর্দু, কিতাবু ফাযায়েলে সাহাবা হাদীস নং-৬১২৩ পৃষ্ঠা নং-৩২৩,প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]

ফায়েদা:-রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুকুম পাহাড়ের উপরেও চলে এবং উপস্থিত ব্যাক্তিদের মধ্যে যারা শহীদ হবেন তাদের খবরটাও দিয়েছেন।

হাদীস শরীফ –৩৯

حَدَّثَنِىْ زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اُسَيْرِبْنِ جَابِرٍ اَنَّ اَهْلَ الْكُوْفَةِ وَفَدُوْا اِلٰى عُمَرَوَفِيْهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِاُوَيْسٍ فَقَالَ عُمَرُ هَلْ هَاهُنَا اَحَدٌ مِّنَ الْقَرَنِيِّيْنَ فَجَآءَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ اِنَّ رَجُلاً يَّاْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ اُوَيْسٌ لَايَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ اُمٍّ لَهُ قَدْ كَانَ بِهٖ بَيَاضٌ فَدَعَا اللّٰهُ فَاَذْهَبَهٗعَنْهُ اِلَّا مَوْضِعَ الدِّيْنَارِ اَوِ الدِّرْهَمِ فَمَنْ لَقِيَهٗ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْلَكُمْ.

অনুবাদ:-হযরত ডসাহবুবনে যুবায়ের রাদ্বাআল্লাহু আনহু থেকে বাণত। তিনি বলেন,কুফার একটি প্রতিনিধি দল হযরত উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহুর কাছে আসে,তাদের মধ্যে এমন একজন ব্যাক্তি ছিলো যে হযরত উয়াইস রাদ্বীআল্লাহু আনহুকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো ।হযরত উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহু জিজ্ঞাসা করলেন,এখানে'করন'এলাকার কোন লোক আছে কি? ঐ লোকটি উঠে আসল। হযরত উমার রাদ্বীআল্লাহু আনহু বললেন; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন! ইয়ামান থেকে উয়াইস নামে এক ব্যাক্তি তোমাদের কাছে আসবে।

ইয়ামানে তার মা ছাড়া তার আর কেউ নেই। গায়ে কুষ্ঠ রোগ থাকবে, আল্লাহ তা'আলার নিকটে দোওয়া করবেন এবং তিনি তার দেহ থেকে কুষ্ঠ রোগ দূর করে দিবেন। কিন্তু একটি দিনার অথবা দিরহাম পরিমান জায়গা আরোগ্য হয়নি। তোমাদের যে কেউ তার সাক্ষাৎ পাবে সে যেন তাকে দিয়ে তোমাদের জন্য ক্ষমার দোওয়া করিয়ে নেয় ।[মুসলিম শরীফ আরবী উর্দু কিতাবুল ফাযায়েলিস সাহাবা হাদীস নং ৬৩৬৫ পৃষ্ঠা ৪০৯ প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]

ফায়েদা:-হযরত উয়াইস করনী রাদ্বীআল্লাহু আনহু* সাচ্চা আশিকে রাসুল ছিলেন কিন্তু প্রকাশ্যে কখনও হুযুর আলাইহিস্ সালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। তার দিলে ইশকে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থাকার জন্য আমার আক্বা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘর পরিবারের ব্যাপারে জানতেন। বোঝাগেল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের গোলামের অবস্থার ব্যাপারে অবগত। চাই সে দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে থাকুক না কেন।

হাদীস শরীফ –৪০

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهٖ قَرِيْنَهٗ مِنَ الْجِنِّ قَالُوْا وَاِيَّاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِيَّاىَ اِلَّا اَنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ فَلَا يَاْمُرُنِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ.

***টীকা:**-হযরত উয়াইস কারানীর নাম উয়াইস ইবনে আমির, উয়াইস ইবনে মাকুল বা উয়াইস ইবনে আমর। তার ডাক নাম ছিল আবু আমর। তিনি সিফফিনের যুদ্ধে শহীদ হন ।তিনি মহানবী আলাইহিস্ সালামের জাহেরী যুগ পেয়েছিলেন কিন্তু সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাননি। তাই তিনি তাবেঈদের অন্তর্ভূক্ত রাদীআল্লাহু আনহু(অনুবাদক)।

অনুবাদঃ-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'য়ালা একটা করে হামযাদ(শয়তান জিন)তার সঙ্গী হিসাবে নিয়োজিত করে দিয়েছেন।* সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন জিজ্ঞাসা করলেন আপনার সাথেও কি আছে ? হুযুর আলাইহিস্ সালাম উত্তরে বললেন আমার সাথেও আছে কিন্তু আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে শক্তি প্রদান করেছেন তাই সেই হামযাদ মুসলমান হয়েগেছে এবং এখন শুধু আমাকে ভালো ছাড়া কখনও খারাপ কাজের পরামর্শ দেয় না [মুসলিম শরীফ আরবী উর্দু,কিতাবুত্ তাওবা,হাদীস নং-৬৯৭৯ পৃষ্ঠা নং-৬১১ প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

হাদীস শরীফ –৪১

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سَلِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ رِيْحاً مِنَ الْيَمَنِ اَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيْرِ فَلَا تَدَعُ اَحَداً فِىْ قَلْبِهٖ قَالَ اَبُوْ عَلْقَمَةَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ اِيْمَانٍ اِلَّا قَبَضَتْهُ.

*বিঃ দ্রোঃ-প্রত্যেক মানুষের সাথে একটা করে শয়তান থাকে যাকে কেউ দেখতে পায়না কিন্তু হুযুর আলাইহিস্ সালাম সেই শয়তান কে দেখতে পান এবং নিজের সাথের শয়তান কে কলমা পড়িয়ে মুসলমান করে নিয়েছেন। সুবহান আল্লাহ্!– অনুবাদক –

অনুবাদঃ-হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ(ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে) ইয়ামান দেশের দিক থেকে এমন মৃদু বায়ু প্রবাহিত করবেন যা হবে রেশমের চেয়েও মূলায়েম,হযরত আবু আলকামার বর্ণনা অনুযায়ী, যার অন্তরে শস্য বীজের পরিমান,আর আব্দুল আযীজের বর্ণনা অনুযায়ী (রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা) যার অন্তরে অনু পরিমান ঈমান থাকবে, এই বায়ু সেই ব্যাক্তিকে ছেড়ে দেবেনা। বরং তাকে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়ে দেবে[মুসলিম শরীফ কিতাবুল ঈমান হাদীস নং ২২০ পৃষ্ঠা নং ১৩৪,আরবী উর্দু প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

আক্বিদাঃ-আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগনকে নিজের গায়েব সম্বন্ধে জানিয়ে দিয়েছেন। জমিন ও আসমানে প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর উপর প্রত্যেক নবী আলাইহিস্ সালামের দৃষ্টি গোচর করে দিয়েছেন, এই ইল্‌মে গায়েব আল্লাহ তা'য়ালার আতায়ী ইলম, অতএব ইলমে গায়েব প্রদানকৃত নবী আলাইহিমুস্ সালামগনের জন্য প্রমান হলো, আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রদানকৃত ইল্‌ম্ অসম্ভব মহান রব্বের কোন সিফাত কোন কামাল কারো দ্বারা প্রদানকৃত নয় বরঞ্চ জাতি ইল্‌ম। যারা আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম বা সাইয়েদুল আম্বিয়া আলাইহিস্ সালামের ব্যাপারে ইলমে গায়েব অস্বীকার করবে তারা ক্বোরআন শরীফের এই সম্মানিত আয়াতের অস্বীকার করে।

افتومنون ببعض الكتٰب وتكفرون ببعض.

অর্থঃ-"ক্বোরআনে আযিমের কিছু কথাকে মানছো এবং কিছুকে অস্বীকার করছো" ঐ আয়াতকে অস্বীকার করছো যে আয়াত গুলিতে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমে গায়েবের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব সদর্থক নঞর্থক দুধরনের আয়াতই হক্ব।

যেখানে নঞর্থক করা হয়েছে গায়েবের ব্যাপারে সেটা জাতি ইলমের ব্যাপারে বলা হয়েছে, এবং যেখানে সদর্থক করা হয়েছে যে সব আয়াতে সে গুলিতে আতায়ী ইলমে গায়েবের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এবং আতায়ী ইলম হচ্ছে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের শান এবং ইহা অলুহিয়াতের(আল্লাহর বরাবরের)বিপরীত অর্থাৎ আতায়ী ইলম থাকলে কেহ আল্লাহর সমকক্ষ হতে পারে না কারণ আতায়ী ইলম হলো আল্লাহর দেওয়া ইলম। এতএব এই ধরনের কথা বলা যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকটি বস্তুর জ্ঞান রাখেন আল্লাহর দেওয়া ব্যাতীত,তাহলে খালেক মাখলুক এর মধ্যে সমকক্ষতা চলে আসবে এটা বলা বাতিল,কারণ আল্লাহর ইলম হলো যাতী ইলম এবং রাসুলুল্লাহর (আলাইহিস্ সালাম)ইলম হলো আতায়ী ইলম।

হাদীস শরীফ –৪২

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ ثَنَاحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ وَقَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ.

অনুবাদঃ-হযরত আনাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, "ক্বিয়ামত সংঘটিত হবেনা যতক্ষন পর্যন্ত লোকেরা মসজিদে পরস্পরের মধ্যে গর্ব না করবে(নির্মান ও কারুকার্য নিয়ে)[আবুদাউদ আরবী উর্দু, প্রথম খন্ড কিতাবুস স্বালাত,বাবু ফি বেনায়িল মাসজিদ হাদীস নং ৪৪৬, পৃষ্ঠা নং ২১২,প্রকাশনী ফরিদ বুক লাহোর পাকিস্থান]।

হাদীস শরীফ –৪৩

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُنَا بِشْرٌ عَنْ خَالِدِبْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَآءَ قَالَتْ جَآءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَىَّ صُبَيْحَةَ بُنِىَ بِىْ فَجَلَسَ عَلٰى فِرَاشِىْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّىْ فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِدُفٍّ لَهُنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِىْ يَوْمَ بَدْرٍ اِلٰى اَنْ قَالَتْ اِحْدٰهُنَّ وَفِيْنَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَافِىْ غَدٍ فَقَالَ دَعِىْ هٰذَا وَقُوْلِىْ الَّذِىْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ.

অনুবাদ

হযরত রুবাই বিনতে মুয়ায বিন আফ্রা রাদ্বীআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমার বিবাহের পরের দিন সকালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে তাশরীফ আনলেন এবং আমার বিছানায় বসলেন যেখানে তুমি বসে আছো, কয়েক জন মেয়ে নিজেদের দফ বাজিয়ে নিজেদের পূর্ব পুরুষদের বড়াই(স্তুতি)করছিলো যারা বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে,এই পর্যন্ত যে তাদের মধ্যে একজন বলে ফেললেন যে,"আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন যিনি আগামী কালের(ভবিষ্যতের)খবর জানেন"তখন হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন এই কথাটা ছাড়ো এবং ঐ কথা গুলিই বলো যে গুলি তোমরা প্রথমে বর্ণনা করছিলে [আবুদাউদ আরবী উর্দু তৃতীয় খন্ড কিতাবুল আদাব হাদীস নং ১৪৯১ পৃষ্ঠা ৫৪৩ প্রকাশনী ফরিদ বুক ডিপো লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদা:-

মদীনা শরীফের মেয়েরা দফ বাজিয়ে যারা বদরের যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন তাদের জন্য মরসিয়া পড়ছিলেন অবশ্য সেই মরসিয়া কোন সাহাবায়ে রাসুল আলাইহিস সালামের লিখিত হবে। একটি মেয়ে বলে উঠল"ফীনা নাবিয়ুল ইয়ালামু মা ফি গাদিন"অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন যিনি ভবিষ্যতের খবর বলতে পারেন বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবহিত। বোঝা গেল সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগনের অক্বিদা ছিল যে হুযুর আলাইহিস্ সালাাম গুয়ুবে খামসিয়া (পাঁচটি বিষয়ে ইলম) সম্পর্কে অবহিত আছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েটির ঐ ছন্দটি শুনে মওলুবি ইসমাঈল দেহলবীর(ওফাত ১২৪৬ হি/১৯৩১সাল) মত বললেন না যে, অ্যায়! মেয়ে তুমি শির্ক এবং কুফরি করেছো,তুমি মুশরিকা হয়ে গেছো এবং যে সাহাবী রাদ্বীআল্লাহু আনহু এই ছন্দটি লিখেছেন তিনিও মুশরিক হয়ে গেছেন। এবং তার জন্য নতুন ভাবে ইমান আনতে হবে পূনরায় নিজের বিবিকে বিবাহ করতে হবে এবং খবরদার এই রকম শির্ক ও কুফরী কালাম মুখে উচ্চারণ করবে না। কিন্তু রাসুলুল্লাহ আলাইহিস্ সালাম শুধু বললেন, বাস। এই কথাটি ছেড়ে দাও, যা তোমরা প্রথমে বলছিলে সেটাই বলো অর্থাৎ (ভবিষ্যতের খবর দেওয়া) ইহাতে আক্বায়েদের ব্যাপার আছে, কিছু কম বেশী বলা হয়ে যেতে পারে এবং লোকেদের মধ্যে ভুল বোঝাবোঝি হতে পারে। অতএব এই সুক্ষ্য ব্যাপারটার বিষয়ে ছেড়ে বদরের যুদ্ধের শহিদগণের জন্য মরসিয়া পড়ো। উদ্দেশ্য ছিলো এটাই যে,আমার সামনে আমার প্রশংসা করো না বরঞ্চ যারা আমার (আলাইহিস্ সালাম) জন্য বা আমার (আলাইহিস্ সালাম)মহব্বতে ইসলামকে বাঁচানোর জন্য শহীদ হয়েছেন তাদের প্রশংসা করো এবং তাদের প্রশংসা হলো আমার (আলাইহিস্ সালাম)প্রশংসা।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দৃষ্টি মুবারক

হাদীস শরীফ –৪৪

حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ نَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلَامٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ سَلَامٍ اَنَّهٗ سَمِعَ اَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِى السَّلُوْلِىُّ اَبُوْ كَشْبَةَ اَنَّهٗ حَدَّثَهٗ سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ اَنَّهُمْ سَارُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَاَطْنَبُوا السَّيْرَ حَتّٰى كَانَ عَشِيَّةً فَحَضَرْتُ صَلٰوةَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ رَجُلٌ فَارِسٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى انْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ حَتّٰى طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَ كَذَافَاِذَا اَنَا بِهَوَازِنَ عَلٰى بَكْرَةِ اَبَائِهِمْ بِظُعُنِهِمْ وَنَعَمِهِمْ وَشَائِهِمْ اجْتَمَعُوْا اِلٰى حُنَيْنٍ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تِلْكَ غَنِيْمَةُ الْمُسْلِمِيْنَ غَداً اِنْ شَآءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ قَالَ اَنَسُ ابْنُ اَبِىْ مَرْثَدٍ نِ الْغَنَوِىُّ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ فَارْكَبْ فَرَكِبَ فَرَساً لَهٗ وَجَآءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبِلْ هٰذَا الشِّعْبَ حَتّٰى تَكُوْنَ فِىْ اَعْلَاهُ وَلَاتُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى مُصَلَّاهُ فَرَكَعَ

رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَلْ اَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَااَحْسَسْنَا فَثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ وَهُوَ يَتَلَفَّتُ اِلَى الشِّعْبِ حَتّٰى اِذَا قَضٰى صَلٰوتَهٗ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبْشِرُوْا فَقَدْ جَآءَ كُمْ فَارِسُكُمْ فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ اِلٰى خِلَالِ الشَّجَرِ فِى الشِّعْبِ فَاِذَا هُوَ قَدْجَآءَ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ اِنِّىْ انْطَلَقْتُ حَتّٰى كُنْتُ فِىْ اَعْلٰى هٰذَا الشِّعْبِ حَيْثُ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اطَّلَعْتُ الشِّعْبَيْنِ كِلَيْهِمَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ اَرَاَحَداً فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ قَالَ لَااِلَّا مُصَلِّيًا اَوْقَاضِيًا حَاجَةً فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَوْجَبْتَ فَلَا عَلَيْكَ اَنْ لَاتَعْمَلَ بَعْدَهَا.

অনুবাদঃ-হযরত সাহিল ইবনে হানযালিয়া রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে,তারা হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সফরে ছিলেন। অনেক রাস্তা চলার পর সন্ধ্যাকালে মাগরিবের নামাযের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন নামায পড়ার জন্য। তখন একজন ইরানি সৈনিক এসে আরয করলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনাদের নিকট থেকে আলাদা হয়ে ঐ সকল পাহাড়ের উপর আরোহন করে দেখতে পেলাম যে, হাওয়াজিন গোত্রের স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাদের উট,বকরী সবকিছু নিয়ে হুনাইনে একত্রিত হয়েছে।

তা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসি দিয়ে বললেন,ঐ সকল বস্তু ইন্‌শাআল্লাহ্ আগামীকাল মুসলমানদের গনীমতের সামগ্রীতে পরিণত হবে। এর পর হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন আজ রাতে আমাদের কে? পাহারা দিবে ? হযরত আনাস ইবনে আবু মারসাদ আল-গানাবী রাদ্বীআল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন,ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি পাহারা দেবো,হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন তবে তুমি ঘোড়ায় আরোহন করো,তখন হযরত গানাবী রাদ্বী আল্লাহু আনহু তার একটি ঘোড়ায় চেপে হুযুর আলাইহিস্ সালামের নিকটে উপস্থিত হলেন। তখন হুযুর আলাইহিস্ সালাম তাকে উদ্দেশ্য করে নির্দেশ দিলেন যাও, এদুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকার দিকে রাওয়ানা হয়ে তার চূড়ায় পৌঁছে পাহারারত থাকো। আমরা যেন তোমার আসার আগে আজ রাতে ধোকায় না পড়ি। ভোরবেলায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নামাযের স্থানে গিয়ে ফযরের দু'রাকায়াত (সুন্নাত)নামায আদায় করলেন তারপর জিজ্ঞাসা করলেন,তোমরা তোমাদের পাহারাদার অশ্বারোহী সৈনিকের সন্ধান পেয়েছো কি? সকলে উত্তর দিলো ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি পাহারারত আছেন বলে মনে হয় কিন্তু দেখতে পাইনি। এরপর ফযরের নামাযের ইক্বামত হলো হুযুর আলাইহিস সালাম নামায পড়তে আরম্ভ করলেন এঅবস্থায় উপত্যকার দিকে লক্ষ করতে করতে নামায শেষ করলেন সালাম ফিরে। এরপর হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন তোমরা সকলে সুসংবাদ নাও যে,তোমাদের পাহারাদার সৈনিক তোমাদের নিকট এসে পড়েছেন। আমরা উপত্যকায় গাছের ফাঁকে দেখতে পেলাম যে, তিনি সত্যই এসে পড়েছেন। এমনকি তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম করলেন এবং বললেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেভাবে আমি ঐ উপত্যকার শেষ মাথায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম,

এবং সকাল হওয়ার পর আমি উভয় পাহাড়ের উপত্যকা দুটির উপরে উঠে দৃষ্টিপাত করলাম,কোন শত্রু কেই দেখতে পেলাম না। তা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সারারাত কখনও কি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমেছিলে ? তিনি উত্তর দিলেন, না, নামায পড়ার জন্য অথবা পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন ছাড়া কখনও ঘোড়ার পিঠ হতে নামিনি। তা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল।এরপর যদি তুমি কোন আমল না করো তবু কোন ক্ষতি হবেনা।(অর্থাৎ সারারাত জাগ্রত থেকে পাহারারত থাকার মত বৃহৎ নেক কাজটি তোমার জান্নাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট)[আবুদাউদ আরবী উর্দু দ্বিতীয় খন্ড কিতাবুল জিহাদ হাদীস নং-৭২৯,পৃষ্ঠা নং-২৭৬ প্রকাশনী ফরিদ বুক লাহোর পাকিস্থন]।

ফায়েদা:-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের মধ্যে উপত্যকার দিকে দৃষ্টি পাত করে ঘাঁটি গুলিকে দেখে নেওয়া যে হযরত আনাস বিন আবু মারসাদ আসছে কি না। ইহা হুযুর আলাইহিস্ সালামের খুসুসিয়াতের মধ্যে গন্য। যা অন্য কাহারোর জন্য দলিল নয় যে তারা নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক দেখে নিবে বরঞ্চ অন্য লোকের জন্য নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক দেখাকে নামাযে চুরি করা বলা হয়েছে। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক দেখা, জান্নাত জাহান্নামকে দেখা, জান্নাতের ফলকে তোলার জন্য বার বার হাত ওঠানোতেও হুযুর আলাইহিস্ সালামের আল্লাহর দিক থেকে অন্যদিকে দৃষ্টি হত না। অন্য কেউ এরকম হতে পারে না তাই অন্য কাহারোর জন্য এটা অনুমতি নেই যে হুযুর আলাইহিস্ সালামের নামাযে খুশু ও খুযু সম্পর্কে কোন রূপ মন্তব্য করবে। কিবলা পরিবর্তনের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামের আসার অপেক্ষায় নামাযরত অবস্থায় বার বার আসমানের দিকে তাকানো যাহা কোরআনে করীমে এই ভাবে এসেছে।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ

অনুবাদ;- আমি লক্ষ করেছি বারবার আপনার আসমানের দিকে তাকানো(কোরআন)

বোঝাগেল যে এই বিশেষ মর্যদা শুধু হুযুর আলাইহিস সালামের খাসায়েসের মধ্যে গন্য। যাহা অন্য করো জন্য দলিল নয়। ওয়াল্লাহু তা'আলা আলাম।

হাদীস শরীফ-৪৫

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ قَالاَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضَ مَرَضاً اُشْفِىْ فِيْهِ فَعَادَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ مَالاً كَثِيْراً وَلَيْسَ يَرِثُنِىْ اِلاَّ ابْنَتِىْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَبِالشَّطْرِ قَالَ لاَ قَالَ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَآءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً اِلاَّ اُجِرْتَ فِيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةِ تَدْفَعُهَا اِلٰى فِىْ امْرَاَتِكَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَخَلَّفُ عَنْ هَجْرَتِىْ قَالَ اِنَّكَ اِنْ تَخْلُفَ بَعْدِىْ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً تُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ لاَ تَزْدَادُ بِهٖ اِلاَّ رِفْعَةً وَدَرَجَةً لَعَلَّكَ اِنْ تَخَلَّفُ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيَضَرَّبَكَ اٰخَرُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لِاَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَتَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَآئِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِىْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.

অনুবাদঃ-হযরত আমির বিন সা'দ রাদ্বীআল্লাহু আনহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন(সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু) আমি একবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি এবং সুস্থ হলে হুযুর আলাইহিস সালাম আমাকে দেখতে আসেন। সে সময় আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার অনেক ধনসম্পদ আছে কিন্তু একটি কন্য ব্যাতিত আমার আর কোন উত্তর অধিকারী নেই। কাজেই আমি কি আমার সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ সাদকা করতে পারি? তখন তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,না। তখন তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন আমি কি অর্ধেক সম্পদ সাদকা করতে পারি? তখন হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন, না। পূনরায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন,তিন ভাগের এক ভাগ কি সাদকা করতে পারি? উত্তরে হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন,হ্যাঁ। তিনভাগের একভাগ দান করতে পারো এবং স্বাদকার জন্য এক-তৃতীয়াংশই যথেষ্ট। অবশ্য তোমার জন্য তোমার উত্তরাধিকারীদের মালদার অবস্থায় পরিত্যাগ করা উত্তম হবে তাদের গরীবিহালে কাঙাল করে রেখে যাওয়ার চাইতে,যার ফলে তারা লোকের দুয়ারে ভিক্ষা প্রার্থনা করতে থাকবে। আর যে মাল(তুমি তোমার পরিবারের জন্য) খরচ করছো,তুমি অবশ্যই তার সাওয়াব পাবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে গ্রাস তুলে দাও তারও সাওয়াব তুমি পাবে। আমি বললাম ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি কি আমার হিজরতের সাওয়াব থেকে পিছনে পড়ে থাকব? হুযুর আলাইহিস সালাম বললেন আমার হিযরতের পর যদি তুমি (মক্কায়) থেকেই যাও এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নেক আমল করতে থাকো,তবে এতেও তোমার মর্তবা বুলান্দ হবে এবং কিছু লোকের ক্ষতি হবে। অত:পর তিনি(আলাইহিস সালাম)এরুপ দোওয়া করেন,অ্যায় আল্লাহ! আমার সাথীদের হিজরত পূর্ণ করে দিন এবং তাদেরকে পিছনের দিকে ফিরাবেন না।

কিন্তু ক্ষতি গ্রস্ত হলেন সাঈদ ইবনে খাওলা রাদ্বীআল্লাহু আনহু যার জন্য হুযুর আলাইহিস সালাম দু:খ প্রকাশ করতেন কেননা তিনি মক্কাতে ইনতিকাল করেন [আবুদাউদ আরবী উর্দু দ্বিতীয় খন্ড কিতাবুল ওসায়া হাদীস নং ১০৯০ পৃষ্ঠা নং-৪১৪ প্রকাশনী লাহোর, প্রাকিস্থান]।

ফায়েদা:-যখন আট হিজরীতে মক্কা শরীফ বিজয় হলো তখন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি ,মনে মনে চিন্তা করলেন হিজরত করার পরেও হয়তো আমি মদিনাতুল মানাওওয়ারা যেতে পারবো না, আর হযরত সাঈদ বিন খাওলা রাদ্বীআল্লাহু আনহুর মতো মক্কা শরীফে দাফন হতে হবে। হুযুর আলাইহিস সালামের সুসংবাদ সরুপ সে বহুদিন ধরে জীবিত থাকলেন। যদিও তার ইন্তেকালের বছর নিয়ে মতোবিরোধ আছে কিন্তু গায়ের মুকাল্লিদ মওলুবি ওয়াহিদুজ জামান খান লিখেছে"এবং ৩৫হিজরীতে সা'দ রাদ্বীআল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল হয়েছিলো,তাহলে উক্ত অসুখের পর হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু ৪৫ বছর পর্যন্ত প্রকাশ্য ভাবে জীবিত ছিলেন।

আমার মাথায় ওয়াহিদুজ্ জামানের হিসাব আসেনা কেননা আট হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু অসুস্থ হয়েছিলেন ওয়াহিদুজ জামানের মতে ৩৫হিজরীতে ইন্তেকাল হয়েছিল তাহলে ঐ অসুস্থতার পর কিভাবে ৪৫ বছর জীবিত ছিলেন।

হাদীস শরীফ-৪৬

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَاَبُوْ كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالِىْ

اَرَاكُمْ رَافِعِىْ اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ اِسْكُنُوْا فِى الصَّلٰوةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَاٰنَا حِلَقًا فَقَالَ مَالِىْ اَرَاكُمْ عِزِيْنَ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ الَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلٰئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْاُوَلَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ.

অনুবাদঃ-হযরত জাবির বিন সামুরা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আগমন করলেন। তিনি(আলাইহিস্ সালাম)বলেন,আমি তোমাদের দেখি যে দুষ্ট ঘোড়ার মত হাত ওঠাও। ধীর স্থীর ভাবে নামায পড়ো, নড়াচড়া করো না। রাবী বলেন,তিনি(আলাইহিস্ সালাম)আরেকদিন বের হয়ে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দল করে বসতে দেখে বললেন,আমি তোমাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন দেখছি কেন? রাবী বলেন তিনি (আলাইহিস্ সালাম) পূনরায় বের হয়ে এলেন এবং বললেন,ফারিস্তারা যেভাবে তাদের প্রতি পালকের সামনে কাতার বেঁধে দাঁড়ায় তোমরা কি সেভাবে কাতার বাঁধবে না? আমরা বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ফারিস্তারা তার রব্বের সামনে কিভাবে কাতর বাধেন? তিনি (আলাইহিস সালাম) বললেন, তারা প্রথম কাতার(আগে) পূর্ণ করে এবং পরস্পরের সাথে মিলে দাঁড়ায় [মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড কিতাবুস স্বালাত হাদীস নং ৮৭১ পৃষ্ঠা নং ৩৫৯ প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-

রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র দৃষ্টি মোবারকের নূরদ্বারা নূরানী ফারিস্তারা কিভাবে আল্লাহর দরবারে'সফ'বেঁধে দাড়িয়ে থাকেন সেটাও তিনি দেখতে পান। সুব্হান আল্লাহ্!

হাদীস শরীফ-৪৭

حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ اَنْبَانَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى اَنْبَانَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُوَرِّقِ الْعَجَلِيِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ اَرٰى مَالَاتَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَالَاتَسْمَعُوْنَ اِنَّ السَّمَآءَ اَطَّتْ وَحُقَّ لَهَا اَنْ تَئِطَّ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ اِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهٗ سَاجِدًا لِلّٰهِ وَاللّٰهِ لَوْتَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَمَاتَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَآءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ اِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْاَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَوَدِدْتُ اِنِّىْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ.

অনুবাদঃ-হযরত আবু যার রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণি। তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,আমি যা দেখি তোমরা তা দেখতে পাও না এবং আমি যা শুনি তোমরা তা শুনতে পাও না। নিশ্চয়ই আসমান চড়চড় শব্দ করছে। আর তা চড়চড় করবেই তো। কেন না তাতে চার আঙুলের পরিমান স্থান ও অবশিষ্ঠ নেই, যেখানে একজন ফারিশ্তা এই রকম নেই যে যার মাথা সিজদার মধ্যে না আছে। আল্লাহর কসম,যদি তোমরা ঐ কথাগুলি জেনে নাও যা আমি জানি তাহলে তোমরা খুবই কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে এবং তোমরা নিজেদের স্ত্রীর সাথে সম্ভোগে মজা পেতে না। আর অবশ্যই তোমরা চীৎকার করে আল্লাহর কাছে দোওয়া করতে করতে জঙ্গলে চলে যেতে এবং বলতে থাকতে। আল্লাহর শপথ! আমার ঐকান্তিক বাসনা যদি; আমি একটি গাছ হতাম,আর তা কেটে ফেলা হত [ইবনে মাযা আরবী উর্দু দ্বিতীয় খন্ড বাবুল হুযনে ওয়া বুকা হাদীস নং ১৯৯৩ পৃষ্ঠা নং ৫৫৭ প্রকাশনী ফরিদ বুক লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদা:-এই হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হলো যে,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কথা শুনতে পান,আমরা তাহা শুনতে সমর্থ নয় এবং যাহা রাসুলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেন আমরা তাহা দেখতে সমর্থ নয়।

হুযুর আলাইহিস্ সালাম যে চক্ষু মুবারকের দ্বারা আমাদেরকে দেখেন, সেই মুবারক চোখের দ্বারা ফারিশ্তাদেরকেও দেখতে পান। আর যে কান মুবারকের দ্বারা সাধারণ কথা শুনতে পান,ঐ মুবারক কানের দ্বারা আসমানের কড়কড় বা(চড়চড়)শব্দ যাহা ফারিস্তাদের সিজদার জন্য হয়,এবং গায়েবী আওয়াজ ও শুনতে পান।

হাদীস শরীফ–৪৮

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَحَادِيْثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ وَتَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ وَّدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ.

অনুবাদ:-হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ক্বিয়ামত ঐ সময় পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতক্ষন পর্যন্ত দুটি বড় দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে, তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক হত্যা হবে, এবং তাদের দুজনের দাওয়া (উদ্দেশ্য,শর্ত)একই হবে [মুসলিম শরীফ আরবী উর্দু কিতাবুল ফিতান হাদীস নং-৭১২৬,পৃষ্ঠা নং-৬৫৪,প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

হাদীস শরীফ–৪৯

حَدَّثَنَا اَبُوْ الرَّبِيْعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِبْنِ زَيْدٍ وَّ اللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ زَوٰى لِىَ الْاَرْضَ فَرَاَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَاِنَّ اُمَّتِىْ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَازُوِىَ لِىْ مِنْهَا وَاُعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْاَحْمَرَ وَالْاَبْيَضَ وَاِنِّىْ سَاَلْتُ رَبِّىْ لِاُمَّتِىْ اَنْ لَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍعَامَّةٍ وَلَايُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ سِوٰى اَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحُ بَيْضَتَهُمْ وَاِنَّ رَبِّىْ قَالَ يَامُحَمَّدُ اِنِّىْ اِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَاِنَّهُ لَايُرَادُّ وَاِنِّىْ اَعْطَيْتُكَ لِاُمَّتِكَ اَنْ لَّا اُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَلَااُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّ مِّنْ سِوٰى اَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيْحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِاجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِاَقْطَارِهَا اَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ اَقْطَارِهَا حَتّٰى يَكُوْنَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَّ يَسْبِىْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

অনুবাদ:-হযরত ছওবান রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক আমার জন্য জমিনকে সংকীর্ণ করে দিলেন এবং আমি মাশরিক ও মাগরিবের সমস্ত অংশকে (গোটা পৃথিবীকে) অবলোকন করে নিলাম, আমার জন্য যতটা জমিনকে সংকীর্ণ করা হয়েছিল আমার উম্মতের হুকুমত(রাজত্ব)ঐখান পর্যন্ত হবে। আমাকে লাল এবং সাদা দুটি খাযানা দেওয়া হলো।

আমি আমার রব্বের নিকট এই দু'য়া করলাম যে,আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষের দ্বারা যেন ধ্বংশ না করেন, তাদের উপর তাদের গোত্র ছাড়া (বাইরের)অন্য কোন শত্রু যেন হামলা তাদেরকে ধ্বংস করে না করতে পারে। আমার পরওয়ারদেগার বললেন অ্যায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,আমি যখন কোন ফায়সালা করে থাকি তখন সেটা পুরা হয়। আমি আপনার উম্মতের জন্য আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে,দুর্ভিক্ষের দ্বারা আপনার উম্মত কে ধ্বংস করবো না,অন্য কোন দুশমনের দ্বারা তাদের ধ্বংস করবো না,যদিও আপনার উম্মতের জন্য সারা জাহানের সমস্ত লোক একত্রিত হয়, তাদের ধ্বংস করতে পারবে না, কিন্তু নিজের মধ্যে একে অপরকে ধ্বংস এবং বন্দী বানাবে [মুসলিম শরীফ আরবী উর্দু তৃতীয় খন্ড কিতাবুল ফিতান ও ক্বিয়ামতের শর্ত সমূহ হাদীস নং-৭১২৮,পৃষ্ঠা নং-৬৫৪,প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

হাদীস শরীফ–৫০

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ اِنَّهُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَنَازَةُ سَعْدِبْنِ مُعَاذِبْيْنَ اَيْدِيْهِمْ اهْتَزَّلَهَا عَرْشُ الرَّحْمٰنِ.

অনুবাদঃ- হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায রাদ্বীআল্লাহু আনহুর জানাযা যখন লোকেদের সামনে রাখা হলো তখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তার(রুহের আগমনে)আল্লাহর আরশ তরঙ্গায়িত(খুশীতে কাঁপছে) হচ্ছে [মুসলিম শরীফ আরবী উর্দূ কিতাবুল ফাযায়েলে সাহাবা হাদীস নং-৬২২১,পৃষ্ঠা নং-৩৫৫,প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র দৃষ্টির দ্বারা হযরত সা'দ রাদ্বীআল্লাহু আনহুর রুহের ব্যাপারে বলেছেন যে,আমি দুনিয়া থেকে দাড়িয়ে আল্লাহর আরশ তার রুহ নিয়ে মহব্বত ও আক্বিদাতে খুশি মানাচ্ছে সেটাও আমি বুঝতে পারছি।

হাদীস শরীফ–৫১

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِبْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَآءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيْلاً نَحْوًا مِّنْ قِرَآئَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعاً طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيْلاً وَّهُوَدُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعاً طَوِيْلاً وَّ هُوَدُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيْلاً وَّهُوَدُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعاً طَوِيْلاً وَّهُوَدُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيْلاً وَّهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعاً طَوِيْلاً وَّهُوَدُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَايَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلَا لِحَيَاتِهِ فَاِذَا اَرَايْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِىْ مَقَامِكَ ثُمَّ رَاَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُوْدًا وَّلَوْاَصَبْتُهُ لَاَكَلْتُمْ مِّنْهُ

مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا وَاُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَمَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ اَفْظَعَ وَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَآءَ قَالُوْا بِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيْلَ اَيَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَ يَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدٰهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَاَتْ مِنْكَ شَيْئاً قَالَتْ مَارَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

অনুবাদঃ-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে সূর্য গ্রহন হলো,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন নামায পড়লেন,তিনি(আলাইহিস্ সালাম)নামাযে সূরা বাক্বারা পড়তে যে সময় লাগে সেই পরিমান সময় কিয়াম(দাঁড়ালেন) করলেন। তার পর লম্বা রুকু করলেন। আবার রুকু থেকে মাথা মুবারক উঠিয়ে লম্বা ক্বিয়াম করলেন যাহা পূর্বে ক্বেয়ামের চেয়ে সামান্য কম ছিল। তারপর লম্বা ধরনের রুকু করলেন যাহা পূর্বের তুলনায় কিছুটা কম ছিল। তার পর হুযুর আলাইহিস্ সালাম সিজদা করলেন এবং নামায শেষ করলেন। ততক্ষন সূর্য গ্রহণও ছেড়ে গেলো। এরপর হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন, নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। কাহারো মরা বাঁচার জন্য গ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা গ্রহন দেখলেই আল্লাহকে স্মরণ করবে। সাহাবা রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন জিজ্ঞাসা করলেন,ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা দেখলাম যে, আপনি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে কি যেন হাতে নিলেন এবং পরক্ষনেই পিছনে সরে আসলেন। হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন আমি জান্নাতকে দেখলাম এবং একথোকা আঙুরের দিকে হাত বাড়িয়ে ছিলাম। আমি তা নিয়ে এলে তোমরা তা অবশ্যই ক্বিয়ামত পর্যন্ত খেতে পারতে,এর পরক্ষনেই আমি জাহান্নামকে দেখলাম আর আমি সেখানে আজ যে ভয়ানক দৃশ্য দেখলাম তাহা আর কখনও দেখিনি।

আমি দেখলাম জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীই নারী। সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন তখন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তার কারণ কি? তিনি(আলাইহিস্ সালাম)বললেন তার কারণ কুফ্‌রী। পূনরায় জিজ্ঞাসা করলেন তারা কি আল্লাহর সাথে কুফ্‌রী করে? উত্তরে হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন,তারা স্বামীর সাথে কুফরী করে উপকারকে অস্বীকার করে। তোমাদের কেউ যদি তাদের কারও প্রতি সারা জীবন ও উত্তমাচরণ করে অত:পর সে তোমার মধ্যে ঘটনাক্রমে সামান্য ত্রুটিও দেখে তবে সাথে সাথেই সে বলে ফেলবে তোমার নিকট সারা জীবন একটি ভালো ব্যবহার ও পেলাম না [বুখারী শরীফ আরবী উর্দু প্রথম খন্ড কিতাবুল কুসুফ হাদীস নং ৯৯০ পৃষ্ঠা নং ৪৪২,প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-রাসুলে আকরম নূরে মোজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের দর্শন করলেন,পবিত্র হাত মুবারক জান্নাতের আঙুরের থোকায় পৌছে গেল। বোঝাগেল কোটি কোটি মাইল দূরে হুযুর আলাইহিস্ সালাম নিজের হাত মুবারক পাঠাতে পারেন। মদীনা শরীফ থেকে এই বিশ্বের মধ্যে উপস্থিত গোলামের নিকটে কেন তার পবিত্র হাত মুবারকের দ্বারা মাদাদ করতে পারবেন না।

হাদীস শরীফ–৫২

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوٗدَ الْعَتَكِيُّ نَاحَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ اُخْتُ اُمِّ سُلَيْمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِنْدَهُمْ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَااَضْحَكَكَ قَالَ رَاَيْتُ قَوْماً مِمَّنْ يَرْكَبُ ظَهْرَ هٰذَا الْبَحْرِ كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ فَاِنَّكَ مِنْهُمْ قَالَتْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَااَضْحَكَكَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهٖ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ قَالَ فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَغَزَافِى الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهٗ فَلَمَّا رَجَعَ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا فَمَاتَتْ.

অনুবাদঃ-হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,হযরত উম্মে সুলইমের ভগ্নি উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাদ্বীআল্লাহু আনহুমা (আমার খালা) আমার নিকটে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বড়িতে নিদ্রা গিয়েছিলেন। তার পর হাসতে হাসতে নিদ্রা হতে জাগ্রত হলেন। তিনি বলেন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কারণে আপনি হাসছেন? বললেন আমি কিছু লোককে দেখলাম সমুদ্র পৃষ্ঠে নৌযানে অরোহন করেছে, যেমন রাজা বাদশাহগন সিংহাসনে আরোহন করেন তিনি বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য দু'য়া করুন যাতে আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি। হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন নিশ্চয়ই তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হবে। তিনি বললেন এরূপ বলার পর পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লেন। আবার হুযুর আলাইহিস্ সালাম হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। আবারও আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কারণে আপনি হাসছেন। উত্তরে হুযুর আলাইহিস্ সালাম পূর্বের মতো একই কথা ব্যাক্ত করলেন। তিনি বলেন আমি আবার আরয করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জন্য দু'য়া করুন যাতে আল্লাহ আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করেন।

হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন, তুমি প্রথম সারিতে থাকবে। হযরত আনাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু বলেন হযরত উবাদা বিন সামিত রাদ্বীআল্লাহু আনহুর সাথে তার বিবাহ হয়েছিল। তিনি নৌবাহিনীতে যোগদান করে সমুদ্র যাত্রা করার সময় তাঁকে ও সঙ্গে নিলেন। যুদ্ধ শেষে যখন হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাদ্বীআল্লাহু আনহার জন্য একটা খচ্চর আনা হলো,তার পিঠে চড়তেই খচ্চরটি তাঁকে ফেলে দিল,ফলে তার ঘাড় ভেঙে গেলো,এবং তার জন্যই ইন্তেকাল করলেন [আবুদাউদ আরবী উর্দু দ্বিতীয় খন্ড কিতাবুল জিহাদ হাদীস নং ৭১৮, পৃষ্ঠা নং ২৭১ ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মতের সমুদ্রের মুজাহিদদেরকে স্বপ্নে দেখলেন এবং বললেন,তখন হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রাদ্বীআল্লাহু আনহা আরয করলেন, আপনি আল্লাহর নিকট দোওয়া করুন যাতে আল্লাহ্ পাক আমাকে তাদের মধ্যে শামিল করেন। হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন ঠিক আছে এখুনি আমি দোওয়া করছি এবং খুব তাড়াতাড়িতেই বললেন তুমি ঐ দলের মধ্যে শামিল থাকবে, সুব্হান আল্লাহ! এটা হুযুর আলাইহিস্ সালামের বিশেষ মর্যদা, যার দ্বারা আল্লাহ পাক নিজের খাস মেহের বানীর দ্বারা নিজের মেহেবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খলিফায়ে আযম বানিয়েছেন এবং নিজের রাজত্বে প্রতিনিধী মনোনীত করেছেন।

হাদীস শরীফ-৫৩

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّهَنَّادُبْنُ السَّرِىِّ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُّحَدِّثُ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَايُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّاهٰذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا

بِعَسِيْبٍ رَّطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلٰى هٰذَا وَاحِدًا وَّعَلٰى هٰذَا وَاحِدًا وَّقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا قَالَ هَنَّادٌ يَسْتُرُ مَكَانَ يَسْتَنْزِهُ.

অনুবাদঃ-হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি কবরের পাশ দিয়ে গমনকালে বললেন,নিশ্চয় এই দুই ব্যাক্তিকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এদের শাস্তি কোন বড় ধরনের অন্যায়ের জন্য নয়। অত:পর হুযুর আলাইহিস্ সালাম একটি কবরের প্রতি ইশারা করে বললেন এই ব্যাক্তিকে পেশাব হতে সঠিক ভাবে পবিত্রতা অর্জন না করার কারণে এবং(দ্বিতীয় ব্যাক্তির কবরের প্রতি ইশারা করে বললেন)এই ব্যাক্তিকে পর নিন্দা করে বেড়ানোর জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে। অত:পর হুযুর আলাইহিস্ সালাম একটি কাঁচা খেজুরের ডাল সংগ্রহ করে তা দুই ভাগে বিভক্ত করলেন এবং দুইটি কবরের উপর স্থাপন করলেন এবং বললেন যতক্ষন পর্যন্ত না এই দুইটি ডালের অংশ শুকাবে,ততক্ষন পর্যন্ত এদের আযাব কম হবে। হযরত হান্নাদ রাদ্বীআল্লাহু আনহু 'ইয়াসতানযিহ্'[১] শব্দের পরিবর্তে 'ইয়াসতাতিরো'শব্দের ব্যাপারে মত প্রকাশ করেন [আবুদাউদ আরবী উর্দু কিতাবুত ত্বাহারাত হাদীস নং-২০ পৃষ্ঠা নং-৬৮,প্রকাশনী ফরিদ বুক লাহোর পাকিস্তান]

ফায়েদাঃ-এই হাদীস শরীফের দ্বারা দুটি বিষয়ে জানা গেল যে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দৃষ্টি মুবারক যমিনের ভিতরে মৃত ব্যাক্তিদের অবস্থা দেখে নিলেন এমনকি তাদের আমলকেও দেখতে পেলেন।

দ্বিতীয়তঃ-কবরে কাঁচা ডাল দেওয়া হুযুর আলাইহিস্ সালামের সুন্নাত প্রমান হলো, এবং এটাও বুঝতে পারলাম যে, সবুজ বস্তুটি যতক্ষন কাঁচা থাকবে কবরে আযাব কম হবে এবং মৃত ব্যক্তি আরাম পাবে।

১-ইয়াসতানযিহ অর্থ পবিত্রতা অর্জন করা এবং ইয়াসতাতিরো অর্থ পর্দা করা ইয়াসতাতিরো পড়লে হাদীসের অর্থ হবে,পেশাবের সময় পর্দা না করার কারনে ঐ ব্যাক্তি কে আযাব দেওয়া হচ্ছে(অনুবাদক)।

হাদীস শরীফ-৫৪

حَدَّثَنَا اَبُوْبَشْرٍ بَكْرُبْنُ خَلَفٍ ثَنَا اَبْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَمَرَرْنَابِوَادٍ فَقَالَ اَىُّ وَادٍ هٰذَا قَالُوْا وَادِى الْاَزْرَقِ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى مُوْسٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِنْ طُوْلِ شَعْرِهٖ شَيْئًا لَايَحْفَظُهُ دَاوُدُ وَاضِعاً اِصْبَعَهُ فِىْ اُذُنِهٖ لَهُ جَوَارٌ اِلَى اللّٰهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِىْ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ اَىُّ ثَنِيَّةٍ هٰذِهٖ قَالُوْا ثَنِيَّةُ هَرْشٰى اَوْلَفْتٍ قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى يُوْنُسَ عَلٰى نَاقَةٍ حَمْرَآءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوْفٍ وَخِطَامُ نَاقَتِهٖ خُلْبَةٌ مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِىْ مَلَبِّيًا.

অনুবাদঃ-হযরত ইব্নে আব্বাস রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনার মাঝ পথে ছিলাম। আমরা একটা উপত্যকা অতিক্রম কালে হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন, এটা কোন উপত্যকা? সাহাবা রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগণ বললেন, এটি"আল আযরাক" উপত্যকা। হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন, আমি যেন মুসা আলাইহিস্ সালামকে দেখতে পাচ্ছি অত:পর তিনি(আলাইহিস্ সালাম)নিজের দুই আঙ্গুল মুবারক কর্ণ দ্বয়ে প্রবেশ করে হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের দীর্ঘ কেশের কিছুটা বর্ণনা দেন। যা রাবী পূর্ণ মনে রাখতে পারেন নি। মুসা আলাইহিস্ সালাম নিজের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করে জোরে জোরে তালবিয়া পড়তে পড়তে যাচ্ছেন। রাবী বলেন অত:পর আমরা পথ অতিক্রম করে একটি টিলার উপরে এলাম, তখন হুযুর আলাইহিস সালাম বললেন,এটি কোন টিলা? সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগন বললেন, এটা "সানিয়ায়ে হারসা " অথবা লিফাত (লাফত) নামক টিলা।

তখন হুযুর আলাইহিস্ সালাম বললেন,আমি যেন হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালামকে একটি লালবর্ণের উষ্ট্রির উপর পশমী জুব্বা পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি,উষ্ট্রির নাসারন্ধের রশি হচ্ছে পাতলা এবং তিনি তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় এই উপত্যকা অতিক্রম করছেন [সুনানে ইবনে মাযা আরবী উর্দু দ্বিতীয় খন্ড বাবুল হজ্জ আলার রিহাল হাদীস নং ৬৭১ পৃষ্ঠা নং ১৯৯ ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর,পাকিস্থান]।

হাদীস শরীফ–৫৫

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِبْنِ اَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوْخَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَّوْلٰى اَبِىْ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنُ عَقِيْلٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمُرٍ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ اَعْمَالُ اُمَّتِىْ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِىْ مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الْاَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُ فِىْ مَسَاوِىْ اَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِى الْمَسْجِدِ وَلاَتُدْفَنُ.

অনুবাদঃ-হযরত আবু যার গাফ্ফারী রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,আমার সামনে আমার উম্মতের সমস্ত ভালো এবং মন্দ আমল পেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে ভালো আমল হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তুকে সরানো এবং মন্দ আমল হলো মসজিদে এই ভাবে থুথু ফেলা যাহা দাফন করা হয়নি [মুসলিম শরীফ আরবী উর্দু প্রথম খন্ড কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়া দিয়িস্ সালাত হাদীস নং ১১৩৫ পৃষ্ঠা নং ৪৩৬ প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]। ফায়েদাঃ-এই হাদীস শরীফের দ্বারা বোঝা গেল যে,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দৃষ্টিতে উম্মতের আমল লুকায়িত নয়।

হাদীস শরীফ–৫৬

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَدْرُوْنَ مَاهٰذَا قَالَ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ هٰذَا حَجَرٌ رُمِىَ بِهِ فِى النَّارِ مُنْذُسَبْعِيْنَ خَرِيْفاً فَهُوَ يَهْوِىْ فِى النَّارِ الْاٰنَ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلٰى قَعْرِهَا.

অনুবাদঃ-হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমরা একদা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি(আলাইহিস্ সালাম)একটা বিকট আওয়াজ শুনলেন, তখন হুযুর আলাইহিস্ সালাম জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি জান এ আওয়াজ কিসের? আমরা বললাম আল্লাহ্ ও তার রাসুল আলাইহিস্ সালাম অধিক জ্ঞাত। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইহা একটা পাথরের শব্দ,যাহা সত্তর বছর আগে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তা সত্তর বছর যাবৎ পতিত হতে হতে এই মাত্র তলদেশে গিয়ে পৌঁছেছে [মুসলিম শরীফ আরবী উর্দু তৃতীয় খন্ড কিতাবুল জান্নাতি ওয়াস সিফাতে ওয়া নেয়ামি ওয়া আহ্লিহা হাদীস নং ৭০৩৭ পৃষ্ঠা নং ৬২৭ প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-এই হাদীস শরীফ থেকে বোঝাগেল যে,সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীআল্লাহু আনহুমগনের ইহা ঈমান ছিল যে,নবী মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইলমে গায়েব দেওয়া হয়েছে,এবং হাদীস শরীফের শেষাংশে এই আক্বিদা ফুটে ওঠে যে, নবী মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্তর বছর পূর্বে পাথরটির জাহান্নামে পড়তে এবং জাহান্নামের সবচেয়ে নিচে পৌছানোর খবর দিলেন।

হাদীস শরীফ–৫৭

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَبَانٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْاَعْنَاقِ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنِّىْ لَاَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَاَنَّهَا

অনুবাদঃ-হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,তোমরা কাতারের মধ্যে পরস্পর মিলে মিশে দাঁড়াও, এক কাতার অপর কাতারের নিকটে কর এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও,যার হাতে আমার জীবন, তার শপথ! আমি শয়তানকে নামাযের কাতারের মধ্যে বকরীর বাচ্চার ন্যায় প্রবেশ করতে দেখতে পায় [আবু দাউদ আরবী উর্দু, কিতাবুস সালাত হাদীস নং ৬২৬ পৃষ্ঠা নং ২৭৯ প্রকাশনী ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর, পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-নিগাহে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, শয়তানকে কাতারের মধ্যে ঢুকতে দেখলেন এবং উম্মতকে হুসিয়ারীও দিয়ে দিলেন। সুবহান আল্লাহ্!

হাদীস শরীফ–৫৮

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْخَزَّارُ ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ حَنْطَبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَىَّ اُجُوْرُ اُمَّتِىْ حَتَّى الْقَذَاةِ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوْبُ اُمَّتِىْ فَلَمْ اَرَ ذَنْبًا اَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ الْقُرْاٰنِ وَاٰيَةٍ اُوْتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا.

অনুবাদঃ-হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,আমার উম্মতের কাজের সাওয়াব আমাকে দেখানো হয়েছে, এমনকি মসজিদের সামান্য ময়লা পরিস্কারকারীর সাওয়াবও। অপর পক্ষে আমার উম্মতের গুনাহ সমূহ ও আমাকে দেখানো হয়েছে। নবী আলাইহিস্ সালাম বলেন,আমি এ থেকে অধিক বড় কোন গুনাহ দেখিনি যে,কোন ব্যাক্তি ক্বোরআনের কোন কোন আয়াত বা সূরা মুখস্ত করার পর তা ভূলে গেছে [আবুদাউদ আরবী উর্দু কিতাবুস সালাত হাদীস নং ৪৫৮,পৃষ্ঠা নং ২১৬ ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর,পাকিস্থান]।

ফায়েদা :- হুযুর আলাইহিস্ সালামের নিকটে তার উম্মতের আমল নামা কিংবা তাদের অবস্থা গোপনীয় নয়।

হাদীস শরীফ–৫৯

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُالْوَهَّابِ قَالُوْا نَاعَوْفٌ عَنْ اَبِىْ رَجَاءِ الْعُطَارُدِىِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

অনুবাদঃ-হযরত ইমরান বিন হুস্বাইন রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,আমি জাহান্নামে উঁকি দিয়া দেখলাম যে,সেখানে বেশী স্ত্রী লোকেরা রয়েছে, জান্নাতে উঁকি দিয়া দেখলাম তো, সেখানে গরীব লোকেরা বেশী রয়েছে। এই হাদীস হল হাসান ও সহি [তিরমিযী শরীফ আরবী উর্দু আবওয়াবু সিফাতুল কিয়ামাতি হাদীস নং ৪৮৯ পৃষ্ঠা ২০৭ ফরিদ বুক ষ্টল লাহোর, পাকিস্থান]।

হাদীস শরীফ–৬০

حَدَّثَنَا اَبُوْنُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اُسَامَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَشْرَفَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اُطُمٍ مِّنَ الْاٰطَامِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا اَرٰى اِنِّىْ اَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوْتِكُمْ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ.

অনুবাদঃ-হযরত উসামা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম(মদীনার)একটি উচু টিলায় চড়ে(সাহাবা রাদ্বীআল্লাহু আনহুমহগনকে)লক্ষ্য করে বললেন,আমি যা প্রতক্ষ করছি,তোমরা কি প্রত্যক্ষ করছো? আমি প্রত্যক্ষ করছি ফিতনা তোমাদের গৃহ সমূহে বৃষ্টির ধারার ন্যায় বর্ষিত হচ্ছে [বুখারী শরীফ আরবী উর্দু দ্বিতীয় খন্ড কিতাবুল মানাকিব হাদীস নং ৮১০,পৃষ্ঠা নং ৩৮৯ প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদা :-এই হাদীস শরীফের দ্বারা প্রমান হলো যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র দৃষ্টি মুবারকে নিজের গুলামের ঘরের উপর ফিতনার বৃষ্টি ধারা দেখেছেন।

হাদীস শরীফ–৬১

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَاشَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ الْفَزَارِىُّ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَآءَ يَقُوْلُ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُقَاتِلُ اَوْاُسْلِمُ قَالَ اَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَاَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ قَلِيْلاً وَّاُجِرَ كَثِيْرًا.

অনুবাদঃ-হযরত বারা রাদ্বীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বশরীর লৌহবর্মে ঢাকা অবস্থায় এক ব্যাক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে উপস্থিত হয়ে বলল,ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অগ্রে আমি জিহাদে অংশ গ্রহন করবো, না ইসলাম গ্রহণ করবো? তিনি(আলাইহিস্ সালাম)বললেন,(আগে) ইসলাম গ্রহণ করো,তার পর জিহাদে লিপ্ত হও। সুতারাং লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে জিহাদে অংশগ্রহণ করলো এবং শহীদ হলো(এটা দেখে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,অল্প কাজ করে ও অধিক পুরস্কার লাভ করল [বুখারী শরীফ আরবী উর্দু দ্বিতীয় খন্ড, কিতাবুল জিহাদ ও সিয়ার হাদীস নং ৭৩ পৃষ্ঠা নং ৭৫ প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

(ইবনে ইসহাক রাদ্বী আল্লাহু আনহু মাগাজীর মধ্যে সহি ইসনাদের সাথে হযরত আবু হুরায়রাহ রাদ্বী আল্লাহু আনহু হতে হযরত আমর বিন সাবিত রাদ্বী আল্লাহু আনহুর কিস্সা তাখরিয করেছেন,হযরত আবু হুরায়রাহ রাদ্বী আল্লাহু আনহু বলেছেন আমাকে ঐব্যাক্তির ব্যাপারে বলুন যে,সে জান্নাতে প্রবেশ করলো কিন্তু একটাও সিজদা করেনি, পরবর্তীতে বললেন তিনি হলেন আমর বিন হারিস রাদ্বী আল্লাহু আনহু। ফতহুল বারি,৬খন্ড,পৃষ্ঠা ২৫)।

হাদীস শরীফ–৬২

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُبْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِيْ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْماً فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلوتَهٗ، عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنِّيْ فَرْطٌ لَّكُمْ وَاَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ لَاَنْظُرُ اِلٰى حَوْضِيَ الْاٰنَ وَاِنِّيْ اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْمَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ وَاِنِّيْ وَاللّٰهِ مَااَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِيْ وَلٰكِنْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا.

অনুবাদঃ-হযরত ওকবা ইবনে আমির রাদ্বী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন বেরিয়ে গেলেন এবং উহুদে শহীদ ব্যাক্তিদের জন্য নামায পড়লেন, যেমন হুযুর আলাইহিস্ সালাম মৃত ব্যাক্তির উপর পড়তেন। তারপর হুযুর আলাইহিস্ সালাম মিম্বার শরীফের দিকে তাশরীফ আনলেন (মেম্বারের উপরে চেপে) বললেন আমি তোমদের অগ্রবর্তী ব্যাক্তি এবং আমি তোদের সাক্ষী। আল্লাহর কসম আমি আমার হাওযে কাওসারকে এখন দৃষ্টির সামনে দেখতে পাচ্ছি। সারা জগতের ধনগার সমূহের চাবিগুচ্ছ আমাকে প্রদান করা হয়েছে, আল্লাহর কসম, আমি এই আশঙ্কা করিনা যে, আমার পরে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে, বরং আমার আশঙ্কা হচ্ছে তোমরা দুনিয়াদারীতে মত্ত হয়ে যাবে [বুখারী শরীফ আরবী উর্দু প্রথম খন্ড কিতাবুল জানায়েয,হাদীস নং ১২৫৮,পৃষ্ঠা নং ৫৪৫, প্রকাশনী শাবির ব্রাদার্স লাহোর পাকিস্থান]।

ফায়েদাঃ-এই হাদীস শরীফ দ্বারা বোঝা গেল যে,রাসুলে করীম নূরে মোজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,মিম্বার শরীফে চেপে অসংখ্যা মাইল দূরে জান্নাতের মধ্যে নিজের হাওযে কাওসারকে দেখে নিলেন,

হুযুর আলাইহিস্ সালামকে ভূ-পৃষ্ঠের খাযানা সমূহের চাবি গুচ্ছ দেওয়া হয়েছে,এবং তিনি (আলাইহিস্ সালাম) বললেন,আমার পরদা নেওয়ার পর তোমরা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুশরিক হবে না,কিন্তু দুনিয়ার মহব্বতে জাড়িয়ে পড়বে।

ফায়েদা সমূহ ও মাসায়েলঃ-

এই হাদীস শরীফের দ্বারা নিম্নে বর্ণিত লাভ ও মাসায়েলের উপর আলোক পাত হয়।

ক্বরবাসীর যিয়ারত

১)হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদের যুদ্ধে শহীদগনের শহীদ হওয়ার আট বছর পর তাদের কবর যিয়ারতের জন্য তাশরিফ নিয়ে যান। এর দ্বারা প্রমাণ হয়ে যে,বিশেষ করে যিয়ারতের জন্য কবরের নিকটে যাও বিশেষ করে শহীদ,স্বলেহীনদের নিকটে যাওয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। যে লোকেরা কবর যিয়ারতের জন্য সফর করাকে শির্ক বা গুনাহের কাজ বলে,তারা সারাসরি এই হাদীশ শরীফের বিরোধিতা করে এবং খোলা গোমরাহি ও বদ আক্বীদার জালে ফেঁসে আছে,আল্লামা স্বাবী রাদ্বীআল্লাহু আনহু;-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣٥﴾

অনুবাদ;-হে ঈমানদারগণ আল্লাহ্কে ভয় করো এবং তাঁরই দিকে মাধ্যম তালাশ করো এবং তাঁর পথে জিহাদ করো এ আশায় যে,স ফলতা পেতে পারো(সূরা-মায়িদা,পারা-৬,রুকু-৬,আয়াত-৩৫)।

☆English Translation☆

'O believers! Fear Allah and seek the means of approach to Him and strive in His way haply you may get prosperity.(Kanz-UL-Eeman).